পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 103 Friday, 14 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১০৩ সংখ্যা ❋ ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার, ১৪ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দোল উৎসব

আজ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়িকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দোল উপলক্ষে আজ দুরন্ত বার্তা'র সকল দফতর বন্ধ থাকার ফলে আগামী কাল শনিবার দুরন্ত বার্তা'র কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। রবিবার থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে। -সম্পাদক (দুরন্ত বার্তা)

কেন্দ্রীয় রিপোর্টেই এগিয়ে বাংলা!

বৃহৎ শিল্পেও অন্যতম সেরার তকমা পেল পশ্চিমবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ ছোট ও মাঝারি শিল্পে দেশে সেরা হওয়ার পর এবার বৃহ শিল্পেও অন্যতম সেরার তকমা পেল রাজ্য। কেংদ্রীয় রিপোর্ট বলছে, ব। শিল্পে লগ্নির সদিচ্ছার ক্ষেত্রে এ রাজ্য বিনিয়োগকারীদের প্রথম পছ ঃদ। ২০২৪ সালে যে দেশের মধ্যে যে তিনটি রাজ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছে কর্পোরেট সংস্থাগুলি, তার মধ্যে রয়েছে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই সাফল্যের কথা জানিয়ে লেখেন, ' অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইংটারন্যাল ট্রেড' বা ' যে সর্বশেষ রিপোর্ট কেংদ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সামনের সারিতে রয়েছে। বৃহ শিল্পে লগ্নির আগ্রহের দিক থেকে বাংলা রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে একেবারে উপরের সারিতে। দিনকয়েক আগেই কেংদ্রীয় সমীক্ষায় দেশের সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সেরা হয়েছিল রাজ্য। উপাদন শিল্প ও নারী পরিচালিত সংস্থার সংখ্যাও এ রাজ্যেই সব থেকে বেশি, এই তথ্যই উঠে এসেছিল ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস-এর দেওয়া পরিসংখ্যানে। এবার বৃহশিল্পে লগ্নির আগ্রহেও এগিয়ে থাকার পর মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ' কয়েক বছর ধরে দেশে সেরার আসনে থাকার পর এখন বৃহ শিল্পেও আমরা সাফল্য অর্জন করেছি।' তিনি জানান, ' ২০২৪-' বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ব। কর্পোরেট শিল্পে লগ্নির আগ্রহের দিক থেকে আমরা ২০২৪-এ সব রাজ্যকে ছা।য়ে গিয়েছি। দেশের তিনটি সেরা রাজ্যের মধ্যে রয়েছি আমরা। এমএসএমই-র সাফল্যের থেকেও তা অনেক বেশি।' এবারের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটও যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ' আরও রেকর্ড গ।বে বাংলা।'

অভিষেকের মেগা বৈঠকে আমন্ত্রিত তৃণমূল কংগ্রেসের সবস্তরের নেতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ 'ভুতুড়ে' ভোটার তালিকা নিয়ে অভিষেকের বৈঠকে শুধু কোর কমিটির সদস্যরা নন, আমন্ত্রিত হয়েছেন সাংসদ থেকে বিধায়ক, জেলা সভাপতি থেকে পুরসভার চেয়ারম্যান সকলেই। দলীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ১৫ মার্চের ভারচুয়াল মেগা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য, সাংসদ, বিধায়ক, পুরপিতা, জেলা সভাপতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পুরসভা চেয়ারম্যান-সহ অন্যান্য নেতৃত্বও। 'ভুতুড়ে ভোটার' নিয়ে ৬ মার্চ তৃণমূল ভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে দেওয়া কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। তারপর জানানো হয়, ১৫ তারিখ পরের বৈঠক হবে। ভারচুয়াল বৈঠকে যোগ দেবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বৈঠকে কোর কমিটির সদস্যরা ছাড়াও জেলা তৃণমূল সভাপতি ও চেয়ারম্যান এবং শাখা সংগঠনের প্রধানদের অংশ নেওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, দলের প্রায় সকলেই হাজির থাকবেন বৈঠকে। রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রথমবার 'ভুতুড়ে'ভোটার ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের মেগা সমাবেশ মঞ্চ থেকেও একই ইস্যুতে সরব হন তিনি। দাবি করেন, ভুয়ো ভোটারদের ব্যবহার করে ভোট বাড়িয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন জেতার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। নির্বাচন কমিশনের 'রাজ্যের বিজেপি নেতারা এই কাজ করছেন বলেও অভিযোগ করেন মমতা। 'ভুতুড়ে' ভোটার চিহ্নিতকরণে সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটিতে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। 'ভুতুড়ে' ভোটার চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত কাজ কতটা এগিয়েছে, তা জানতে গত বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে ওই কমিটি একটি বৈঠক ছিল। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ওই দিনের বৈঠকে ছিলেন না কমিটির সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আগামী ১৫ মার্চ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কমিটিকে ভারচুয়াল বৈঠক ডাকেন। পরে দিনবদল করেন। বলা হয়, বৈঠক হবে ১৬ মার্চ। যদিও পরে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয় বৈঠক হবে ১৫ মার্চ। দলের প্রায় সকলকেই ডাকা হয়েছে বৈঠকে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

নারী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন হলেন তাপসী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে রাজ্যের নারী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে। নারী , শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের অধীন ওই পর্ষদে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও ৬ জন আইএএস-ডব্লুবিসিএস আধিকারিক। তার এই পদ প্রাপ্তিকে বিরোধীরা দল বদলের পুরস্কার বলে কটাক্ষ করেছেন।

হিরণকে মার্জনা করলেন অধ্যক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসত্য ও অবমাননাকর তথ্য বিধানসভায় পেশ করার অভিযোগ অভিযুক্ত খড়গপুরের বিধায়ক হিরণময় চট্টোপাধ্যায় (হিরণ) বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ঘুষ দিয়ে রাজ্য সরকার স্কচ পুরস্কার পেয়েছে বিধানসভায় এমন অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে আন স্বাধীকার ভঙ্গের নোটিশের জবাব দিয়েছেন হিরণ। এদিন তাঁর জবাবের প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ জানান হিরণ চট্টোপাধ্যায় যে জবাব দিয়েছেন সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। তিনি প্রথম বারের বিধায়ক, তাই এটি তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুল ধরে নিয়ে তাকে মার্জনা করা হচ্ছে। ওই বিধায়ককে নিজের ভুল স্বীকার করে নিতে এবং আগামী দিনে এমন দ্বায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ থেকে বিরত থাকতে অধ্যক্ষ অনুরোধ জানান।

শাহজাহানের ৩টি গাড়ি নিলামের আর্জিতে আদালতে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ আরও বিপাকে সন্দেশখালির 'এবার শেখ শাহজাহানের বাজেয়াপ্ত তিনটি গাড়ি নিলামের পথে ইডি। আদালতে আবেদন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। আগামী ১৯ মার্চ মামলার শুনানির সম্ভাবনা। গাড়িগুলি সরবেড়িয়ার গোডাউন থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। একটি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন শাহজাহানের নামে। অপরটি শেখ আলমগিরের নামে। ওই গাড়িটি গত বছরের ডিসেম্বরে কেনা হয়। যার দাম কমপক্ষে ২৭ লক্ষ টাকা। এবং তৃতীয় গাড়ির মালিকানা পাঞ্জাবের এক সংস্থার নামে। ওই গাড়িটি ২০২২ সালের ৬ জানুয়ারি কেনা হয়। এই তিনটি গাড়ি নিলামের আবেদন জানিয়ে আদালতে ইডি। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি। ওইদিন সকালে শাহজাহানের বাড়িতে যান ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের দাবি, শাহজাহানের দুটি নম্বরে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। ওই নম্বর দুটি দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত ছিল। পরে একটি নম্বরে ফোন ধরেন শাহজাহান। ইডির কথা শুনে ফোন কেটে দেন। মুহূর্তের মধ্যেই কমপক্ষে ২-৩ হাজার লোক জড়ো হয়ে যান। আধিকারিকদের ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ইডির গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। তারপর থেকেই সাম্রাজ্য ছাড়া হয়ে যান শাহজাহান। ৫৫ দিনের মাথায় রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহান। এরপর মামলার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে সিবিআই।

কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অবসরের পথে তিন সিপিএম নেতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ বামে বাম বয়সবিধি! রাজনৈতিক কেরিয়ারে রক্তক্ষরণ অব্যাহতর মাঝে এবার বঙ্গ সিপিএমে মহাপ্রস্থানের পথে তিন কমরেড। সূত্রের খবর, বয়সের কারণে কেংদ্রীয় কমিটি থেকে অবসর নিতে চলেছেন সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব, রেখা গোস্বামী। আরও দুই নেতানেত্রী বাদ পড়তে পারেন বলেও আলোচনা চলছে। তবে এঁদের তিনজনের জায়গায় নতুন কারা আসবেন, তা নিয়ে দলে ইতিমধ্যে মতান্তর শুরু হয়েছে। সূর্যকান্ত মিশ্র এবং রবীন দেব বঙ্গ সিপিএমের অন্যতম দুই কাণ্ডারি। বাম আমলে একাধিকবার স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। বামেরা ২০১১ সালে রাজ্যের শাসনক্ষমতা হারানোর পর সূর্যকান্ত মিশ্র ছিলেন বিরোধী দলনেতা। আর রবীন দেব সিঙ্গুরের মতো এলাকায় সংগঠনকে পোক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে তাঁর পরামর্শক্রমে দলের একাধিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুজনেই সিপিএমের সর্বোচ্চ সংগঠন পলিটব্যুরো এবং কেংদ্রীয় কমিটির সদস্য। তবে এবার বয়সের কারণেই সূর্যকান্ত মিশ্র ও রবীন দেব বাদ পড়ছেন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে। এছাড়া আরও দু'জনের নাম উঠে আসছে। বাদ পড়তে পারেন বর্ধমানের লড়াকু নেত্রী অঞ্জু কর এবং বাঁকুড়ার সংগঠক অমিয় পাত্র। কিন্তু রবীন দেব, সূর্যকান্ত মিশ্র এবং রেখা গোস্বামীর বদলে কাদের নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে? তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে দলে। তৈরি হচ্ছে মতান্তরও। মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে রেখার বদলে আসানসোলের জনপ্রিয় নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করছেন একাংশ। সেক্ষেত্রে পাশাপাশি আরেক তরুণ নেতা সৃজন ভট্টাচার্যকেও তুলে আনার পক্ষে সওয়াল করছেন কেউ কেউ। আর সূর্যকান্ত বা রবীন দেবের বদলে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক নেতার নাম উঠে আসছে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে। সেক্ষেত্রে কলকাতার জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার, উত্তর ২৪ পরগনার পলাশ দাসের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও অনেকটা সময়ের ব্যাপার। আগামী এপ্রিলে তামিলনাড়ুতে পার্টি কংগ্রেসে তা ঠিক হতে পারে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টা! সংসদে তথ্য দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ গত পাঁচ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনার অপসারণের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলে এদিন জানতে পারা গেল। সংসদে তথ্য দিয়ে এ কথা জানাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত সরকারও যে কড়া অবস্থান নিচ্ছে, সেটাও জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। সংসদে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, গত বছরের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ২৬০১ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট এই ৬ মাসে ধরা পড়ে ৮৭৯ জন। পরের ৬ মাসে অর্থাৎ হাসিনা গদিচ্যুত হওয়ার পর এই অনুপ্রবেশের চেষ্টাটা ৮০ গুণ বেড়ে গিয়েছে। আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ধরা পড়েছে ১৫৮৪ জন বাংলাদেশি। মাসের হিসাবে গত ১৩ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে গত বছর অক্টোবর মাসে। স্রেফ অক্টোবরেই অনুপ্রবেশের চেষ্টায় সীমান্তে ধরা পড়েছে ৩৩১ জন বাংলাদেশি। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, হাসিনার অপসারণের মাসে অর্থাৎ অগস্টে ২১৪ জন বাংলাদেশি ভারতে প্রবেশের চেষ্টায় ধরা পড়েছে। সেপ্টেম্বরে ৩০০, অক্টোবরে ৩৩১, নভেম্বরে ৩১০ এবং ডিসেম্বরে ২৫৩ জন বাংলাদেশি ধরা পড়েছে অনুপ্রবেশের চেষ্টায়। অশান্ত বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা যে বাড়বে সেটা ভালোমতোই জানে শাহী মন্ত্রক। সেই মতো ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তে লোকবল বাড়ানো হচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

স্বাস্থ্যসাথী, রাজ্যের ব্যয় ২৭০০ কোটি টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করেছেন রাজ্যের ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০৭ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৬৯৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬৩১ টাকা। বৃহস্পতিবার এক তৃণমূল বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে পরিসংখ্যান তুলে ধরে এমনটাই জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী জানান, বর্তমানে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা মেলে ২৯১৪টি হাসপাতালে। যে কোনও অসুবিধায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে উল্লিখিত নম্বরে ফোন করলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানান চঃিদ্রমা।এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে এ কথা জানিয়ে মন্ত্রী পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ২২৬৩ কোটি ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৩৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ওই পরিমাণ বেড়ে হয় ২৬৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৬৯৪ টাকা। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন আমতার তৃণমূল বিধায়ক সুকান্ত পাল। তাঁর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান তুলে ধরে চন্দ্রিমা জানান, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০৭ জন এই প্রকল্পে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে নোটিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ বিধানসভার চলতি অধিবেশনে গত কয়েকদিন ধরে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিধানসভার তৃনমূল কংগ্রেস পরিষদীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ভরতপুরের দলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে আরও একবার কারন দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। তাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে মন্ত্রীসভার সদস্য সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকেও সতর্ক করা হয়েছে বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

শুভেন্দুকে 'ঠুসে দেব' মন্তব্য ঘিরে ফের উত্তাল বিধানসভা, পরপর তিনদিন ওয়াকআউট বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ গতকালই শুভেন্দু অধিকারীর 'চ্যাংদোলা' মন্তব্যের পাল্টা দিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। ভরতপুরের বিধায়কের সেই 'ঠুসে দেব' মন্তব্য ঘিরে বৃহস্পতিবার ফের উত্তাল হল বিধানসভা। তর্কবিতর্কের মাঝেই ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার গেটে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এদিকে, শর্ত মানলে বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভার কার্যবিবরণী দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গল, বুধের পর বৃহস্পতিবারও উত্তাল হয়ে উঠল অধিবেশন কক্ষ। সোমবার মুসলিম বিধায়কদের 'চ্যাংদোলা' করে ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাল্টা দেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বলেন, 'আমাকে মারতে এলে ঠুসে দেবো।' এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন আলোচনা করতে চেয়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু অনুমতি দেননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতেই মেজাজ হারান শংকর ঘোষ-সহ বিজেপি বিধায়করা। বেরিয়ে পড়েন অধিবেশন কক্ষ থেকে। এদিন ফের অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে হুমায়ুনকে, অন্যথায় পদক্ষেপ করা হবে। যদিও এই হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হুমায়ুন। নিজের অবস্থানে অনড় তিনি। বলেন, ক্ষমতা থাকলে মুর্শিদাবাদে ঢুকুন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অধিবেশন কক্ষে কাগড় ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানান বিজেপি বিধায়করা। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে পদ্মশিবিরের বিধায়কদের বিধানসভার কার্যবিবরণী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। তার প্রতিবাদে শুভেন্দু বলেছিলেন, এটা গণতন্ত্র হতে পারে না। বিজেপি বিধায়করা কাগজ পাবেন না! অধ্যক্ষ দলের নেতার মতো আচরণ করছেন। পরবর্তীতে বাড়ি থেকে কাগজ এনে ছিঁড়বেন বলেও মন্তব্য করেছিলেন। তারপর বুধবার ফের কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ করেন বিজেপি বিধায়করা। এসবের মাঝেই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কার্যবিরবণী দেওয়া হবে গেরুয়া বিধায়কদেরও। তবে বিধানসভার নিয়ম মানতে হবে।

বাতিল আইনে মতুয়া উৎসব! হাই কোর্টের অনুমতি খারিজে বিপাকে মমতাবালার অনুগামীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ ৬ দশক আগে বাতিল করা হয়েছিল আইন। তারপরেও সেই আইন দেখিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামী মতুয়াদের অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়ে দিয়েছিল জেলা পরিষদ। বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতেই বাতিল হল সেই অনুমতি। নতুন করে আবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ১৯ মার্চের মধ্যে তা বিবেচনা করে নতুন করে অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ জেলা পরিষদকে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৬২ বছর আগের বাতিল হয়ে গিয়েছিল জেলা পরিষদ আইন। তারপরেও ওই আইনকে হাতিয়ার করেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ঠাকুরনগরের মতুয়া উৎসবের অনুমতি দিয়ে দিয়েছিল মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামীদের। ওই একই অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সেই মামলায় জমা পরা নথি দেখে বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, ১৯৭৩ সালে রাজ্যে পঞ্চায়েত আইন আসার পর ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তারপরেও জেলা পরিষদের আইন দেখিয়ে একপক্ষকে অনুমতি দিয়েছিল জেলা পরিষদ। তাই ওই অনুমতি বাতিল করল হাই কোর্ট। একইসঙ্গে নতুন করে দু'পক্ষকে আবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ১৯ মার্চের মধ্যে তা বিবেচনা করে নতুন করে অনুমতি দেবে জেলা পরিষদ, নির্দেশ হাই কোর্টের।

টোটো চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আনতে চাইছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ শহরতলি এলাকায় যানজট আর দুর্ঘটনা রোধে এবার টোটো চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আনতে চাইছে রাজ্য প্রসাশন।এবিষয়ে পরিবহণ দফতর একটি নীতি তৈরি করছে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী একথা জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে পরিবহন মন্ত্রী জানান- শিলিগুড়ি শহরে যানজট সমস্যা মেটাতে ৭০০০ অরেজিস্ট্রিকৃত টোটো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রচুর যুবক নিজেদের সংসার চালানোর জন্য এই টোটো রাস্তায় নামায়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে টোটো চালানোয় যানজট হয়। তাই টোটোর জন্য পৃথক গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে।শিলিগুড়ি শহরের সঙ্গে সঙ্গেই সারা রাজ্যের জন্য টোটো নীতি তৈরি করছে পরিবহন দফতর।

যোগেশচন্দ্রের মামলায় দুই অধ্যক্ষকে তোপ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ নির্দেশ মেনে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের মামলায় কলকাতা হাই কোর্টে হাজিরা দিলেন চারু মার্কেট থানার ওসি। জানালেন, সবটাই কলেজের ভিতরে ঘটেছে। এদিকে অশান্তির দায় আইন ও ডে কলেজের অধ্যক্ষের কাঁধেই ঠেলল রাজ্য। সাফ জানানো হল, থানায় কোনও অভিযোগই জানানো হয়নি। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, প্রিন্সিপাল নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে এটা ভেবেই ছাত্ররা কলেজে যায়। নিরাপত্তা প্রিন্সিপালের দায়িত্ব। ২ সপ্তাহ পর হবে পরবর্তী শুনানি। সরস্বতী পুজোর পর দোল উৎসব নিয়ে সম্প্রতি অশান্ত হয়ে ওঠে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। এক্ষেত্রেও অভিযোগ সেই বহিরাগতদের বিরুদ্ধেই। সোমবার কলকাতা দক্ষিণের সাংসদ তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মালা রায় কলেজে গেলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ হয়। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ফের পিছিয়ে গেল সুনীতাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন!

১৩ মার্চ ঃ মহাকাশে বন্দিদশা কাটিয়ে এ সপ্তাহেই ধরিত্রীর মাটিতে পা রাখার কথা ছিল দুই নভোচর সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর। এমনই সুখবর শুনিয়েছিল নাসা। অপেক্ষা ছিল সেই সুদিনের, যেদিন দুই নভোচর প্রায় ৯ মাস পর শ্বাস নেবেন পৃথিবীর হাওয়ায়। কিন্তু ফের আশাভঙ্গ। এলন মাস্কের মহাকাশযানের যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ফের পিছিয়ে গেল দু'জনের পৃথিবীতে ফেরা। গোলযোগ সারিয়ে কবে মহাকাশযানটি সুনীতাদের ফেরাতে মহাকাশে পাড়ি দেবে তা এখনও জানা যায়নি। গত বছর থেকে মহাশূন্যে বন্দি থাকা দুই নভোচরকে ফেরাতে 'এলন মাস্কের সাহায্য চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে এবিষয়ে আশ্বস্ত করেন টেসলা কর্তা। সেইমতো সুনীতাদের ফেরাতে প্রস্তুতি শুরু করে তাঁর সংস্থা স্পেসস এক্স। প্রথমে জানা গিয়েছিল ১৯ মার্চ নয়, নাসা ও স্পেসস এক্স সহযোগিতায় সপ্তাহান্তেই দুজনকে নিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছতে চলেছে ড্রাগন স্পেসক্র্যাফ্ট। গতকাল ১২ মার্চ অর্থাৎ বুধবার ভোর ৫টা ১৮ নাগাদ আমেরিকার কেনেডি স্পেসস সেন্টার থেকে স্পেসস এক্সের ফ্যালকন নাইন রকেট উৎক্ষেপণ করার কথা ছিল।

রাজ্যের বকেয়া টাকা মেটানোর পক্ষে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বারবার এই বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দিল্লির দরবারে গিয়েছে। রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলের শীর্ষনেতারা বারবার দাবি করে আসছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে তার প্রাপ্য বরাদ্দ অর্থ দেয়নি, যা রাজ্যের উন্নয়ন এবং বিশেষত গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক খবর এল। সংসদে গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার বিশেষত ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে অর্থের অভাবে নানা সমস্যার মুখে পড়েছে। এই বকেয়া অর্থ পরিশোধ না হওয়ার কারণে রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম থমকে গেছে। ফলে রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশাল প্রভাব পড়েছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কাজের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের অভাব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার, সংসদীয় কমিটি জানায় যে ১০০ দিনের কাজের পাশাপাশি অন্য সকল বকেয়া অর্থ দ্রুত পরিশোধ করা উচিত। তবে, কিছু অর্থবর্ষ নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে, সেই জন্য সেই বছরগুলির অর্থ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে কিছু সময়সীমা থাকতে পারে। কিন্তু যেসব অর্থবর্ষের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়নি, তা অবিলম্বে পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের সদস্যরা আগেই একটি প্রতিবেদন সংসদীয় কমিটির কাছে জমা দিয়েছিলেন, যাতে তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে দাবি করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গকে তার প্রাপ্য বরাদ্দ অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বকেয়া অর্থ না দেওয়ার কারণে রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়েছে। এর ফলে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে এবং রাজ্যের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি আরও সংকুচিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে সংসদীয় কমিটি, এবং তার ভিত্তিতে তারা রাজ্যকে দ্রুত বকেয়া অর্থ দেওয়ার সুপারিশ করেছে। তবে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এই সুপারিশ মেনে কী পদক্ষেপ নেয়। গত বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বঞ্চনার অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে যে, রাজ্য সরকার যদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রতিবেদন জমা দেয়, তাহলে অর্থ বরাদ্দে কোনও বাধা থাকবে না। এখন প্রশ্ন হল, কেন্দ্র কী এই সুপারিশ গ্রহণ করবে, না কি এর বিরোধিতা করবে? কারণ, ইতিপূর্বে কেন্দ্র সরকার বহুবার রাজ্যের অভিযোগ অগ্রাহ্য করেছে এবং বকেয়া অর্থের বিষয়ে নানা বিতর্কে জড়িয়েছে। তাই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, সংসদীয় কমিটির সুপারিশের পর কেন্দ্র ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে এবং রাজ্যের বকেয়া অর্থ দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়া যদি সফল হয়, তবে তা রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্থানীয় অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আশা করা যাচ্ছে, এই পদক্ষেপে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাবে, যা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

ভারত-পাক সীমান্তে রঙের উৎসব, হোলি উদযাপন বিএসএফ জওয়ানদের

জয়সলমের, ১৩ মার্চ ঃ রাজস্থানের জয়সলমেরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে রঙের উৎসবে মেতে উঠলেন বিএসএফ কর্মীরা। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন বিএসএফ সদস্যরা শুক্রবার হোলি উৎসবের আগেই বৃহস্পতিবার রঙের উৎসবে শামিল হন। একে-ওপরের মুখে আবির মাখিয়ে দেন। পাশাপাশি নাচ-গানও করেন বিএসএফ জওয়ানরা।ডিআইজি বিএসএফ সেক্টর নর্থ যোগেন্দ্র সিং রাঠোর বলেছেন, হোলি উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সীমান্ত রক্ষা করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব, আমাদের সৈন্যরা উসবের সময়ও পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালনে কোনও দ্বিধা করে না। মহিলা বিএসএফ জওয়ান সঞ্জু বলেন, সকলকে হোলির শুভেচ্ছা, আমি সবাইকে বলতে চাই উৎসাহের সঙ্গে হোলি উদযাপন করুন এবং শান্তিতে ঘুমান, কারণ আমরা সীমান্তে মোতায়েন আছি এবং দেশকে পাহারা দিচ্ছি... বিএসএফও একটি পরিবার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সত্ত্বেও, আমরা একসঙ্গে পরিবারের মতো উদযাপন করি। সদর দফতর থেকে 'গুলাল' এবং মিষ্টি পাঠানো হয়েছিল, আমরা এখানে প্রতিটি উৎসব উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করি।

অপরাধীকে ধরতে গিয়ে বিহারে খুন এএসআই, ৩-৪ জন পাকড়াও

আরারিয়া, ১৩ মার্চ ঃ অপরাধীকে ধরতে গিয়ে বিহারে খুন হলেন এক এএসআই। নিহত এএসআই-এর নাম রাজীব রঞ্জন। পুলিশ জানিয়েছে, এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে এএসআই রাজীব রঞ্জন মারা গিয়েছেন। ওই এএসআই-কে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার রাতে কুখ্যাত এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিলেন ওই পুলিশ আধিকারিক। সেই সময় কয়েক জন তাকে ঘিরে ফেলে, এই সময় পুলিশ আধিকারিককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যাতে এএসআই-এর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ডিএসপি ফোর্বসগঞ্জ মুকেশ কুমার সাহা বলেছেন, আমরা খবর পাই, অপরাধী আনমোল যাদব একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে, কিন্তু স্থানীয় গ্রামবাসীরা পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে এবং তারা আনমোল যাদবকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। ধস্তাধস্তির সময় এএসআই বিজয় কুমার পড়ে যান এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ৩-৪ জনকে আটক করা হয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। আরারিয়ার এসপি অঞ্জনি কুমার জানিয়েছেন, অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, অন্যদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে।

দিল্লিতে পাকড়াও ১২ জন বাংলাদেশি, প্রচুর নথির উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে পাকড়াও করেছে পুলিশ। দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ দিল্লিতে অভিযান চালিয়ে ১২ জনেরও বেশি বাংলাদেশিকে পাকড়াও করেছে দিল্লি পুলিশ। এই বাংলাদেশি নাগরিকরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। গত বুধবার দিল্লি পুলিশ আরও জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ দিল্লি থেকে অভিযান চালিয়ে ১২ জনেরও বেশি বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। এই বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। অনেক নথি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযান এখনও চলছে।

ভারতে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ ভারতে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে, পাশাপাশি ভারতে রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে ১৪৬ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলি রেলপথ, সড়কপথ এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত।অমিত শাহ ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, বিশেষ করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। অমিত শাহ বলেন, ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সড়ক নেটওয়ার্ক এবং তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্কের অধিকারী। তিনি গুজরাটের রূপান্তরমূলক উন্নয়নেরও প্রশংসা করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রেলপথ, সড়কপথ এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্র সম্পর্কিত এই কয়েকটি জনকেন্দ্রিক প্রকল্পের মাধ্যমে গুজরাট উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখেছে। এই উপলক্ষ্যে অমিত শাহ সানন্দ এলাকায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি নতুন হাসপাতাল এবং গান্ধীনগরে একটি নতুন সিভিল হাসপাতাল স্থাপনের সরকারের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

এলপিজি সিলিন্ডার ইস্যুতে এএপি-র বিক্ষোভ, পাল্টা তোপ বীরেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ এলপিজি সিলিন্ডার ইস্যুতে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আম আদমি পার্টি। হোলিতে বিনামূল্যে এলপিজি সিলিন্ডারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় এদিন সকালে দিল্লির আইটিও-তে এএপি-র নেতা ও কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এএপি বিধায়ক কুলদীপ কুমার বলেন, মোদীজি এবং নাড্ডাজি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, হোলিতে দিল্লির মহিলারা বিনামূল্যে সিলিন্ডার পাবেন। আমরা এখানে জনগণকে বলতে এসেছি যে, বিজেপি একটি 'জুমলা' দল। দিল্লির মানুষ বিনামূল্যে সিলিন্ডারও পায়নি, ২৫০০ টাকাও পায়নি। দিল্লির মানুষ বিনামূল্যে সিলিন্ডার না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। পাল্টা এএপিক-র সমালোচনা করেছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। তিনি বলেছেন, অতিশী এবং এএপি মিথ্যা, অহংকার ও সংঘর্ষের রাজনীতি করে। তাঁরা সবসময় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিত। আগে, তাঁরা মহিলাদের ২৫০০ টাকা দেওয়ার আমাদের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। এখন, তাঁরা সিলিন্ডার নিয়ে চিন্তিত। আমি তাদের বলতে চাই, বিজেপি সংকল্প পত্রে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণ করবেই। তাদের কেবল কিছু বাজেটের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শীঘ্রই কংগ্রেসের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে এএপি।

শীঘ্রই সম্পন্ন হবে পাটনা বিমানবন্দরের নতুন ভবন, আশ্বাস নীতীশের

পাটনা, ১৩ মার্চ ঃ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে পাটনা বিমানবন্দরের নতুন ভবন, আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বৃহস্পতিবার পাটনা বিমানবন্দরের নতুন ভবন পরিদর্শন ও নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছেন। কাজের অগ্রগতি দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, এটি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে এবং আরও সম্প্রসারিত হবে।

ছয় দফা দাবিতে রাজভবন অভিযান সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির

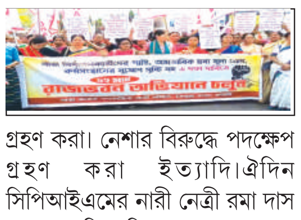

আগরতলা, ১৩ মার্চ ঃ ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য কমিটি। ডেপুটেশন প্রদান উপলক্ষে রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে থেকে মিছিল সংঘটিত করা হয়। সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় মিছিলের গতি রোধ করে পুলিশ।প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যপালের নিকট গত বুধবার ডেপুটেশন প্রদান করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য কমিটি। ঐদিন ছিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এই উপলক্ষে রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে সেখান থেকে রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি উপলক্ষে মিছিল সংঘটিত করা হয়।এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রমা দাস। ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল, জনগণের জন্য কাজ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা। নারী নির্যাতন রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নেশার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।ঐদিন সিপিআইএমের নারী নেত্রী রমা দাস জানান, বিজেপি সরকারের সমস্ত জনস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলি বাতিল করতে হবে। রাজ্যের নারীরা ক্রমশই কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ রেগা শ্রমিককে রেগা কর্মসূচি থেকে বাতিল করা হয়েছে। এই সমস্ত জন স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি নিয়েই রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বলে জানান তিনি।ঐদিন রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান তথা রাজভবন অভিযান কর্মসূচিকে সামনে রেখে রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে থেকে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলটি রাধানগর পেরিয়ে সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় গেলে পুলিশ মিছিলের গতি রোধ করে।সেখান থেকে নারী নেত্রী রমা দাসের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে।

দোলে মত্ত অবস্থায় কেউ যাতে জলে না নামেন, সতর্কবার্তা লালবাজারের

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃদোল ও হোলিতে মদ্যপান করার পর জলাশয় নেমে স্নান নয়- দোলের আগে কড়া বার্তা দিল লালবাজার। শুক্র ও শনিবার কলকাতার অন্তত ৬৬টি ঘাটে কড়া নজরদারি চলবে পুলিশের। এ ছাড়াও পাড়ার পুকুর বা জলাশয়ে যাতে মত্ত অবস্থায় কেউ না নামেন, সেই ব্যাপারে স্থানীয় ক্লাবগুলিকেও সতর্ক করছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে আঞ্চলিক আধিকারিকরা নির্দেশ দিয়েছেন বিভাগীয় অফিসারদের। সূত্রের খবর, পুলিশের নজর থাকবে যাতে মত্ত অবস্থায় কেউ জলে না নামেন।পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, গত দু'বছরে শুধু দোলের দিন কলকাতার গঙ্গা ও জলাশয়ে ডুবে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এই বছর অনেক আগে থেকেই সতর্ক হয়েছে পুলিশ। কলকাতার ৬৬টি ঘাটে পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা থাকছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে গঙ্গার ঘাট, তেমনই রয়েছে বিভিন্ন জলাশয়ের ঘাটও। এর মধ্যে অন্তত ৪৪টি ঘাটে কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সদস্য মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার, খবের সূত্রে জানা গেছে সবাই যেন সতর্ক থাকে।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৩ মার্চঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক

দোলযাত্রা একটি জনপ্রিয় হিন্দু উৎসব যা বসন্ত উৎসব নামেও পরিচিত

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃদোলযাত্রা বা হোলি উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমার তিথিতে পালিত হয়। এবছর দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইংরেজির ১৪ ই মার্চ। বাংলায় ২৯ শে ফাল্গুন।দোল পূর্ণিমা যা দোল উৎসব নামেও পরিচিত । হোলি উৎসবের সময় উদযাপিত হিন্দুদের একটি উৎসব হল দোল। এই উৎসব রাধা ও কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এই দিন ভগবান কৃষ্ণ প্রথম রাধা কে রং প্রয়োগ করে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দোল উৎসবের সূচনা করেছিলেন।দোল আমাদের দেশে দারুণ ভাবে পালিত হয়। এই উৎসব সামাজিক বাধা ভেঙে দেয়। জাতি, ধর্ম বা মর্যাদা নির্বিশেষে মানুষকে একত্রিত করতে পারে এই উৎসব। এই উৎসব বসন্তের আগমনকেও নির্দেশ করে।দোল উৎসবে আমাদের হৃদয়ে লাগছে ফাগুনের হাওয়া। প্রকৃতিতে পলাশের পরশ। মনের গহন কুসুম থেকে উৎসারিত প্রেম নিয়ে বাংলার দোল উৎসবে দোল পূর্ণিমায় সকলের অংশগ্রহণে মেতে ওঠে বাংলা।প্রকৃতি রঙিন সাজে সজ্জিত হয়েছে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে। বিশেষ করে বাঁকুড়া- পুরুলিয়া জেলায় পলাশের বনে লাগছে প্রেমের দোলা। তরুণ- তরুণীর পালাই পালাই মন। শোনা যাচ্ছে ধামসা মাদলের বোল আর বাংলায় এসেছে দোল।

হোলি সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দেয়ঃগজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

যোধপুর, ১৩ মার্চ ঃ শুক্রবার হোলি, তার আগেই রঙের উৎসবে মেতে উঠেছে সমগ্র দেশ। রঙের উৎসব হোলি উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তাঁর কথায়, হোলি এমন একটি উৎসব, যা সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দেয়।বৃহস্পতিবার রাজস্থানের যোধপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, ভারত উৎসব, উৎসাহ এবং উদযাপনের দেশ, হোলি উৎসব এমনই একটি প্রধান উৎসব। এই উৎসব বিশেষ কারণ এটি সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দেয়। আমি সবাইকে শুভ হোলির শুভেচ্ছা জানাই।

উরাই নগরে ৮০টি স্থানে হোলিকা দহন হয়ে গেল

জালাউন, ১৩ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের উরাই নগর পৌরসভার প্রায় ৮০টি স্থানে হোলিকা দহন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে।পুরসভা নতুন ও পুরনো স্থানগুলি চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করেছে।।হিন্দু সংস্কৃতিতে হোলি খেলার আগে হোলিকা দহনের প্রথা চলে আসছে। বহু বছর ধরে চলে আসা এই রীতি সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। এই বছর ১৪ মার্চ হোলি উদযাপিত হবে। তার আগে বৃহস্পতিবার হবে হোলিকা দহন হয়ে গেল।

দোল পূর্ণিমায় হাওড়া-শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল শতাধিক ট্রেন

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ শুক্রবার দোল উৎসবে হাওড়া-শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল থাকবে বহু ট্রেন! বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে একথা জানিয়েছে পূর্ব রেল। বৃহস্পতিবার রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ডিভিশনে প্রায় সারাদিন শতাধিক ট্রেন বাতিল থাকবে। দোল উৎসবে জাতীয় ছুটি থাকায় যাত্রীদের চাপ কম থাকবে ঠিকই, কিন্তু যাঁরা জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা ভোগান্তির শিকার হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।জানা গিয়েছে, শিয়ালদহ ডিভিশনে দক্ষিণ শাখা ও মেইন লাইনে প্রচুর ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বিশেষ করে সকাল বেলার দিকে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শিয়ালদহ-বর্ধমান শাখায় এক জোড়া ট্রেন বাতিল হয়েছে। শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় মোট ৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।একইভাবে রানাঘাট-গেদে শাখায় ৪ জোড়া ট্রেন যাত্রা শুরু করবে না। শিয়ালদহ-গেদে শাখায় তিনটি ট্রেন বাতিল থাকছে। রানাঘাট-কৃষ্ণনগর ভায়া শান্তিপুর রুটে আপ-ডাউন মিলিয়ে দুটি ট্রেন বাতিল। রানাঘাট-নৈহাটি রুটে একজোড়া বাতিল করা হয়েছে। রানাঘাট -শান্তিপুর রুটে আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট পাঁচটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শিয়ালদহ থেকে শান্তিপুর যাওয়ার আটটি ট্রেন চলবে না।এছাড়াও রানাঘাট বনগাঁ, শিয়ালদহ-বারাকপুর, বিধাননগর-বারাকপুর, বিধাননগর-নৈহাটি, শিয়ালদহ- নৈহাটি , বারাসত-বনগাঁ, শিয়ালদহ-বনগাঁ, শিয়ালদহ-হাবড়া, শিয়ালদহ-হাসনাবাদ, ডানকুনি, রুটে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দক্ষিণ শাখাতেও বাতিল করা হয়েছে বহু লোকাল। শিয়ালদহ থেকে বারুইপাড়া, ডায়মন্ড হারবার, বিবাদী-বাগ, সোনাপুর, ক্যানিং, মাঝেরহাট, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল বাতিল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০টিরও বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে এক বছরে রাজ্যের ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করেছেন রাজ্যের ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০৭ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৬৯৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬৩১ টাকা। বৃহস্পতিবার এক তৃণমূল বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে পরিসংখ্যান তুলে ধরে এমনটাই জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।মন্ত্রী জানান, বর্তমানে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা মেলে ২৯১৪টি হাসপাতালে। যে কোনও অসুবিধায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে উল্লিখিত নম্বরে ফোন করলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানান চন্দ্রিমা।এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে এ কথা জানিয়ে মন্ত্রী পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ২২৬৩ কোটি ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৩৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ওই পরিমাণ বেড়ে হয় ২৬৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৬৯৪ টাকা।বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন আমতার তৃণমূল বিধায়ক সুকান্ত পাল। তাঁর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান তুলে ধরে চন্দ্রিমা জানান, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০৭ জন এই প্রকল্পে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

একই আধার নম্বরে ভিন্ন পাসপোর্ট তৈরির চেষ্টা, ধৃত এক

বাগুইআটি, ১৩ মার্চ ঃএকটিই আধার নম্বর ব্যবহার করে একাধিক নামে পাসপোর্ট তৈরির চেষ্টার অভিযোগ। জালে বাগুইআটির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়। জানা গেছে, ধৃতের বাড়ি বাগুইআটির জ্যাংড়ায়। অভিযোগ, নিজের আধার নম্বর ব্যবহার করে ভিন্ন নামে পাসপোর্ট তৈরির চেষ্টা করে সে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জাল নথি নিয়ে পাসপোর্ট বানিয়ে দিত এই ব্যক্তি, এমনই দাবি তদন্তকারীদের।উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসে চন্দননগর কমিশনারেট জাল পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল। এই ব্যক্তি তাদেরই এজেন্ট হিসেবে কাজ করত বলে সূত্রের খবর। ধৃতদের জেরা করে বাগুইআটির এই ব্যক্তির হদিশ মেলে। সেই সূত্র ধরেই এদিন ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ শিয়ালদহ থেকে এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

জলে ডুবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু

বাঁকুড়া, ১৩ মার্চ ঃ বিষ্ণুপুরে জলে ডুবে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে বিষ্ণুপুর লালবাঁধের জলাশয় থেকে সৌমেন ঘোষের দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সৌমেন মঙ্গলবার রসায়ন পরীক্ষা দিয়ে বিষ্ণুপুর শহরে বাড়িতে ফিরেছিল। এরপর বিকেলে জেরক্স করার নাম করে সাইকেল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

শান্তিনিকেতনে হোলি নিষিদ্ধ করা হয়নি, মন্তব্য বীরবাহা হাঁসদার

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ শান্তিনিকেতনে হোলি নিষিদ্ধ করা হয়নি, জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, আমরা জনগণকে পরিবেশ সুরক্ষিত করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। বৃহস্পতিবার মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেছেন, যখন মানুষ হোলি খেলে - এতে এমন রাসায়নিক থাকে যা গাছের ক্ষতি করতে পারে, যারা এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করছেন তাদের সকলকে আমি অনুরোধ করব, প্রতিটি জায়গার পরিস্থিতি আলাদা।মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা আরও বলেছেন, আমি জানি না (হোলি নিষিদ্ধ করার নোটিশ সম্পর্কে)। আমি মিডিয়ার মাধ্যমে এই তথ্য পেয়েছি। তবুও, আমি তা খতিয়ে দেখব। আমরা হোলি নিষিদ্ধ করিনি, কেবল একটি অনুরোধ করেছি। আমি এখনও পর্যন্ত নোটিশ সম্পর্কে কিছুই জানি না।

আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল নূন্যতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৪মনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার, ইংরেজীঃ১৪ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২৮ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ২৩ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃ রাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃ ভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃ বালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃ ইঃদ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

নার্সিং ছাত্রীদের শপথ গ্রহণ

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ নার্সিং ছাত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান - ল্যাম্প লাইটিং অ্যান্ড ওত টেকিং সেরিমনি। গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ মন্ডল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন বি.এড কলেজ অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো- অগ্রগতি ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্স নার্সিং এডুকেশন ইউনিট এর ছাত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির আভিধানিক নাম ল্যাম্প লাইটিং অ্যান্ড ওত টেকিং সেরিমনি। মূলত ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জিএনএম এবং বিএসসি নার্সিং এর ছাত্রীরা সহ অন্যান্য শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীরা ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছরই ভর্তি হওয়া নতুন ছাত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়ে থাকে। এবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর পামেলা গোপালা কৃষ্ণান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমতা থানার অফিসার ইনচার্জ সম্মাননীয় অজয় কুমার সিং মহাশয়।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কৌশিক কুমার সাউ বললেন- কোভিড পরবর্তী সময়ে নার্সিং প্রফেশনের গুরুত্ব বেড়েছে, অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় নার্সদের ভূমিকা আগামী দিনে আরও মান্যতা পাবে। তিনি আরো বলেন যে তাদের হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে নার্সিং ছাত্রীদের আন্তরিকভাবে আরও সাহায্য করা হবে। কিন্তু তাদেরও আরো মনোযোগ সহকারে শিখতে হবে। ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস, মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ, আমরাগোড়ি বিভূতিভূষণ গ্রামীণ হাসপাতাল বলেন নার্সদের পেশায় আরো ভালোভাবে শিখে নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে নার্সদের কর্ম ক্ষেত্রে তা সহায়ক হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য থাকে যে, উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, আমতা -২ ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে এবং আমতা মহাধীর নার্সিংহোমে এই নার্সিং ট্রেনিং কলেজের ক্লিনিকাল প্রাকটিস হয়ে থাকে। জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সিনিয়র বি পি এন অপর্ণা পান খাঁড়া বলেন আপনারা যারা নার্সিং এ পড়াশোনা করছেন তাদের প্রথম থেকেই এই পেশায় আসা মাত্রই পড়াশোনা এবং হাসপাতালে থেকে অনুশীলন পর্যায়ে ভীষণই মনোযোগী দিতে হবে। পরে এই নার্সিং ট্রেনিং কলেজের টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর অতনু মণ্ডল সামগ্রিক নার্সিং এর বর্তমান অবস্থা এবং আগামী দিনের সম্ভাবনার কথা বিশদে তুলে ধরেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তপন মণ্ডল মহাশয় আগামী দিনে স্বাস্থ্য সেবিকাদের যারা নার্স হতে চলেছেন তাদের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের সামগ্রিক অনুষ্ঠান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের অভিভাবক, নার্সিং ট্রেনিং কলেজের সিস্টার টিউটর, শিক্ষা কর্মী এবং স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগ, বিজেপি দল জোর করছে

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী জোর করেই সব কিছু করেছে, আমি নির্দোষ! ফাঁসানো হয়েছে আমাকে। পার্টি অফিসে মহিলা নির্যাতনের ঘটনায় আবার যুক্তি তৃণমূল নেতার! নেতানর উনারা জোর করেই সব কিছু করেছে,আমরা নির্দেশে,আমাদের ফাঁসানো হয়েছে। গতকাল অর্থাৎ রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন এর মকরামপুরে প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী অভিযোগ করেছিলেন ব্যক্তিগত সমস্যায় সমাধান করে দেওয়ার জন্য তৃণমূল নেতা তাকে পার্টি অফিসে ডেকে ধর্ষণ করেছে। সেই মর্মে লিখিত অভিযোগ ও দায়ের করেন তিনি। রবিবার বিকেলে এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি নেতৃত্ব। আর তারপরে যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, তিনি বলছেন আমাকে জোর করে ফাঁসাতে চাইছে ওই বিজেপি নেত্রী। অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা বলেন যে ঘটনা নাম করে আমি সহ আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কে জড়িয়ে ধরে ওই বিজেপি নেত্রী ও তার স্বামী। তারপর আমি আহত হয়েছি এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাই। পরে শুনলাম ওই মহিলা নাকি আমার নামে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছে। আমিও তার আগে একটি মারধরের ঘটনা নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। একটু অপেক্ষা করুন হাসপাতালে ওই মহিলার কি রিপোর্ট আসে তার সবকিছু দেখতে পাবেন। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে হাসপাতাল এবং প্রশাসনের উপর।

হলদিয়াতে ভুয়ো আইপিএস

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ হলদিয়াতে ভুয়া আইপিএস গ্রেফতার! পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়া নীল বাতি লাগানো গাড়ি চেপে লোকসভার সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়ানো এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে হলদিয়া সুতাহাটা থানার পুলিশ। সূত্রে জানা যায় চৈতন্যপুর বাসিন্দা প্রদীপ্ত রাজ পন্ডিত শিক্ষাগত যোগ্যতা বি কম ওই ব্যক্তি চৈতন্যপুর মঙ্গলবার পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। ঐদিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ওই ভুয়ো আধিকারিক সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পরে সুতাহাটা থানার পুলিশ দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাকে গ্রেফতার করে আজ হলদিয়া মহকুমার আদালতে তোলা হয়।

অযোধ্যা পাহাড়ে সাইকেল অভিযান

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ সাইকেলে অযোধ্যা পাহাড়, সেখানে বসন্ত উৎসবের আয়োজন। মলয় সুর মঙ্গলবার সকালে সাইকেল করে অশোকনগর থেকে পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করল এগারো জন দলের তরুণ যুবকরা। এই দলটির নাম অশোকনগর রাউত। এদের মধ্যে ২২ বছরের রাজ রাউত থাকেন উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর হরিপুর গ্রাম এলাকায়। সে উচ্চ মাধ্যমিক পাস। তার বাবা বসন্ত রাউত বেসরকারি

কোম্পানিতে চাকরি করেন। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছে তার সাক্ষাৎ হয়। এই বছর জানুয়ারিতে সাইকেল ট্যুর করে প্রথম তারকেশ্বর যায়। তোমার মা চন্দনা রাউত। তার এক ভাই বোন । এক কামরার ভাড়াবাড়িতে থাকেন । বিভিন্ন জায়গার এই সদস্যরা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে বসন্ত উৎসব পালন করবেন । এই সময় লাল পাহাড়ের দেশ পুরুলিয়ার গোটা বসন্ত এই পর্যটকদের সমাগমে জমজমাটি বিভিন্ন পর্যটন স্থল। এবারের দোল ও হোলি উপলক্ষে মেতে উঠবেন তারা। এই অভিযান দলটির প্রধান কর্মকর্তা ইন্দ্রজিৎ শর্মা। সেখানে তারা বৃক্ষরোপণ করবেন। এছাড়া পিছিয়ে পড়া আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেবেন। এখানে খুব মনোরম পরিবেশে বসন্ত উৎসব পালন হবে। সেখানে নিজেরা ক্যাম্পে রাত কাটিয়ে রান্না করে খাবেন ও উপভোগ করবেন।

ইতিহাস তৈরি করল মিষ্টি কর্মকার

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ খেলার জগতে ইতিহাস তৈরী করল মালদার মিষ্টি কর্মকার। এই প্রথম মালদার কোন অ্যাথলেটিক্স আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ করে নিল। খেলার জগতে ইতিহাস তৈরী করল মালদার মিষ্টি কর্মকার। এই প্রথম মালদার কোন অ্যাথলেটিক্স আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ করে নিল। রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরের জ্যাভলিন থ্রো এবং এই পর্যায়ে ধারাবাহিক সাফল্য। সম্প্রতি বিহারের পাটলিপুত্র স্টেডিয়ামে ২০ তম ইউথ ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স মিট অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জ্যাভলিন থ্রোতে মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয়েছে মালদার মিষ্টি কর্মকার। এদিন মিষ্টি ৪৫.০৪ মিটার ছোঁড়ে জ্যাভলিন। মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার সুযোগ করে নিয়েছে। মালদার ইংরেজবাজারের কুলদীপ মিশ্র কলোনীর বাসিন্দা। মালদা শহরের ঝলঝলিয়া রেলওয়ে হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বর্তমানে জলপাইগুড়ি সাই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। মিষ্টি কর্মকার বলেন, আমার স্বপ্ন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। আমি এবার সুযোগ পেয়েছি আন্তর্জাতিক ইউথ অ্যাথলেটিক্সে। এখন থেকে কঠোর পরিশ্রম করে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করব।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্ন প্রাশন

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ মহাপ্রভুর শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন ,অনুষ্ঠানের আয়োজন নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে।১৪ ই মার্চ দোল উৎসব, তথা গৌড় পূর্ণিমা দেশ জুড়েই পালিত হবে যথাযথ মর্যাদায়।

হেরিটেজ শহর নবদ্বীপ ধামে এই উৎসবকে ঘিরে থাকে এক আলাদাই

উন্মাদনা,।একাধারে যেমন বসন্তের আগমনে সকলে রং এর উৎসবে নিজেদের রাঙিয়ে তোলে, পাশাপাশি চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথিকেও যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয় নবদ্বীপ শহরে।

আর অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের থেকেও এই দোল উৎসবে নবদ্বীপে ঘটে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বহু বিদেশী পর্যটক তথা ভক্তের সমাগম।

নবদ্বীপ শহরে কমবেশি আনুমানিক পাঁচশত মঠ মন্দির আছে, আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন কমবেশি প্রায় সকল মঠ মন্দিরেই হয়ে থাকে।

তবে ব্যাতিক্রমি ভাবে মহাপ্রভুর শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শহরের মধ্যস্থলে থাকা নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে।

নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে সভাপতি সুদীন গোস্বামী জানান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৫৪০ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ৭ থেকে ৯ দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে প্রতিবছরের মতোই।

তিনি জানান গত ৯ ই মার্চ শ্রীমদ্ভাগত পাঠ,চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ দিয়ে শুরু হয়েছে অনুষ্ঠানের, এর পর প্রতিদিন চলছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন বৃন্দাবনি ঘরানার নৃত্য, উড়িষ্যি নৃত্য, গত ১২ তারিং অনুষ্ঠিত হয়েছে একট ধর্মীয় যাত্রা পালা,১৪ ই মার্চ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে মহা অভিষেক, তিনি আরও জানান মা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতন মিশ্রের সেবীত রাজ রাজেশ্বরী যে শিলা আছে সেই শিলার ওপরে ষোড়শ প্রচারেই এই অভিষেক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে, ও প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

আর আগামী ১৫ ই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে শ্রীমন মহাপ্রভুর শুভ অন্নপ্রাশন, তিনি বলেন এটি একটি ব্যাতিক্রমি ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অনুষ্ঠান, কারন যেমন আমাদের পরিবারের কোন ছোট সন্তানের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ঠিক সেইভাবেই এই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ঝিনুক বাটি,চুসি কাঠি থেকে শুরু করে সব থাকে, পাশাপাশি মন্দিরে নাট মন্দির জুড়ে ছাপ্পান্ন ভোগের আয়োজন করা হয় ও অন্নকূট মহোৎসব এর মতোই অন্ন দিয়ে গিড়ি গোবর্ধন পর্বত তৈরী ককরা হয়, সেদিনও কয়েক হাজার ভক্ত দের মধ্যে বিতরণ করা হবে মহাপ্রসাদ ও ১৬ই মার্চ হরিনাম সংকির্ত্তন সহ , বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে ও অসংখ্য ভক্ত সমাগমে অনুষ্ঠিত হবে নগর সংকীর্তন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে পথ ধরে পরিক্রমা করেছিলেন তাকে চিহ্নিত করে সেই পথ ধরে এবারে নগর সংকীর্তন বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নবদ্বীপবাসীরা। তারা চৈতন্য ভাগবত থেকে শুরু করে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সবাইকে একটি করে গীতা দেওয়া হবে। সেই গিতার অংশ পাঠ করতে করতে ভক্তরা পথ ধরে চলতে থাকবে। বলা যেতে পারে এবারে নবদ্বীপের দোল আলাদা মাত্রা পাবে। সেই কারণে সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারা একন নবদ্বীপের দোলকে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত করতে চায়। এই নবদ্বীপে জনমগ্রহণ করেছিলেন চৈতন্যদেব। এই নব্দীপ তখন বলতে গেলে একেবারে অজ পাড়াগা। লোক সংখ্যা ছিল খুবই কম। শুধু মাত্র সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তখন বসবাস করতো। তারা প্রত্যেকে একটি করে টোল খুলেছিল। সেই টোলে সংস্কৃত পড়তে আসতো ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা। তারা নবদ্বীপ এসে বসবাস করতো এবং টোলে সংস্কৃত পাঠ করে থাকোত। শিক্ষা গ্রহণ শেষ হলে তারা যে যার স্থানে চলে যেত। কাশীর বহু ছাত্ররা নবদ্বীপে এসে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করে। ন্যায় শাস্ত্র সিক্ষা গ্রহণ করে। বেদ বেদান্ত শিক্ষা গ্রহণ করে। কাশীর পরেই নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ভারত জুড়ে খ্যাতি লাভ করেছিল। চৈতন্যদেব এই নবদ্বীপের নাম বিশ্বময় করে যান।

টোল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কৌশল

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিতে বেছে নেওয়া হচ্ছে গ্রামের রাস্তা! দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। সামান্য কিছু টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিতে গ্রামের বিকল্প রাস্তা বেছে নিয়েছেন বেশ কিছু গাড়িচালক। যার জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে অন্দোরান ফুলবাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুলের পড়ুয়াদের। বারংবার পুলিশ প্রশাসনকে জানিও মেলেনি সুরাহা। অভিযোগ তুফানগঞ্জ ১৭ নং জাতীয় সড়কের টোল ট্যাক্স ফাকি দিতে অন্দোরান ফুলবাড়ী ১গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিয়াবালাই রোড বেছে নিয়েছে বেশ কিছু অসাধু গাড়ি চালক। যার ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। বারংবার গাড়ির স্পিড নিয়ন্ত্রণ সহ টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধের দাবি পুলিশকে জানিও মেলেনি সুরাহা। বৃহস্পতিবার রাস্তা পার হতে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর এক পড়ুয়াকে সজরে ধাক্কা মারে একটি টোটো তড়িঘড়ি তাকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরেই ফুলে ফেঁপে ওঠে অভিভাবকদের ক্ষোভ টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে গাড়ি এই রাস্তায় বন্ধ সহ স্কুলের সামনে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার রাখার দাবিতে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান অবিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। এ বিষয়ে অন্দ্বরান ফুলবাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিশীথ রঞ্জন সাহা বলেন টোল ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে গ্রামের এই রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে একাধিক গাড়ি ঢুকছে একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি। আজকেও আমাদের এক ছাত্রী টোটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্কুল ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

দোল ও হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে হাওড়া পুলিশের নজরদারি

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ দোল এবং হোলি উপলক্ষে বাড়তি নজরদারি হাওড়া সিটি পুলিশের, বাইরে থেকে আনা হচ্ছে অতিরিক্ত ফোর্স। ড্রোনেও চলবে নজরদারি। দোল এবং হোলির দিন নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে হাওড়ায়। বহুতলের উপর নজরদারির জন্য ড্রোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ফোর্স ছাড়াও অতিরিক্ত ফোর্স বাইরে থেকে আনা হচ্ছে। দোলের দিন মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মহিলা ফোর্স থাকবে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নাকা চেকিং বিশেষ অভিযান। মদ খেয়ে দু'চার গাড়ি চালানো রুখতে চলছে নাকা চেকিং। স্নান করতে গিয়ে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য ঘাট গুলিতে চলবে নজরদারি। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী, হাওড়া সিটি পুলিশের কর্মী ছাড়াও ব্যারাকপুর থেকে ডুবুরি আনা হবে। দোলের দিন ট্রাফিকের পিসিআর ভ্যান মোটর ভ্যানে নজরদারি চলবে। দোলের দিন হাওড়া সিটি পুলিশের সমস্ত পুলিশ কর্মী এবং আধিকারিকরা রাস্তায় থাকবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাটো

চলছে। দোল এবং হোলিতে স্নানের ঘাটগুলিতে চলবে নজরদারি। হাওড়া সিটি পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, দোল এবং হোলির ৩-৪ দিন আগে থেকেই আবাসনের বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। দোল এবং হোলির দিনে কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না সেই নিয়ে বলা হয়েছে তাঁদের। দোলের দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আরও বেশি সিসিটিভির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আবাসনের ছাদে নজরদারির জন্য ড্রোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কয়েক দিন ধরেই দোল এবং হোলির দিন মানুষের কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না সেই নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘোষণা করা হচ্ছে। ঐদিন অবৈধ মদ বিক্রি রুখতে বিভিন্ন জায়গায় চলছে করতে বাইরে থেকে অতিরিক্ত ফোর্স আনা হবে। দোলের দিন মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মহিলা আরপিএফ টিম, উইনার্স টিম নজরদারি করবে। থাকবে পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান। এছাড়াও যেখানে বেশি ভিড় সেসব জায়গায় নজরদারি চলবে। সেখানে সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে মহিলা পুলিশও থাকবে।

দোল এবং হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে এখন পশ্চিমবঙ্গকে কড়া নজরদারি তালিকায় রাখা হয়েছে। সর্বত্র চলছে নাকা তল্লাশি। হাওড়া, কলকাতা এব শহরাঞ্চল জুড়ে পুলিশি নজরদারি কড়া করা হয়েছে। তার ওপরে চলছে রামজান মাস। ফলে কোনও রকম ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি না হতে পারে তার জন্য এই পদক্ষেপ।

বিশ্ব কিডনি দিবসে ডাক্তার প্রতীক দাস উদ্যোগী হয়ে রোগীদের সচেতন করতে একটি র‍্যালি করেন

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ আজ আন্তর্জাতিক কিডনি দিবস উদযাপন। সাধারণভাবে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক কিডনি দিবস। ২০২৫ সালে ১৩ মার্চ পালিত হবে আন্তর্জাতিক কিডনি দিবস। এই দিনে বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় প্রচারিত হয়। যেমন- সকল ধরণের দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের (বিশেষ করে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের) জন্য পদ্ধতিগত স্ক্রিনিং। প্রতিরোধমূলক টিপস প্রচার। কিডনি ব্যর্থতার জন্য সর্বোত্তম ফলাফলের বিকল্প হিসেবে কিডনি প্রতিস্থাপনের পক্ষে প্রচারণা।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বিশ্বে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন কোনো না কোনোভাবে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। গবেষকেরা বলছেন, জিনগতভাবে দক্ষিণ এশীয় ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষ, অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মানুষদের দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। বিশেষ করে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের হার বৃদ্ধির সাথে। এই বছর, ২০২৫ সালে বিশ্ব কিডনি দিবসের প্রতিপাদ্য হল আপনার কিডনি কি ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি সনাক্ত করুন, কিডনির স্বাস্থ্য রক্ষা

করুন । এই প্রতিপাদ্য জটিলতা প্রতিরোধ এবং দীর্ঘমেয়াদী কিডনির স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য কিডনি রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণের উপর জোর দেয়। এটি কিডনির কার্যকারিতা রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা এবং সক্রিয় পদক্ষেপের উপরও জোর দেয়। একটি ক্রমবর্ধমান অবস্থা যা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার ১০ কে প্রভাবিত করে। সাধারণত বয়স্ক এবং ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে প্রচলিত, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য বোঝা বহন করে।

কলকাতার অন্যতম নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ প্রতীক দাস ২০০৫ সাল থেকেই কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু করেন। এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫০০ কিডনি তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি কলকাতা কিডনি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও অন্যতম শিক্ষক।

বিশ্ব কিডনি দিবসের দিনে ডাঃ প্রতীক দাস ও কলকাতা কিডনি ইনস্টিটিউট উদ্যোগে কিডনি সচেতনতা র‍্যালি হয়। আজ আজ র‍্যালি শুরু হয় দক্ষিণ কলকাতার অভিষিক্তা থেকে রুবি হয়ে পুনরায় অভিষিক্তা মোড়ের শেষ হয় । যার মধ্যে ১০০ জন প্রতিস্থাপন রোগীর অংশগ্রহণ করেন। কিডনি প্রতিস্থাপনের পর কীভাবে তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে ডাঃ প্রতীক দাস বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। এই কিডনি দিবসের বিশেষ গুরুত্ব হলে - মানব দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 'কিডনি' সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। প্রথম পর্বে এর চিকিৎসা শুরু হলে পরবর্তীকালে বড়ো সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

কলকাতার অন্যতম নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ প্রতীক দাস ২০০৫ সাল থেকেই কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু করেন। এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫০০ কিনডি তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি কলকাতা কিডনি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও অন্যতম শিক্ষক। বিশ্ব কিডনি দিবসের দিনে ডাঃ প্রতীক দাস ও কলকাতা কিডনি ইনস্টিটিউট উদ্যোগে কিডনি সচেতনতা র‍্যালি হয়। র‍্যালিতে ১০০ জন প্রতিস্থাপন রোগীর অংশগ্রহণ করেন।

হোলির আগেই পুলিশি অভিযান

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ হোলির আগে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বড় অভিযান চালানো হল জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বেআইনি মদ ও জুয়ার ঠেকগ্ধসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক আইনে গ্রেপ্তার। হোলির আগে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বড় অভিযান চালানো হল জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বেআইনি মদ ও জুয়ার ঠেকগ্ধসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক আইনে গ্রেপ্তার করা হল প্রায় ছয়শো জনকে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ মদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালায় পুলিশ ।জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্স এলাকা জুড়ে কয়েক হাজার লিটার চোলাই মদ নষ্ট করল পুলিশ। এছাড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রচুর মদের বোতল। গত ২৪ ঘন্টায় জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে এই বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। সবমিলিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় ছয়শো জনকে। আইন ভাঙা সহ বিভিন্ন অপরাগ্ধধমূলক ধারায় জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের। গ্রেপ্তার হওয়াগ্ধব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে আবগারি আইনের ধারাও রয়েছে। অবৈধ চোলাই মদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ নষ্ট করা হয়েছে বলে জানান জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে। বেঙ্গল এক্সাইজ আইনের ধারায় ৫৭৬ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১৩ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬০৪ বোতল অবৈধ মদ। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে রাস্তার ধারের সমস্ত লাইন হোটেল, ধাবা এবং রেস্তোরাঁয় আচমকা অভিযান চালায় পুলিশ। এছাড়া জেলা জুড়ে ১৪টি জায়গায় নাকা তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার। ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করাগ্ধ হয়েছে প্রচুর গাঁজা ও আফিম চাষের খেত। জুয়ার ঠেকে অভিযান চালিয়ে নগদ প্রায় ১২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত সহ ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এছাড়া ৬৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার। তিনি জানান, মোটর ভেহিকেল আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৬৭০ জনের বিরুদ্ধে।

শালিমার স্টেশন শ্রীবৃদ্ধি লাভ

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ শালিমার স্টেশন এখন সবচেয়ে ব্যস্ত রেল স্টেশন। এই স্টেশন থেকে দূরপাল্লার বহু ট্রেন ছাড়ছে। শালিমার স্টেশনকে আধুনিকীকরণ করার কথা রেল বোর্ড আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন সেখানে যাত্রীদের সুবিধা তৈরি করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ভারতীয় রেল সংস্থা। শালিমার স্টেশন থেকে চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ,

উদয়পুর, বিশাখাপত্তনম, পুরী, ভুবেনশ্বর সহ বিভিন্ন দূর পাল্লার একপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য তৈরি করা হচ্ছে একটি বড় টিকিট ঘর। বিশ্রাম কক্ষ। এবং সবাই যাকে উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে তার দিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। বিশ্রাম কক্ষকে একেবারে আধুনিকীকরণ করে গড়ার হচ্ছে। কোনও যাত্রীদের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

ভেষজ আবীর তৈরি করে বিকল্প কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করছে মহিলারা

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ ভেষজ আবীর তৈরি করে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেল সোনারপুরের মহিলারা। বাঙালির সেরা উৎসবের মধ্যে অন্যতম দোল উৎসব। আবিরের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে দোল উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মিশিয়ে আবির তৈরি করা হচ্ছে যা থেকে শরীরের চামড়ার উপর প্রভাব পড়ছে।তাই ভেষজ আবির মেখে উৎসবে মাতলে কোনো অসুবিধা নেই।এই রঙ মাখলে শরীর ও মন ভালো থাকে।আর তাই এবার সম্পূর্ণ ভেষজ আবির তৈরিতে এগিয়ে এলো মহিলারা সোনারপুরে। মন্দিরের পুজোর ফুল, আশেপাশের বিভিন্ন গাছের পাতা ও ফুল সংগ্রহ করে তাই দিয়েই আবীর তৈরি করছেন সোনারপুরের মহিলারা। এই আবীর তৈরি করে তাঁরা ভালো আয় ও করছেন।বাড়ির কাজ সামলে অবসর সময়ে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে তাঁরা তৈরি করছে ভেষজ আবীর,প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে আবীর তৈরি করে তা ওজন করে প্যাকেজিং সবটাই সামলাচ্ছেন তাঁরা। তাদের তৈরি আবীর চলে যাচ্ছে বাজারে গ্ধঅনেক সময় নিজেরাও বিভিন্ন মার্কেট এলাকায় বসছেন এই ভেষজ আবীর নিয়ে ।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের কেউ কেউ ।বাড়ির সাধারণ গৃহবধুদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধিরাও। যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের অনেকেই বাকিদের শেখাচ্ছেন। এইভাবেই বিগত পাঁচ বছর ধরে তাঁরা তৈরি করছেন ভেষজ আবীর । এবারও অর্ডার পেয়েছেন তাঁরা ।সময় নষ্ট না করেই বিগত এক দেড় মাস ধরেএকশো কেজির উপর আবীর তৈরি করেছেন তাঁরা । বাড়িতেই ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে এই আবীর ।নিজেদের সংসারের কাজ সামলে এই কাজ করেই বাড়তি উপার্জন হচ্ছে তাদের । ইতিমধ্যে সোনারপুরের ১৫-২০ জন মহিলা মিলে তৈরি করছেন একশো কেজির উপর এই ভেষজ আবীর ।আগামী বছর থেকে আরও বড় আকারে এই কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ।আবীর বিক্রি করে বাড়তি অর্থ তাঁরা লাগাচ্ছেন সংসারের নানান কাজে ।সোনারপুরের একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ও এবার ভেষজ আবীর তৈরি করেছেন গ্ধ ভেষজ আবীর তৈরিতে ক্রমশ উৎসাহ বাড়ছে গ্ধবাজারে সাধারণ আবীরের থেকে এই আবীরের দাম তুলনামুলক কম বলেই জানিয়েছেন প্রস্তুতকারকরা মহিলারা। মহিলাদের এবার বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ তৈরিতে বড় ভূমিকা আবীরের। মহিলারা সব দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। তারা একন সব কাজই করছে। যথন পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা কাজের নজ্য হ্যপিত্যেশ করে বসে রয়েছে সেই সময়ে মহিলারা অন্য কাজে নিজেদের লিপ্ত করছে। তারা কাজ সংগ্রহ করছে। সর্মসংস্থান সমস্যা থেকে দূরে থাকতে নিজেরাই তৈরি করছে বিভিন্ন ছোট ছোট উৎপাদন। হাতের কাজ করতে শুরু করেছে। গৃহ শিল্পের ওপরে জোর দিয়েছে। হাতে বোনা শাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছে। মহিলাদের পরিধান তৈরি করছে। বালিশ থেকে শুরু করে বিছানার চাদরের নকসাও তৈরি করতে শুরু করেছে মহিলারা। তারা একন ঘরে মধ্যে বসে থাকছে না চুপ করে। তারা একন উপার্জন করার পথ তৈরি করছে। ফলে তারা একন আর বেকার নয়। তারা কারোর কাছে হাত পাততে চাইছে না। নিজেরাই নিজের হাত দিয়ে ছোট পণ্য তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে। এমন সব জিনিস তৈরি করছে যার বাজার দর রয়েছে। বাজারে চাদিহা রয়েছে। ফলে এখন মহিলাদের হাতে তৈরি আবীর রাস্তা পড়ে থাকে না। সবাই একন মহিলাদের আবীর কিনছে।

বসিরহাটে জৈব সার তৈরি পদ্ধতি

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পৌরসভা কঠিন ও তরল বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্মলসাথী বন্ধুরা বাক্সবন্দী করে নির্দিষ্ট জায়গায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রসেসিং করে জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি যেসব প্লাস্টিক রবার প্যাকেটজাত বস্তু দিয়ে বিশেষ পোশাক তৈরি করে নজর করেছে নতুন কর্মসংস্থানের দিশা দেখছে পৌরসভা ইতিমধ্যে দিল্লিতে কঠিন ও তরল বস্তু প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে বসিরহাট পৌরসভা এবার তাদেরই লক্ষ্য রেখে রাজ্যের ১২১টি পৌরসভার মধ্য ৭৮ টি পৌরসভা সবার নোডোল অফিসার পৌর প্রতিনিধি এদিন পৌরসভার নিজস্ব ভবনে হাতে-কলমে যেমন লিপিবদ্ধ করলে পাশাপাশি ডিসপ্লের মাধ্যমে দেখলেন অন্যদিকে নির্মল বন্ধু সাথীরদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিভাবে তারা বাশি ঘন্টা বাজিয়ে কঠিন ও তরল বর্জ্য সেগুলো বাক্সবন্দী করে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করে জৈব সারের রূপান্তরিত করছেন। পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য রবার প্লাস্টিক বিভিন্ন খাবারের প্যাকেট দিয়ে তৈরি রংবেরঙের পোশাক তৈরি করে পোশাক তৈরি করে নতুন কর্মসংস্থানের দিশা দেখছেন।

ভোটার তালিকায় স্বামীর নাম বাদ

দুরন্তবার্তা, ১৩ মার্চ ঃ বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়েছেন স্ত্রী। কিন্তু ভোটার তালিকায় গত লোকসভা পর্যন্তও ছিল জীবিত। ফলে ভোটের সময় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটও দিয়ে গিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু জীবিত থেকেও ভোটাধিকার নেই স্বামীর। বঞ্চিত সরকারি সুবিধা থেকেও। সরকারি সুবিধা পাবেন কিভাবে! তিনি তো কাগজকলমে মৃত। মৃত মানুষ ভোট দিয়ে যেতে পারেন, তবে সরকারি সুবিধা কখনই নয়!

এমনই অদ্ভুত ভুতুড়ে ভোটার তালিকার হদিশ মিলল বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভার নারায়নপুর পঞ্চায়েত কানাইপুর সংসদে। ওই সংসদের হতদরিদ্র ধীরেন মাল জানতে পারেন তিনি মৃত। প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘোরাফেরা করেও তিনি নিজেকে জীবিত প্রমান করতে পারেননি। ফলে এখন ভিক্ষাকে জীবিকা করে কোনরকমে মৃতপ্রায় হয়ে চলাফেরা করছেন। তবে বছর পাঁচেক আগে মৃত স্ত্রী ভাসানি মাল ভোটার তালিকায় ২০২৪ সাল পর্যন্তও ছিলেন জীবিত। ভোটের সময় আসেন, আর ভোট দিয়ে চলে

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০৩ সংখ্যা, শুক্রবার ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১

কথা সাহিত্যিক সৈয়দ আইয়ুব

সৈয়দ মুজতবা আলীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনার দেখা সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী লেখক পাঠক এবং রুচিশীল মানুষ কে? মুজতবা আলী বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই বলেছিলেন, আবু সয়ীদ আইয়ুব। মজার বিষয় হলো বাংলা যাঁর ভাষা এই কিংবদন্তির মাতৃভাষা কিন্তু বাংলা ছিলো না। ছিলো উর্দু। অথচ তাঁদের তিন পুরুষ ধরে কলকাতায়। অথচ তাঁদের কেউই বাংলা শিখতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন ও, 'উর্দুতে 'গীতাঞ্জলি' পড়ে মুগ্ধ হয়ে মূল বাংলা ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' পড়বার দুর্দম আগ্রহই আমাকে বাংলা শিখতে বাধ্য করে।' অথচ বাংলা ভাষার উপর তাঁর দখল আর দক্ষতা দেখে কেউ শুনলে চোখ আকাশে উঠবে। তাঁর লেখা 'পান্থজনের সখা' পড়লে বোঝা যায় তিনি কতো উচ্চমানের প্রাবন্ধিক। প্রতিটা লাইন যেন অমিয় সুধার মতো। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এতো নির্মোহ আর অসাধারণ আলোচনা! কিংবা 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সময়ের চেয়ে কতোখানি এগিয়ে। রবীন্দ্র-ভাবনা আইয়ুবের মনে উদিত হয়েছে মূলত তিরিশের দশকের কবিদের কবিতার পাঠক ও ভাবচেতনায়। আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন ঠিক, আবার রবীন্দ্রনাথের গান, প্রবন্ধ সবকিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ ও করেছেন তিনি। দ্বিধা করেননি সেটা বলতে। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ নিয়েই বলি। আইয়ুব 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে অন্য ভাষার লেখকদের প্রসঙ্গ টেনেছেন, তুলে এনেছেন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের কবিদের প্রসঙ্গও। আইয়ুব লিখেছিলেন; 'বাংলাসাহিত্যে অনেকেই প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে। রিল্কের ডুইনো এলিজিস, এলিয়টের ফোর কোয়াটেট্‌স, মান্‌-এর ম্যাজিক মাউন্টে, কামুর আউট সাইডার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি', বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিনী সর্বদেশকালের সং সাহিত্যের স্থান পাওয়ার যোগ্য।' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি দেশি-বিদেশি সাহিত্যের প্রতিভাবানদের প্রসঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে দ্বিধা করেননি। আধুনিক কালের কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে আইয়ুব লিখেছিলেন; 'আধুনিক কালের বাঙালী কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী যদিও আমার প্রিয়তম কবি তবুও বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধ আমাকে বাধা দেয়নি। তাঁদের কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠক হতে; তেমনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং সমসাময়িককালের বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাহিত্যে মতভেদ সত্ত্বেও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তাঁদের সৃজনশীলতা সাহিত্যকর্মে স্থায়ী ঐতিহাসিক মূল্য; যেমন স্বীকার করি কাম্যু ও রেঁবো বোদলেয়ার, ভেলেরি, ফকনার এবং কাফকার সৃষ্ট প্রতিভা। এরা সবাই আধুনিক।' এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বরভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।' আইয়ুব সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন, ভক্ত কি ভগবানকে বলতে পারে না।

গীতিকার রবীন মজুমদার

'জান আছে তো তাই গান ও আছে' মনে পরে কথাটা? আজকের প্রতিবেদন সেই চরণদাস বাউলকে নিয়েই। স্কটিশ চার্চ-এ কলেজ সোশ্যালে একটি ছেলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়েছিলো ' শাওনো রাতে যদি' তো। মঞ্চের সামনের সারিতে বসে আছেন বিশেষ অতিথি প্রমথেশ বড়ুয়া। মঞ্চ থেকে নামতেই তাঁকে ডেকে বললেন, ''বেশ ভাল গান গেয়েছো তুমি। গলাটি তোমার ভারী মিষ্টি। তুমি এক বার কাল সকালে বাড়িতে এস। তোমার সঙ্গে দরকার আছে। পর দিন হাজির হতেই প্রমথেশ বড়ুয়া ছেলেটিকে অফার দিলেন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের। বললেন, ঠিক সময়ে খবর যাবে। কলেজ-জীবন শেষ করে গ্রামের বাড়ি কাটিহার এ ফিরে আশায় বসে ছিলেন, একদিন ডাক ও এসে গেলো। প্রমথেশ বড়ুয়ার আগামী ছবিতে সে দিনের সেই ছেলেটিই নায়ক-গায়ক হতে চলেছেন ! সিনেমার খাতিরে যাঁর পিতৃদত্ত নাম 'রবীন্দ্রনাথ' কেটে ছোট করে রবীন মজুমদার করে দিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া নিজেই। রবীন মজুমদারের শিল্পী-জীবনের আরম্ভটা এমনই চমকপ্রদ। এবার একটা মজার ঘটনা, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০-এ মুক্তি পেয়েছিল 'শাপমুক্তি'। মুক্তির আগের দিন গোটা ছবিটা দেখার সময় পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের মনে হল, ৫ নম্বর রিলের একটা দৃশ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। নতুন করে তুলতে হবে। পরেরে দিন সকাল আটটার মধ্যে সবাইকে স্টুডিয়োতে আসতে বললেন। সকলেই হতবাক! সেই দিনই তো 'উত্তরা' সিনেমায় ছবি মুক্তি পাবে! রবীনবাবু বলেই ফেললেন, ''সে কী! কালই তো ছবি রিলিজ।'' বড়ুয়া সাহেবের গম্ভীর উত্তর, ''সেটা আমার ভাববার কথা, তোমার নয়। রীচ শার্প অ্যাট এইট।' পরের দিন দৃশ্যটি তোলা হল, এর পর তা গেলো ডেভেলপে। অবশেষে এডিটিং করে যখন প্রিন্ট হচ্ছে, ততক্ষণে 'উত্তরা'য় 'শাপমুক্তি' শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে ছবি পাঠানো হয়েছিল ৫ নম্বর রিল বাদ দিয়েই। ফাইনাল প্রিন্ট রেডি হওয়ার পর, গাড়িতে রবীন মজুমদারকে তুলে হলের দিকে ছুটলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। যখন পৌঁছলেন, তখন পর্দায় চার নম্বর রিলের মাঝামাঝি অংশ চলছে। নতুন ৫ নম্বর রিল ঢুকে গেল যথাস্থানে! প্রথম ছবিতেই নবীন নায়ক-গায়ককে বরণ করে নিলেন দর্শক। যেমন সৌম্যকান্তি চেহারা, তেমনই সাবলীল অভিনয়, সেই সঙ্গে মধুর কণ্ঠে গান। অনুপম ঘটকের সুরে রবীনের কণ্ঠে 'বাংলার বধূ', (সহশিল্পী সুপ্রভা ঘোষ, শৈল দেবী), 'এই ধরণীর ধূলির তলে', 'বনে নয় মনে রঙের আগুন'(সহশিল্পী শৈল দেবী) গানগুলো শুরুতেই হিট হয়। উত্তাল চল্লিশের দশকে এ ভাবেই উত্থান রোম্যান্টিক চিত্রতারকা রবীন মজুমদারের।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

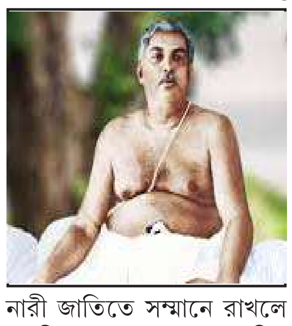

নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষারোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃণা করতে শেখায় না। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা কালী সাক্ষাৎ জগত জননী। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর। আসলে ভক্তদের সং হতে হবে। সৎভাবে জীবন যাপন করতে হবে। সৎ চিন্তাভাবনা করতে হবে। সৎ ভাবে থাকার এবং সম্পর্ক তৈরি করার কথা ভাবতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হনে না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি প্রসাদী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করতে গেলে মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ও পরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা তাকে দেখা দেবেন।

বাংলার নবজাগরণে দোল উৎসবের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে যা শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব

রবীন্দ্রকুমার শীল

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আয়োজিত নবদ্বীপের দোলের সঙ্গে বৃন্দাবনের হোলির সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। বৃন্দাবনের হোলি মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ প্রেম রাগ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরাগের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। আবার নবদ্বীপের দোলের সঙ্গে বাংলার বিপ্লববাদের চিহ্ন পরিস্কার। নবদ্বীপে হোলি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন চৈতন্যদেব সমাজ

পরিবর্তন করতে। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের একটি উৎসবে অংশ গ্রহণ করে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। বৃন্দাবনের হোলির মধ্যে রয়েছে শৃঙ্গার রস। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখীদের সঙ্গে রং এর খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবনের হোলি হচ্ছে উৎসব মাত্র। সেখানে কোনও সমাজ পরিবর্তনের দিশা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে এই হোলি উৎসবে সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারতো। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে ক্ষত্রিয়, শূদ্ররা এই হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকতো। সেখানে কোনও রকম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু নবদ্বীপের হোলির মধ্যে রয়েছে চৈতন্যদেবের সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা। চৈতন্যদেব বাংলার সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তন্ত্র সাধনা থেকে বাংলাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। পুরোহিততন্ত্র থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি বৃন্দাবনের হোলি উৎসবকে বাংলায় নিয়ে একটি আলাদা মাত্রা দান করলেন। তাঁর পার্ষদেরা সবাই হোলির দিন নগরে সংকীর্তন করে রংএর খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল গোটা নবদ্বীপ জুড়ে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা ভয় পেয়ে নদিয়া ত্যাগ করেছিল। তারা তখন মুর্শিবাবাদে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। চৈতন্যদেব কোনও ধর্মের ওপরে আঘাত দেওয়ার জন্য নবদ্বীপে হোলিকে নিয়ে আসেননি। তিনি বাংলা থেকে তন্ত্র সাধকদের বিতারিত করতেই বৃন্দাবনের হোলিকে বাংলায় নিয়ে এসে উপস্থিত করান। তবে বাংলায় প্রথম হোলির সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কবি জয়বেদের আমল থেকেই। তখন হোলি উৎসব শুধু মাত্র রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। সেখান রাজ পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে রাজন্যবর্গদের নিয়ে দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতো। মহিলারা ঘরে মধ্যে থেকে রং খেলায় নিজেদের আবদ্ধ করে প্রাণের পরশ বিতরণ করে থাকতো। চৈতন্যদেব মনে করেছিলেন হোলিকে যদি দোল উৎসবে বাংলায় পরিণত করা যেতে পারে তাহলে তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার আরও শক্তিশালী হবে। সেই কারণে তিনি বৃন্দাবনের হোলি বা দোলকে বাংলায় নিয়ে এসে উপস্থিত করান। নবদ্বীপের

রাস্তাঘাটে সংকীর্তনে মোড়কে মুড়ে ফেলেছিলেন। 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'সংকীর্তনে নবদ্বীপের রাস্তাঘাট একেবারে মুখোরিত করে দিয়েছিল। নবদ্বীপের হোলি বা দোল চৈতন্য অস্ত্রে পরিণত লাভ করে। চৈতন্যদেবর দোলের দিনে নগর সংকীর্তন বের করে যত তন্ত্র সাধক, অত্যাচারি কাজি বাড়ির সমানে গিয়ে খোল করতাল বাজিয়ে রং খেলার আয়োজন করতেন। নবদ্বীপের কাজি দলন দোলের সময়ে হয়েছিল। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের এই ধর্মীয় আচরণ দেখে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীপন্থীরা। তারা নবাব হুসেন শাহের কাছে চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও চৈতন্যদেবের পার্ষদদের শান্ত করতে পারেনি। চৈতন্যদেবের হোলি বা দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন রুপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং জীব গোস্বামী থেকে শুরু করে সব পদাবলীকাররা। চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে 'চৈতন্য ভাগবতে'র রচয়িতা বৃন্দাবন দাসও দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখন নবদ্বীপের দোল উৎসব বাংলার বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। বাংলার সমস্ত স্তরের লোকেরা নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেবের সংকীর্তন অংশ গ্রহণ করে দোল উৎসবে যোগদান করতো। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন না। তিনি শুধু মাত্র কপালে একটু রংয়ের স্পর্শ গ্রহণ করতেন। বসন্ত কালে দোল উৎসব আয়োজন করা পিছনে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণ রয়েছে। বসন্ত কালে প্রকৃতি তার রূপের প্রকাশ ঘটায়। বসন্ত কালে পলাশ ফুল থেকে শুরু করে বহু রকমের ফুলের অপূর্ব শোভা বিকশিত হতে থাকে। আসলে বসন্ত কাল হচ্ছে প্রকৃতির সাজার সময়। এই সময়ে প্রকৃতি নিজেকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করতে ভালোবাসে এবং মানুষদের মুদ্ধ করে থাকে তার সৌন্দর্য দিয়ে। মানুষও অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। মানুষ নিজেদের জীবনকে নানান রংয়ে সজ্জিত করে দোল উৎসবকে আরও রমণীয় করে তোলে। যেখানেই রাধা কৃষ্ণ প্রেম আখ্যান প্রসার লাভ করেছে সেখানেই কিন্তু দোল বা হোলি উৎসব গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মিথিলাতে কবি বিদ্যাপতি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখানকার রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি সেখানে দোল বা হোলি উৎসবের আয়োজন করতে বেশ পচ্ছন্দ করতেন। তবে এই উৎসব তখন শুধু মাত্র রাজবাড়ির অন্দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তা পৌঁছাতে বহু সময় লাগে। কিন্তু নবদ্বীপের দোল যাত্রা অতি সহজেই সাধারণ মানুষের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল চৈতন্যদেবের আগ্রহে। তিনি বলেছিলেন, দোলকে সবার দ্বারে গিয়ে উপস্থিত করাতে হবে। দোল দিয়ে বাংলার তন্ত্র সাধনা বা পুরোহিত তন্ত্রকে পরাস্ত করার প্রয়োজন। মানুষ সবাই সমান। মানুষের কোনও ভেদাভেদ নেই। সবার অধিকার রয়েছে উৎসবে অংশ গ্রহণ করার। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব পালন করার সম্মতি দান করেছিলেন। তিনি দোল নিয়ে বেশ কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য গান হলো- খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল'। এই গান গেয়ে আজও বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা দোল উৎসব বা বসন্ত উৎসবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাদ যায় না রবীন্দ্রভারতী। রবীন্দ্রনাথের দোল উৎসব একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে। তিনি 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' সঙ্গীতে মাতোয়ারা না হয়ে একেবারে ভিন্ন স্বাদের দোল উৎবের আয়োজন করেছিলেন বিশ্বভারতীতে। তিনি বেশ কয়েকটি নৃত্য গীত রচনা করে যান দোল উৎবকে কেন্দ্র করে। সেই সব নৃত্যগীত শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব বা দোল উৎসবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে এইগুলি বাংলার সম্পদ। সেখানে কোনও ধর্মীয় গুরু বা দেবদেবীর নাম উচ্চারণ হয় না। শুধু মাত্র প্রাণের পরশের বন্ধন তৈরি করতেই শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবের সূচনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে দোল উৎসব সমারোহে পালিত হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান ধর্ম নিরপেক্ষভাবে এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। যদিও কোনও মুসলিম রং মাখেনি। তবুও তারা কিন্তু মাথায় আবির গ্রহণ করেছিল। দুই বাংলাকে এক করতে হিন্দু মুসলমান একত্রিত হয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীআন্দোলন গড়ে তোলে। সেই সময়ে সবাই এক সঙ্গে বসে মিষ্টি বিতরণ করে। হিন্দু মুসলিম শক্তির কাছে পরাস্ত হয় ইংরেজ শাসকেরা। তারা ১৯১১ সালে বাংলাকে আবার জুড়ে দিয়েছিল। বাংলা ভাগ করাটা যে ভুল হয়েছিল এবং তা ইংরেজ শাসকদের পক্ষে কেউ দাঁড়ায়নি সেটা স্পষ্ট হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে বসন্ত উৎসব পালন করে থাকে।

বৃন্দাবনের দোলের সঙ্গে আধুনিক যুগের দোলের বিস্তর ধর্মীয় ফারাক বেশি নেই

বিশেষ প্রতিবেদক

বৃন্দাবনের দোল উৎসবে একেবারে ধর্মীয় উৎসব বলা যেতে পারে। রাধাকৃষ্ণকে সমানে রেখে সেখানে দোল উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাধাকৃষ্ণ পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। নাড়ু থেকে শুরু করে মটর কড়াই, ঘিপোয়া বিভিন্ন পদসহ নানা রকম ফলমূল দিয়ে রাধাকৃষ্ণ আরতির আয়োজন করা

হয়ে থাকে। বৃন্দাবনের সর্বজনীন দোল শুরু হওয়ার আগে রাধাকৃষ্ণ সর্বাগ্রে দোল খেলেন। তারপরে সেখান সবার মধ্যে দোল উৎসব বিস্তার লাভ করে। বাংলায় কৃষ্ণনগরের রাজা নবকৃষ্ণদেবও দোলযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন। এখনও কৃষ্ণনগরে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি রয়েছে। আগেই বলেছিলান যে এক সময়ে চৈতন্যদেবের ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে নবদ্বীপে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসীরা বসবাস করতে ভয় পেতে শুরু করেছিল। তারা তখন নদিয়া ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতে থাকে। তার ফলে নবদ্বীপে কৃষক শূন্য হতে শুরু করে দিয়েছিল। গ্রাম বাংলার অধিকাংশ কৃষকেরাই ছিল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ। চৈতন্যদেব তাদেরকে অভয় দিয়ে বলতে শুরু করলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে ঈশ্বরের নামগান করা সম্ভব হবে। জোর করে ধর্মান্তিরত করার পক্ষে ছিলেন না চৈতন্যদেব। তিনি মনে করতেন ধর্মাচরণ হচ্ছে স্বাধীন। যে ধর্মের প্রতি আসক্তি তিনি সেই ধর্ম স্বেচ্ছায় পালন করতে পারেন। জোর করে তিনি কাউতে ধর্মান্তরিত করতেন না। সেই কারণে আরা দেখতে পেলাম যবন

হরিদাস ইসলাম হয়েও তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুতে পরিণত হন। কৃষ্ণ সাধনায় মত্ত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, কৃষ্ণ নাম করতে গেলে কোন জাত লাগে না। কোনও বর্ণ লাগে না। কোনও ধর্ম লাগে না। সবাই কৃষ্ণ নামের অধিকারী। কৃষ্ণনাম করার জন্য কারোর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি কৃষ্ণনামকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সব ধর্ম বিশ্বাসী মানুষকে অভয় দান করেছিলেন দোল উৎসবে অংশ গ্রহণ করলে জাত যায় না। সংকীর্তনে বা দোলে কোনও রকম অধর্মীয় আচরণ হয় না। কৃষ্ণনাম করলেই সব পাপ একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। পবিত্র মানুষ হিসাবে তিনি তখন নিজেকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। চৈতন্যদেবের এই অভয়বানী শুনে পরে বহু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে আবার নিজেদের ভিটে মাটি নদিয়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। নবদ্বীপের দোলের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের রূপ রেখা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃন্দাবনের দোলে কোন সমাজ পরিবর্তনের দাগ নেই। সেখানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমই বড় কথা। বাংলার দোল উৎসবের ইতিহাস রয়েছে। চৈতন্যদেবের দোল যাত্রার সঙ্গে শান্তিনিকেতেনর দোল যাত্রার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। নবদ্বীপের দোলে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' সংকীর্তনের সুর শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বভারতীতে দোল উৎসবে কোনও ভাগবত প্রেমের কথা উল্লেখিত হয় না, সেখানে শুধু 'জীবন দেবতা'কেই মান্যতা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ দোল যাত্রাকে নব রূপে উপস্থাপিত করলেন। একেবারে লোক সংস্কৃতির আঙ্গিকে তিনি দোল যাত্রার সঙ্গীত আবহকে সৃষ্টি করলেন। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে দোল যাত্রার জুড়ে দিয়ে নতুন আনন্দ ধারার বার্তা বহন করে নিয়ে এলেন বাংলায়। তার ফলে সেখানে নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের কোনও ধর্মীয় আবেগ দেখা দিল না। শাান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্র ভারতীতে দোলযাত্রা নতুন আঙ্গিকে প্রবেশ করে সর্বত্র জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিল। এখানেই দোল যাত্রার আধুনিক রূপটা ধরা পড়ে। দোল উৎব আবার কাশীতে পালিত হয়। সেখানকার দোলের সঙ্গে রয়েছে ধর্মীয় ভাবাবেগ। ধর্ম কাশীতে মুখ্য ভূমিকরা পালন করে থাকে। কাশী হচ্ছে একটি ধর্মীয় স্থান। সেই কারণে সেখানকার দোলের সঙ্গে ধর্ম ভাব মিশ্রিত থাকে। যাগযজ্ঞ পালন করা হয়। মন্ত্র উচ্চারিত হয়। গঙ্গা পাড়ে বসে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত করা হয়ে থাকে। বহু সাধু সন্ন্যাসীরা এই দোল পূজায় অংশ গ্রহণ করে। দোল উৎসবের সঙ্গে পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারা আবির খেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এবং দেব দেবীর উদ্দেশ্যে দোল উৎসবকে নিবেদন করা হয়ে থাকে। গঙ্গাকে দোল উৎসবের প্রধান বলে গ্রহণ করা হয়।

বাংলার নবজাগরণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চৈতন্যদেব

বাংলার নবজাগরণের প্রথম পুরুষ চৈতন্যদেব। তিনি ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুনি পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁকে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। তাঁরে দেহের রমণীয় শোভা দেখে সবাই তাঁকে 'গৌরাঙ্গ' বা 'গোরা' বলে ডাকতে শুরু করে। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে মাতাময়ী শচী দেবীর কয়েকটি সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই নবজাতকের নাম রাখা হয়েছিল নিমাই (নেই মা যার)। তাঁর ভালো নাম ছিল বিশ্বম্ভর। এই নাম রেখেছিলেন তাঁর দাদামশাই নীলাম্বর চক্রবর্তী। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয়েছিল 'চৈতন্য' বা 'কৃষ্ণচৈতন্য'। চৈতন্য সমতুল্য বাঙালি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিও ছোটবেলায় তিনটি নামে ভূষিত ছিলেন। বাল্যকালে চৈতন্য অত্যন্ত মেধাবি এবং দুরন্ত ছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এবং সেই সময়ে তিনি নবদ্বীপে একটি সংস্কৃত টোল খুলে সংস্কৃত পড়াতে শুরু করেন। প্রথম যৌবনে তিনি নিজের নির্বাচিত কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। চৈতন্যদেবই প্রথম যিনি প্রচলিত রীতি ভেঙে নিজের পচ্ছন্দের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। চৈতন্যের প্রথম বিবাহ হয়েছিল গরিব ঘরে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার অকাল মৃত্যু হলে তারপরে তিনি মায়ের ইচ্ছাতে বিবাহ করেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কিন্তু সংসারে তাঁর মন বসলো না। নবদ্বীপের সেই সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ। তাঁদেরকে

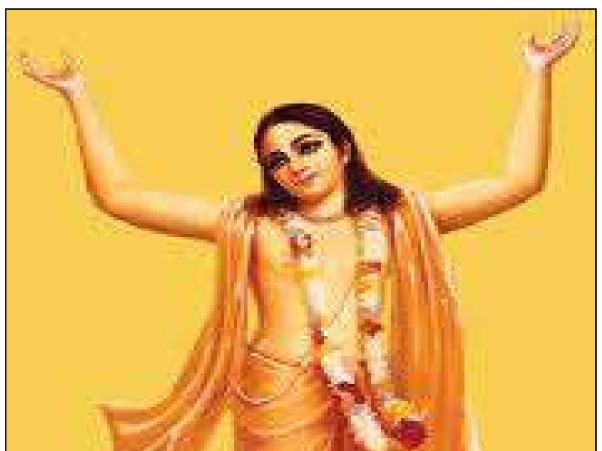

সঙ্গে নিয়ে তিনি ভাগবত প্রেমে মেতে উঠলেন। পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে গয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর কাছ থেকে তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তিনি ভক্তি ভাবাবেগে নিজেকে নির্মিত করতে শুরু করলেন। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করলেন। নিমাই, গৌর গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর এবারে রূপান্তরিত হলো চৈতন্য রূপে। চৈতন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন। নীলাচলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পুরীতে থাকার সময়ে তাঁর মহিমা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সারা ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বৈত সত্ত্বার অপূর্ব ব্যাখ্যা দিলেন- 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।' জীবনের শেষ আঠারো বছর ঈশ্বর প্রেমে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন। ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথির পর চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে। চৈতন্যের তিরোভাবের আগেই তাঁকে নিয়ে সংস্কৃত এবং বাংলাতে পদ রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি নাটকের রচয়িতা ছিলেন 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র' । নাটকটি পাওয়া যায়নি। তবে এর হদিশ পাওয়া গিয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। আর একটি নাটক লিখেছিলেন কবি কর্ণপূর পরমানন্দ দাস। নাটকটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। নাটকটি পুরীতে লেখা হয়েছিল। সেই সময়ে পুরীর রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। তাঁর অনুরোধে এই নাটকটি লেখা হয়েছিল। মধ্যযুগে বাংলায় কোনও নাটক লেখা হয়নি চৈতন্যকে নিয়ে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় নাটক লেখা হয়েছে চৈতন্যকে নিয়ে। সংস্কৃতে প্রথম জীবনী নাটর রচনা করেছিলেন মুরারি গুপ্ত। চৈতন্যকে নিয়ে প্রথম বাংলার সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য। পুরীতে চৈতন্যদেবের ভক্তদের সামনে এই নাটকটি করা হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে অদ্বৈত আচার্যের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি ছিলেন চৈতন্যের অভিভাবক এবং বন্ধু। শাসনও করতেন আবার ভালোবাসতেন। তিনি চৈতন্যের নবদ্বীপ জীবনের বড় সাক্ষী ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য পদ রচনা করেছেন। তিনি কোনও নাটক রচনা করেননি। নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করলেন, বড় হলেন, মহামানব হলেন ঈশ্বর বলে গণ্য হলেন।। কিন্তু তাঁকে নিয়ে নবদ্বীপের বা নদীয়ার কোনও পণ্ডিত তাঁর জীবনী রচনা করেননি। তাঁর জীবনী রচনা করেছেন বর্ধমান জেলার পণ্ডিত। বৃন্দাবন দাস ছিলেন দেনুড়ের লোক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন ঝামটপুরের লোক। লোচন দাস কেতু গ্রামের লোক। জয়ানন্দ ছিলেন আমাই পুরের গ্রামের লোক। নবদ্বীপে কেউ কেউ বাংলায় চৈতন্য পদ রচনা করেছিলেন বটে। তবে তারা চৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে চৈতন্যলীলার চেয়ে কৃষ্ণলীলা বড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউই বাংলায় চৈতন্য জীবনী রচনায় হাত দেননি। চৈতন্যদেব আবার আত্ম প্রশংসা পচ্ছন্দ করতেন না। তাই সাহস করে কেউ তাঁর জীবনী লেখেনি। মুরারি গুপ্ত করচা রচনা করেছিলেন। তাও আবার সংস্কৃতে। চৈতন্যের তিরোধান হওয়ার পরই চৈতন্য জীবনী লেখার সূত্রপাত। বাংলায় প্রথম চৈতন্যজীবনী হল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'। কাননবিহারী গোস্বামী বলেছেন, তাঁর বংশের পূর্ব পুরুষ বংশীবচন চট্ট 'গোরলীলামৃত' বা 'গৌরাঙ্গবিলাস' রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে। তবে বংশীবদন চট্ট ছিলেন পদাবলিকার। তবে পদাবলীকারে এই নাম নিয়ে সংশয় রয়েছে। চৈতন্যের ৪৮ বছরের জীবনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম চব্বিশ বছর হচ্ছে চৈতন্যের সামাজিক জীবন। শেষ চব্বিশ বছর হচ্ছে দিব্যজীবন। চৈতন্যদেবই সাম্যবাদের জন্ম দিয়েছে বাংলায়। তিনি বলেছিলেন, '' আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবা'। চৈতন্য চর্চা করতে বাংলা কেন বিরত ছিল তা বুঝতে পারা যায় না। চৈতন্যকে নিয়ে উড়িষার রাজারা বহু চর্চা করেছেন। চৈতন্যদেবকে নিয়ে বাংলা সব সময়ে উদাসীন থেকেছে। কিন্তু চৈতন্যের জন্ম এবং বিকাশ নবদ্বীপে। সেকালে নবদ্বীপের গুরুত্ব কম ছিল না। রাজনৈতিক দিক দিয়ে নবদ্বীপ ছিল 'গৌড়ের গেটওয়ে'। দ্বিতীয়ত নবদ্বীপ ছিল বাংলার সেরা শিক্ষা কেন্দ্র। তৃতীয়ত নবদ্বীপ গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়াতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। সর্বোপরি ছিলেন চৈতন্য। অদ্বৈতচার্য চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় প্রথম জীবিত মানুষ ঈশ্বর বলে ঘোষিত হয়েছিল। নবদ্বীরে চৈতন্যের আচরণ ছিল সামাজিক মেলামেশা। নবদ্বীপে বহু মানুষের বাস। কুমোর, মালাকার, তাঁতি, গন্ধবণিক, গোয়ালা, তাম্বুলী, শঙ্খ বণিক প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য তো ছিলই। বাহ্মণ শূদ্রের ভেদাভেদ থাকলেও চৈতন্য তা মানতেন না। তিনি খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়িতে গিয়ে জলপান করতেন। গন্ধ বণিকের বাড়িতে গিয়ে গন্ধ নিতেন। তাদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করতেন। চৈতন্যদেব পান খেতে ভালোবাসতেন। তিনি তাম্বুলীদের বাড়িতে গিয়ে পান খেতেন। তাম্বুলিরা তার কাছ থেকে পয়সা নিত না। পরে বাঙালিরা চৈতন্যদেবকে গৃহবন্দি করে ফেলেছে। তারে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়ে তাঁর সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাধারাকে বাদ দিয়ে তাঁকে একেবারে ভগবান রূপে পুজো করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু চৈতন্য আচরণ যে সমাজের মধ্যে একটি বড় ধরনের আন্দোলন করতে সমর্থ হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কাউকে করতে দেখা যায় না। চৈতন্যদেবকে পুজোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তার সামাজিক আন্দোলনের ভাবনাকে নিয়ে বেশি চর্চিত হতে দেখা যায় না। 'যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত'- চৈতন্যের এই সামাজিক মেলামেশাকে সাম্যবাদ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। চৈতন্যদেব কোথাও নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করেননি। তিনি সব সময়ে মানুষের সেবা করার দিকে নজর দিতেন। এবং মানুষের বিপদে সময়ে তিনি বড় সহায় ছিলেন। সেই কারণে চৈতন্যদেব বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় সমাজ সংস্কার হতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখ পাই আধুনিক যুগে বাংলার বহু মনীষীরা চৈতন্যদেবের পথকে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম অহিংসা আন্দোলনের জনক। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি চৈতন্যদেবের পথকে অনুসরণ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনও গড়ে উঠে ছিল চৈতন্যদেবের সময়ে। তিনি তখন বাংলার নবারের অন্যায় আদেশনামার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কাজি দলন করতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি শক্ত হাতে সব কিছুর মেকাবিলা করতেন। চৈতন্যদেবের শক্তি রূপ দেখে নিষ্ঠুর কাজি পর্যত বাংলা ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। জগাই মাধাইকে শায়েস্তা করতে তিনি শক্তি পরিচয় দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরে কৃষ্ণপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে জগাই মাধাই বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

পাঁশকুড়া সেচ দপ্তরে বন্যা প্রতিরোধ কমিটির ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ১৩ মার্চঃ আগামী বর্ষার পূর্বেই নিউ কাঁসাইয়ের ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধের অংশগুলি শক্তপোক্তভাবে নির্মাণ, পাঁশকুড়া স্টেশন বাজার সংলগ্ন এলাকার সুষ্ঠ জলনিকাশী সমস্যার সমাধানে মাস্টার ড্রেনেজ স্কীম রূপায়ণ, বর্ষার পূর্বেই জয়াপোতা সহ সোয়াদিঘী খালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের গোবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সংলগ্ন মৌজাগুলির জলনিকাশী সমস্যা সমাধানে জাতীয় সড়ক বরাবর নাসা খালের ভেতর অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ করে নাসা খাল পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, মজে যাওয়া বেহুলা নদী সংস্কার সহ বন্যা পরিস্থিতির সময় কংসাবতীর খানিকটা জল মেদিনীপুর ক্যানেল দিয়ে সরাসরি রূপনারায়ণে ফেলার দাবীতে আজ পাঁশকুড়া বন্যা প্রতিরোধ ও খাল সংস্কার সংগ্রাম

সমিতির পক্ষে থেকে সেচ দপ্তরের পাঁশকুড়া-১ ও ২ সাব ডিভিশনের এস ডি ও নাজেশ আফরোজ এবং সুমিত দাসকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা নারায়ন চন্দ্র নায়ক, সভাপতি কল্যাণ রায়, সহ-সম্পাদক স্বপন বেরা ও লক্ষী কান্ত সাঁতরা প্রমুখ। এসডিও প্রতিনিধি দলকে জানান, কাঁসাই নদীর ৪ জায়গায় ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধের উদয়পুরে পূর্ণাঙ্গ মেরামতের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। গড় পুরুষোত্তমপুর-জদড়া-মানুর এই তিন জায়গায় নদীবাঁধ বাধার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ঠিকাদার নিয়োগ হয়ে গিয়েছে। নদীবাঁধ বাধার উপকরণ ফেলানোর কাজ চলছে। অন্যান্য দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আশ্বাস দেন আধিকারিকেরা।

আন্তঃরাজ্য অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ, বসিরহাটে নয়া মোড়

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৩ মার্চঃ বসিরহাটে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে নয়া মোড়। এসটিএফ এর জালে আন্তঃ রাজ্য অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এসটিএফ কলকাতা থেকে চারজন আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। যা নিয়ে রাজ্য তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। ওই গ্রেফতার হওয়া চারজনের ভেতরে বসিরহাট পুলিশ জেলার হাসনাবাদের দু'জন ছিলেন বলেও জানা যায়। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি বসিরহাট থানার বাঁশঘাটি এলাকায় তৃণমূলের যুব নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার উপর হামলা করে দুষ্কৃতীরা। সেই হামলার ঘটনায় মনিরুল গাজি নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং তাকে পুলিশি হেফাজতে নেয়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুধবার রাতে বাঁশঘাটি এলাকার একটি বাগান থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২১ রাউন্ড উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে কলকাতা থেকে এসটিএফের হাতে গ্রেফতার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই মনিরুল গাজির যোগাযোগ আছে। মনিরুল গাজিও কলকাতা থেকে এসটিএফের হাতে গ্রেফতার হওয়া চারজনের মত আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজের ব্যবসা করত রাজ্যজুড়ে। বসিরহাট পুলিশের পক্ষ থেকে এসটিএফের দফতরে মনিরুল গাজিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জানানো হয়েছে।

লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে গত চার বছর ধরে এই সমস্যায় ঝেলছেন সাবানা! আপনার সঙ্গে এটা হচ্ছে না তো?

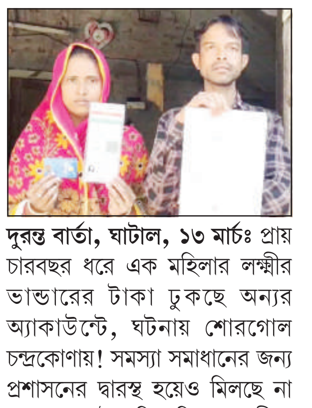

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৩ মার্চঃ প্রায় চারবছর ধরে এক মহিলার লক্ষীর ভান্ডারের টাকা ঢুকছে অন্যর অ্যাকাউন্টে, ঘটনায় শোরগোল চন্দ্রকোণায়! সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মিলছে না সুরাহা এমনই দাবি অভিযোগকারীর। ব্লক প্রশাসন এড়িয়ে মুখ খুলতে না চাইলেও, দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির। ঘটনা চন্দ্রকোণা ১ নম্বর ব্লকের মনোহরপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেড়াবেড়িয়া এলাকায়। বেড়াবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সাবানা খাতুন, স্বামী শেখ আখতার আলি। স্বামী স্ত্রী দুজনের অভিযোগ, ২০২১ সালে প্রথম দুয়ারে সরকার শিবিরে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে আবেদন পত্র জমা দেন। তারপর থেকে তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের কোনও টাকা ঢোকেনি। তারপরও দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে দফায় দফায় পুনরায় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন জমা করান। দম্পতির অভিযোগ, মাসখানেক আগে তারা খোঁজ নিতে শুরু করেন লক্ষীর ভান্ডারের টাকা কেন ঢুকছে না। আর এই খোঁজ নিতে গিয়েই ব্লকের বিডিও অফিসে লক্ষীর ভান্ডারের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মীর কাছে জানতে পারেন, ২০২১ সালে প্রথম আবেদন করা লক্ষীর ভান্ডারের আবেদন পত্রই গৃহীত হয়েছে। আর সেই লক্ষীর ভান্ডারের টাকা প্রতিমাসে অন্য এক মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। ঘটনা জানতে পেরে ব্লকে বিডিওকে এই সমস্যা সমাধানের লিখিত আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি সাবানা খাতুন ও তার স্বামী সেখ আখতার আলির। তাঁরা চাইছেন অন্য মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা বন্ধ করে যাতে প্রকল্পের টাকা সাবানা খাতুনই পান। প্রশাসনের বিরুদ্ধেই গাফিলতির অভিযোগ তুলছে চন্দ্রকোনার এই দম্পতি। তৎকালীন সময়ে কর্মীদের টেকনিক্যাল ভুলের কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এমনটাই ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে এবিষয়ে চন্দ্রকোণা ১ নম্বর ব্লকের বিডিও কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে তিনি কিছু বলতে চাননি। এবিষয়ে চন্দ্রকোণা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মণ্ডল বলেন, "এবিষয়ে আমার কিছু জানা নেই, আমার কাছে আসেনি। তবে ওনারা আমার কাছে আসলে আমি আমাদের দফতরের স্টাফকে ডেকে যে ওই ডিপার্টমেন্ট দেখে তাকে দিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধান করে দেব। আমি ওনাদের ডেকে পাঠাবো।"

ফের আগুনে জ্বলল বাঁকুড়ার জঙ্গল, গোটা রাতজুড়ে চলছে নেভানোর কাজ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ মার্চঃ লাগাতার প্রচার কর্মসূচি। পোস্টারিং, কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারী। তারপরেও যেন কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না জঙ্গলের অগ্নিকাণ্ড। শুশুনিয়া পাহাড়ের পর এবার রানিবাঁধের বারো মাইল জঙ্গলে লাগলো আগুন। ঝরা শুকনো পাতায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকায়। খবর পেতেই তড়িঘড়ি ব্লোয়ার নিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে বন দফতর। রাতভর চলে জঙ্গলে আগুন নেভানোর কাজ। গত সপ্তাহেই বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ে আগুন এতটাই ভয়াবহ আকার নেয় যে তা কার্যত দাবানলে পরিণত হয়। প্রায় ২৪ ঘন্টার চেষ্টায় সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই এবার বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের বারো মাইলের জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। গতকাল সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলের শুকনো ঝরা পাতায় আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁরাই খবর দেন বন দফতরের। বন দফতরের কর্মীরা ব্লোয়ার হাতে আগুন নেভানোর কাজে নামেন। কিন্তু ততক্ষণে জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। বন কর্মীরা ব্লোয়ার দিয়ে ঝরা পাতার স্তুপ বিচ্ছিন্ন করে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। এমনিতে বন্যপ্রাণ সমৃদ্ধ বনাঞ্চল হিসাবে পরিচিত বারো মাইল জঙ্গল। এই জঙ্গলে হরিণ, ময়ূর, বুনো শুকর, সজারু ছাড়াও বহু জীবজন্তু, পাখি ও সরিসৃপ রয়েছে। এমন বনাঞ্চলে কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে বন দফতর। সঠিক তথ্য প্রমাণ পেলে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর। বন কর্মী বলেন, "সবার কাছে অনুরোধ যেন জঙ্গলে আগুন না লাগায়। এখানে অনেক ওষুধের গাছ আছে। অনেক ফল মুলের গাছ আছে সব নষ্ট হয়ে গেছে।"

আলুর ফলন ভাল হওয়ার পরও নতুন বিপদ, হয়রানির শিকার কৃষকরা!

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা, ১৩ মার্চঃ শ্রমিক সঙ্কটে একের পর এক হিমঘরের দরজা বন্ধ। পরিস্থিতি এমন যে বেশ কয়েকটি হিমঘরে দেখা যাচ্ছে, সকালে আলু রাখতে দিলে, বিকেলে আর নেওয়া হচ্ছে না। পূর্ব বর্ধমানের পর একই ছবি দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায়। এই এলাকাতেও আলুর ফলন বেশি। কিন্তু হিমঘরে সমস্যা দেখা দিলেই বিপদের আশঙ্কা থাকে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ওই এলাকা 'আলুর গড়' নামে পরিচিত। চন্দ্রকোনায় একাধিক হিমঘর রয়েছে। বর্তমানে আলু তোলা শুরু হয়েছে সেখানে। আলুর দাম না থাকায় কৃষকরা হিমঘরে আলু সংরক্ষণের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। হিমঘরে আলু নিয়ে গিয়ে কৃষকরা পড়ছেন বিপাকে। হিমঘরে আলু রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কৃষকদের। চন্দ্রকোনার বেশ কয়েকটি হিমঘরে দেখা যাচ্ছে, সকালে আলু নেওয়া হলে, বিকেলে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। হিমঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে যেতে হচ্ছে অন্য আর এক হিমঘরে। সেখানে গিয়েও দেখা যাচ্ছে একই অবস্থা। আবারও অন্য হিমঘরের খোঁজ করে দূরে নিয়ে গিয়ে আনলোড করতে হচ্ছে আলু, আর তাতেই বাড়ছে খরচ। হিমঘর কর্তৃপক্ষের দাবি, পর্যাপ্ত শ্রমিক না থাকায় আলু হিমঘরের চেম্বারে লোড করতে সময় লাগছে। সেই কারণেই তাদের গেট

বন্ধ রাখতে হচ্ছে। পাশাপাশি যে সমস্ত আলু হিমঘরে মজুত করার জন্য আসছে, তা ৫০ কিলোর থেকে অনেক বেশি হওয়ায় শ্রমিকার বহন করতে পারছে না। অনেকেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ডস্টোর অ্যাসোসিয়েশন'-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সহ সভাপতি শেখ জিয়াবুর রহমান জানান, রমজান মাস চলছে। ফলে, বেশিরভাগ শ্রমিক কাজে যাচ্ছেন না। কয়েকদিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে দাবি করেছেন তিনি। পূর্ব বর্ধমানের একাধিক জায়গায় এই পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে। সেখানেও হিমঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলু বোঝাই ট্রাকের লাইন পড়ে যাচ্ছে রাস্তায়। আলু হিমঘরে রাখার জন্য কৃষকরা দিন-রাত অপেক্ষা করছেন।

Office of the Pradhan
AGOYA-NARRAH GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
No. 08/ANGP/24-25

The Pradhan, Agoya-Narrah Gram Panchayat invites Sealed tender for the 9 (Nine) Nos. different works. Last date of dropping of Sealed Tender form On or before **21/03/2025 (up-to 11:30 AM).** Date of Opening of Tender **24/03/2025 (at 11:30 AM).** For details visit office of the undersigned.

Sd/- **Pradhan**
AgoyaNarrah Gram Panchayat

Office of the PUNISOLE GRAM PANCHAYAT
Punisole, Bankura

NIT No:- (1) 10/2024-25 Date:-12.03.2025, (2) 11/ 2024-25 Date:- 12.03.2025,(3) 12/2024-25 Date:-12.03.2025
NIeT No. (1) 07/2023-24(3rd Call), (2) 15/2024-25, Dated: 12/03/2025

Sealed tender and e-Tenders are hereby invited by this office for total 10(Ten)Nos. different works. Last date of submissionof technical Bid-On or before **21/03/2025 11.00 A.M.** Date of Opening of Bid-**24/03/2025 (From 13.00 P.M.)** (For viewing Tender: Office Notice Board & website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Punisole Gram Panchayat

Office of the CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-Chakaltore, Purulia-I Dev. Block, Purulia

E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. **WBPUR/CGP/NIET-07/24-25, Dated - 10.03.2025, Memo No.-58/CGP/ 2024-25.** Documents download/sale start date **13.03.2025 from 6.50PM.** Bid Submission closingdate **19.03.2025 (upto 03.30PM).** Date of Opening of E-Tender on **21.03.2025 (at 3.30pm)** at G.P. Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- **Pradhan**
Chaklatore Gram Panchayat

Office of the CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-Chakaltore, Purulia-I Dev. Block, Purulia

E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist: Purulia (W.B.) ie. **WBPUR/CGP/NIET-06/24-25, Dated-10.03.2025, Memo No.- 57/CGP/ 2024-25.** Documents download/sale start date **13.03.2025 from 9.00AM.** Bid Submission closing date **19.03.2025 (upto 01.30 PM).** Date of Opening of E- Tender on **21.03.2025 (at 1.35 pm)** at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- **Pradhan**
Chaklatore Gram Panchayat

TENDER NOTICE
NIT-20/2024-25
2025_ZPHD_826257_1, 2
Dated-13/03/2025,
NIT-21/2024-25,
2025_ZPHD_826301_1, 2
Dated-13/03/2025,

Separate Tendersare hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **20/03/2025 up to 10.00 am.** Date of Opening of Tender on **24/03/2025.** Other details will be available from the www.wbtenders.gov.in.

Sd/- **Pradhan**
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

Brajarajpur GP
Under indpur Block
Mudunia, Gunnath, Bankura, Pin-722121
Notice Inviting e-Tender
NieT-18/24-25, Memo No-126/Braja/2025, Date-10/03/2025
Last date of Submission 17.03.2025(5p.m)
NieT-19/24-25, Memo No-129/Braja/2025, Date-12/03/2025

Last date of Submission **19.03.2025(5p.m).** Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** website.

Sd/- **Pradhan**
Brajarajpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল। তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি.ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ক্র.নং. (১); ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩৬৯_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন আরওবি ও আরইউবি-র স্টিল গার্ডার শক্তিশালী করার কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,০২,৪৮,১৮৬.০০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,০১,৩০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৮ (আট) মাস; **ক্র.নং. (২); ই-টেন্ডার নং. ৩৭০_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনের এইচডব্লুএইচ-বিডিসি মেন লাইন বিআর. নং. ১১,১৬,২০, ২১, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪১এ, ৪২, ৫২, ৫৮, ৬৩, ৭৩, ৭৭, ৭৭এ, ৮৭, ৯৮এ, বিআর নং১৬, ১৭এসিসিএল এবং ২০ এসিসিএল শাখায়, বিআর নং ১৫৯, টিএকে ব্রাঞ্চ শাখায়, বিআর নং ৫, এনএইচ-বিডিসি শাখায় এবং বিআর নং ১৬৭, ১৬৮এ, ১৬৯, ১৭১,১৭১এ, ১৭৩, ১৭৪এ, ১৭৯, ১৮০এ বিবিএল লুপ শাখায় স্টিল ব্রিজ গার্ডারের রং করার কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ**১,৫৬,৭২,৭৬৫.২১ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,২৮,৪০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৯(নয়) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে, এই প্রদেয় অর্থগুলি উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতির দ্বারাই কেবলমাত্র গৃহীত হবে। দ্রষ্টব্য ঃ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর), আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) -এ প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) রূপে গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (HWH-676/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary IT infrastructural work at Hooghly district on 17.03.25 in connection with VVIP visit **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/ BIT/NIQ-72 of 2024-25.** Last date of submission of Quotation: **15.03.25 up to 4:30 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/- EE
Bidhannagar IT Division, PWD

OFFICE OF THE BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
Antila, Bagnan, Howrah
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No- WB/HOW/BAG-II/NIET-13/2024-25,dt.-13.03.2025

Sealed tender are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 02 nos scheme under Bagnan-II Panchayat Samity.For other details contact office of the undersigned within office hour.

Sd/-
Executive Officer
Bagnan-II Panchayat Samity

আইওসিএল সাইডিং এবং বৈদ্যুতিক কাজের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর.ডিইই/ এলএমজি/৪০ অফ ২০২৪-২৫, তারিখ: ১০-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/৪৯; কাজের নাম ঃ** সেকেরকোটে - আইওসিএল সাইডিংয়ের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৪০,৩৬,৭৭৪.৫৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৭০,২০০/- টাকা; **ক্রম. নং.-২; টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৪-২৫/৪৮; কাজের নাম ঃ** (i) গুয়াহাটি ও কামাখ্যায়: অপরিহার্য লোড পৃথকীকরণের বৈদ্যুতিক কাজ এবং (ii) রেলওয়ে স্টেশনে ৩০%/৭০% আলোর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৬৫,১৭,৫০৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৮২,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১:০০** টায় এবং **খোলা ০২-০৪-২০২৫** তারিখে **১১:৩০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৪-২০২৫ তারিখে **১১:০০** টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/455/e-Tender/2024-25, Dated: 13.03.2025,

(Supply & installation of Gym Equipments for Multigym at Dag No 855 Mouza-Uluberia ward no 22 to be maintained by Uluberia Municipality under MPLADS within Uluberia Municipality). Details are available in the www.wbtender.gov.in.

Sd/-Executive Officer
Uluberia Municipality

হুষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নং-২৬৯০, তাং-৩০.০৩.১৯৬০
গ্রাম-হুষি, থানাঃ পূর্বস্থলী জেলা-পূর্ব বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা হুষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী রবিবার ৩০.০৩.২০২৫ তারিখে হুষি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী সমিতির পরিচালকমন্ডলীর নয় (নয়) অসংরক্ষিত-০৬, মহিলা-০২ ও এসসি/এসটি-০১ সদস্য/সদস্যা নির্বাচন করিবার জন্য সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাকে আহ্বান জানানো যাইতেছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচন।

তারিখ-০৯.০৩.২০২৫ — **স্বা/- কৃশানু সিংহ রায়**
স্থান- সমিতির কার্যালয় — **সমবায় পরিদর্শক**
পূর্বস্থলী-২ ব্লক

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	মনোনয়নপত্র বন্টন	১৭.০৩.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১১টা থেকে ৩টা
২.	মনোনয়নপত্র জমা	১৭.০৩.২০২৫	-ঐ-	-ঐ-
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৮.০৩.২০২৫	-ঐ-	বেলা ১১টা
৪.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	১৮.০৩.২০২৫	-ঐ-	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষে
৫.	মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৯.০৩.২০২৫	-ঐ-	বিকাল ৩টে পর্যন্ত
৬.	প্রত্যাহার শেষে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৯.০৩.২০২৫	-ঐ-	বিকাল ৩টের পর
৭.	প্রতীক বন্টন (প্রয়োজনে)	২১.০৩.২০২৫	-ঐ-	বেলা ১১টা থেকে ৩টা
৮.	ভোট গ্রহণ (প্রয়োজনে)	৩০.০৩.২০২৫	-ঐ-	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা
৯.	ভোট গণনা ও ফলপ্রকাশ	৩০.০৩.২০২৫	-ঐ-	ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্তি পর্যন্ত

◆ মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বছর হইতে হইবে ◆ ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নির্দেশে দাখিল করিতে হইবে। ◆ মনোনয়নপত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাইবে। ◆ পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকিতে হইবে অনুরূপভাবে অযোগ্য বা শর্তাবলী ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকিবে। দেখুন WBCS Act 2006 AMMENDED UP TO DATE WBCS RULES 2011 ◆ ভোটারের পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনও প্রমাণপত্র ভোটদানের জন্য আনতে হবে। ◆ এসসি/এসটি সংরক্ষিত সিটের জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট আবশ্যিক ◆ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

স্বা/- নবেন্দু ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
তারিখ-০৯.০৩.২০২৫ — **হুষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ওএইচই নবীকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২৪-২৫-আরটি তারিখঃ ১২-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ বিজি-I, II এবং III খণ্ডের আরআরএ স্থানে কন্ট্যাক্ট ওয়ার পার্টিং বাধা দেওয়ার জন্যে আরডিএসও এসএমআই নং. টিআই/এমআই/০০৫৮ আরইভি-১ অনুসারে সমগ্র ওভারলেপ স্থানে সঠিক আরআরএ ক্ল্যাম্প সহিত ডবল কন্ট্যাক্ট ওয়ারের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত ওএইচই নবীকরণ কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫১,৪৩,৫৬৩.৯৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,০২,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০৪-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ০২-০৪-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএমবিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ক্র.নং.(১); ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩৭৫_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এসওয়াইএই-তে ক্যাটওয়াক নং ৬, ৮, ৯-এর ক্ষতিগ্রস্ত উপরিতল এবং ক্যাটওয়াক নং ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯ -এর পিলারে ফাটল মেরামতি করার কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭০,১০,৮১২.৬৭ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ১,৪০,২০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৮ (আট) মাস। **ক্র.নং.(২); ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩৭৬_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএমজি-র শাখাতে পিট নং ১, ২ এবং ৫-এর জন্য বামনগাছি ইয়ার্ড সহ জল সরবরাহের পাইপলাইন পরিবর্তনের কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৬৮,১২,৭০২.২৪ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৪,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৮ (আট) মাস। **ক্র.নং.(৩); ই-টেন্ডার নং. ঃ ৩৭৭_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন(এইচকিউ)/ এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএমজি-র অধীনে পরপর ২(দুই) বছরের মেয়াদের জন্য ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড -এর আইএস ১০৫০০-১৯৯১-এর পরাকাষ্ঠা অনুসরণ করে পানীয় জলের ব্যাকটেরিয়া পরিশোধনের ব্যবস্থা এবং এসএসই/ডব্লু/ এইচডব্লুএইচ-এ শাখায়২৪(চব্বিশ) মাসের মেয়াদের জন্য এইচডব্লুএইচ গুড্স এরিয়াতে প্রেশার ফিল্টার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং অটোমেটিক ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট -এর পরিচালনাও রক্ষণাবেক্ষণ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩৬,৩২,১২৯.৭৬ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৭২,৭০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ই-টেন্ডারিং- এর পরিপ্রেক্ষিতে, এই প্রদেয় অর্থগুলি উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতির দ্বারাই কেবলমাত্র গৃহীত হবে। দ্রষ্টব্য ঃ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর), আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) -এ প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) রূপে গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (HWH-679/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/ইএমইউ/২০২৪ তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১২; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা। **এসইকিউ নংঃ এএ/১; লট নং ঃ** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউআর২-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র); বিবরণ ঃ হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেক-এর (জানলা এবং বাধ্যতামূলক চিহ্ন সমূহ ব্যতিরেকে) সমগ্র পার্শ্বদেওয়ালের বহির্গাত্রে (আরডিএসও নির্দিষ্টকরণ অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নংঃ এএ/২; লট নং ঃ** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউআর৮-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র); বিবরণঃ হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেক-এর (জানলা এবং বাধ্যতামূলক চিহ্ন সমূহ ব্যতিরেকে) সমগ্র পার্শ্বদেওয়ালের বহির্গাত্রে (আরডিএসও নির্দিষ্টকরণ অড্রুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নংঃ এএ/৩; লট নং ঃ** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউআর৪৩-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র); বিবরণঃ হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেক-এর (জানলা এবং বাধ্যতামূলক চিহ্ন সমূহ ব্যতিরেকে) সমগ্র পার্শ্বদেওয়ালের বহির্গাত্রে (আরডিএসও নির্দিষ্টকরণ অড্রুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন। (HWH-673/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

১০ কেভিএ সহায়ক ট্রান্সফর্মার সরবরাহের ব্যবস্থা করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/এলএমজি/২৪ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ১১-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি৩০আব, **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত গুয়াহাটি-ফরকাটিং জং., চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং.-আমনি এবং বদরপুর জং.-আগরতলা সেকশনে ১৭টি কর্মীযুক্ত নন-ইন্টারলকিং এলসি গেটের স্থানে ১০ কেভিএ সহায়ক ট্র্যান্সফর্মার সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৫৪,৭১,২৭৭.২৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,০৯,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহসম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএইচ/২/১/জিইএনএল তারিখ ঃ ১১.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ক্র.নং.(১); এনআইটি নং ঃ ৩৬৬_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বিডিসির অধীনে বিডিসি (০৩টি)-তে ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,৬৮,৫৪,১৮৮.৮২ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৮৪,৩০০.০০ টাকা; **ক্র.নং.(২); এনআইটি নং ঃ ৩৬৭_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বিডিসির অধীনে এমওয়াই এম(০১টি) এবং বিওআই (০১টি)-তে ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,১২,৪০,৮৯৩.০১ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৩,০৬,২০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২ এর জন্য শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২ এর জন্য ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য পরিশোধ প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টোন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নেট ব্যাংকিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গৃহীত হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (HWH-675/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T034/24-25
Name of work : **Providing M.S. Jacketing of the damaged portion of 900 mm reserve main at 18 Khagendra Nath Road in Ward No. 67**; Estimated Amount : ₹ **2,71,530.00**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **07 Days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T035/24-25
Name of work : **M.S. Jacketing of damaged portion of 900 mm dia reserve main at 53, K.N. Sen Road in Ward No. 67**; Estimated Amount : ₹ **2,54,240.00**; Earnest Money : ₹ **5,100.00**; Period of completion : **08 Days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **24.03.2025 - 1 pm / 26.03.2025 - 1 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/WS/W77-08/T-65/24-25
Name of work : **Improvement of F.W. supply by laying new 150 mm dia D.I. pipe from 26 Mansatala Lane to B/H/6/9 Ibrahim Road in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **4,94,441.00**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of completion : **21 Days**.

(4) NIT No. : KMC/WS/W77-09/T-66/24-25
Name of work : **Augmentation of filtered water supply providing 150mm dia M.S. pipe near 24/3 Mansatala Lane alongwith 100mm dia air release valve in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **2,97,906.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **02.04.2025 at 11 am / 04.04.2025 at 11 am (For Sl. No. 3 & 4)**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 3 & 4).**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-15/2024-25
Name of work : **Replacement of damaged 450 mm dia rising type sluice valve by a new one in the Metiabruz bypass pipe line with dewatering arrangement at the opposite of CWPS PH-II pump house under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,59,968.89**; Earnest Money : ₹ **3,200.00**; Period of completion : **02 Days**; Last date time of receipt of tender (Online) : **26.03.2025 at 2 pm**; Last date and time of opening of tender (Online) : **28.03.2025 at 2 pm**.

(2) NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/53/1/2023-24
Name of work : **Renovation of central scrapper mechanism of flocculator No. 5 at WTP-IV of Garden Reach Water Works**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of receipt/opening of tender (Online) : **03.04.2025 at 4 pm / 05.04.2025 at 4 pm**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-65
Name of work : **Supply & fitting, fixing of new spindle, GM nut and other allied components in the 900 mm dia delivery side sluice valve of pump No. 1 against damaged one incl. installation & commissioning also at RWPS Ph-III of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,80,808.00**; Earnest Money : ₹ **3,620.00**; Period of completion : **07 Days**.

(4) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-66
Name of work : **Repairing & overhauling of 900mm dia PDV against pump No. 2 at RWPS Ph-II, GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,85,687.00**; Earnest Money : ₹ **5,720.00**; Period of completion : **10 Days**.

(5) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-67
Name of work : **Supply & fitting, fixing of new components i.e. sleeves, bearings with housing, impeller & casing ring in the rotating unit of pump No. 3 at RWPS-I of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **3,56,082.00**; Earnest Money : ₹ **7,130.00**; Period of completion : **12 Days**.

(6) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-68
Name of work : **Repairing of volute casing of pump No. 2 at RWPS-II of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **4,65,632.00**; Earnest Money : ₹ **9,320.00**; Period of completion : **10 Days**.

(7) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-69
Name of work : **Supply, fitting fixing of new components as replaced items against damaged ones of rotating assembly of pump No. 2 of RWPS-III under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **4,70,302.00**; Earnest Money : ₹ **9,410.00**; Period of completion : **7 Days**.

(8) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-70
Name of work : **Supply & fitting, fixing of new components to suit in the extg. HT VCB switch gear for HT motor No. - 1 & incomer No. - 1 at RWPS Ph-I under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,95,779.00**; Earnest Money : ₹ **5,920.00**; Period of completion : **3 Days**.

(9) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-71
Name of work : **Dredging & desilting of 2 Nos. suction bell mouth at RWPS Ph-III intake jetty by providing diesel pump, compressor machine & competent diver under GRWW for 6 months**; Estimated Amount : ₹ **2,90,463.00**; Earnest Money : ₹ **5,810.00**; Period of completion : **180 Days**.

(10) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-72
Name of work : **Refurbishment of HT VCB switch gear against incomer feeder No. 1 & motor feeder No. 2 at RWPS Ph-III of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,88,525.00**; Earnest Money : ₹ **3,780.00**; Period of completion : **5 Days**.

(11) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-73
Name of work : **Cleaning of bell mouth and bar screen at the jetty of RWPS Ph-I, Ph-II & Ph-III of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,92,272.00**; Earnest Money : ₹ **3,850.00**; Period of completion : **3 Days**.

(12) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-74
Name of work : **Supply & fitting, fixing of new components i.e. sleeves, bearings with housing, impeller & casing ring in the rotating unit of pump No. 2 at RWPS-I of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **4,85,795.00**; Earnest Money : ₹ **9,720.00**; Period of completion : **15 Days**.

(13) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-75
Name of work : **Replacement of the defective impeller by the standby impeller of pump No. 5 with other associated works at RWPS-III under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **4,38,116.00**; Earnest Money : ₹ **8,770.00**; Period of completion : **7 Days**; Last date and time of receipt/opening of tender (Online) : **05.04.2025 at 2 pm / 08.04.2025 at 2.30 pm (For Sl. No. 3 to 13)**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 to 13).**

1491/24-25

গৃহসজ্জা

সহকর্মীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানের চাকরিবিধির নিয়ম জেনে নিতে হবে

‘প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস-তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।।’এই ‘সর্বনাশ’কে যে কখন কার চোখে দেখে বসেন, আগেভাগে তা নির্ণয় করা কঠিন। একইভাবে ‘প্রেম একবারই এসেছিলো নীরবে’ গানের ‘একবার’টা যে কার জীবনে কখন কীভাবে চলে আসে, সেই হিসাবও মেলে না সহজে। স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে গিয়েও সহকর্মীর চোখে ‘সর্বনাশ’দেখতে পারেন কেউ। মনে হতে পারে, ‘লাগবে, তাকে আমার লাগবে। সে ছাড়া আর কিছু চাইনে।’ সহকর্মীকে ‘ভালোলাগা’র কারণও রয়েছে প্রচুর। কর্মক্ষেত্রে কাটাতে হয় দিনের একটা দীর্ঘ সময়। মিলেমিশে কাজ করতে হয়। যে কারণে একে অপরকে জানার সুযোগও তৈরি হয়। বিশেষ কোনো গুণ বা আচার-ব্যবহার কিংবা স্রেফ ভালোলাগার কারণেই ভালোলাগা আর ভালোলাগা থেকে মায়া তৈরি হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কের অনেক সুবিধার কথাও অনেকে বলে থাকেন। তবে সুবিধা যার আছে, তার কিছু অসুবিধাও থাকে। তাই কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে পারলে অসুবিধাগুলো এড়ানো সহজ হয়।

আচরণে সংযম

কথায় বলে, ‘যত থাকে গুপ্ত তত হয় পোক্ত যত হয় ব্যক্ত তত হয় ত্যক্ত।’ তাই ফলাও করে সম্পর্কের কথা জানান দেওয়া কিংবা স্যোশাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করে নানা অনুভূতি ব্যক্ত করার চেয়ে বিষয়টা নিজেদের মধ্যে রাখতে পারাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, পরে দেখা গেল, কোনো কারণে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েনের সৃষ্টি হলো, তখন অফিসে সহকর্মীদের সামনে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। তা ছাড়া সম্পর্কের বিষয়টা অফিসে অনেকে জানলে ভালোর চেয়ে মন্দ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি থাকে। বিশেষ করে ফিসফাস, কানাকানি, সমালোচনা ও গুজবের মধ্যে পড়ারও আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই সম্পর্কের বিষয়টা নিজেদের মধ্যে রাখতে পারলে অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, সহকর্মীদের কাছে এসব বিষয় গোপন রাখা কঠিন। তাই ফলাও করে না বললেই নিস্তার মিলল, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। নিজেদের আচার-আচরণ, চলাফেরা এমনকি কথাবার্তাতেও ব্যাপারটা যেন ফুটে না ওঠে, সেদিকে যেমন দৃষ্টি রাখতে হবে, তেমনই পেশাদার আচরণও বজায় রাখতে হবে।

অফিসের নিয়ম জানুন

ভালোবাসার মতো ভালোবাসলে নিয়মকানুন পথ আটকাতে পারে না। না, কথায় কোনো ভুল নেই। তবে সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালে চাকরি হারানোর ঝুঁকিও কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না। প্রশ্ন করতে পারেন, চাকরি হারানোর ঝুঁকি, কীভাবে? প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট চাকরিবিধি আছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক অনুমোদন করে না। কেন করে না? ‘স্বার্থের দ্বন্দ্ব’। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বার্থসংশ্লিষ্টতা রয়েছে। রয়েছে পদোন্নতি, প্রণোদনাসহ নানা প্রত্যাশা। সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালে বা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে বিষয়গুলো নানাভাবে প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাহলে উপায়? ভালোলাগা, ভালোবাসা তো আর পরিকল্পনা করে হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে যায়। তাই প্রতিষ্ঠানের চাকরিবিধির নিয়ম জেনে নিতে হবে। যদি কোনো সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ না থাকে, তাহলে চিন্তা রইল না। আর বিধিনিষেধ থাকলে সে ক্ষেত্রে যেকোনো একজনকে যত দ্রুত সম্ভব অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করতে হবে।

প্রেম ভেঙে গেলে

‘ব্রেকআপের ঝুঁকি’ সম্পর্কেও পূর্ণ ভাবনা থাকা জরুরি। কোনো কারণে সম্পর্ক ভেঙে গেলে সম্বোধন যেন ‘তুমি’ থেকে ‘তুই’তে গিয়ে না ঠেকে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। কারণ, বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হলে অফিসের পরিবেশ নষ্ট হবে। পাশাপাশি সহকর্মীদের কাছে নিজেদের সম্মান হারানোরও ঝুঁকি দেখা দেবে।

কখন জানবেন সহকর্মীরা

দেখা গেল, সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কোনো লিখিত বা স্বীকৃত বিধিনিষেধ নেই এবং দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে ঠিকও হয়ে গেল। কার্ডও ছাপানো হলো। কিন্তু এ পর্যন্ত অফিসের কেউ কিছু জানেন না। দুজনে বিয়ের কার্ড নিয়ে অফিসের বস, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীদের হাতে দিয়ে বললেন, ‘সবাইকে কিন্তু আসতে হবে।’ ভুল করেও কিন্তু এটা করা যাবে না।

বিবেকানন্দ কলেজে পালিত হল বসন্ত উৎসব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ বহু প্রতীক্ষিত উৎসব, সকাল ১০ টায় ফাগুনের রং, লাগুক প্রাণে থিমের এই প্রাণবন্ত উদযাপন কলেজ ক্যাম্পাসকে রঙ, সঙ্গীত এবং শৈল্পিক প্রকাশের এক প্রাণবন্ত কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে। নবীকরণ এবং প্রাণবন্ততার ঋতু বসন্তকে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ঐতিহ্যবাহী উৎসব এবং শৈল্পিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে আলিঙ্গন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীরা প্রাণবন্ত সঙ্গীত, মনোমুগ্ধকর নৃত্য, হৃদয়গ্রাহী কবিতা আবৃত্তি এবং উৎসবের রঙের ক্যালিডোস্কোপের মাধ্যমে ঋতুর চেতনায় নিজেদের ডুবিয়েছিলেন। দুপুর ১২টায় প্রভাতফেরি দিয়ে উদযাপন শুরু হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরন্তন বসন্তকালীন সুরের সাথে নৃত্য করে ক্যাম্পাসকে মনোমুগ্ধকরভাবে ঘিরে ফেলে, ছন্দ ও সম্প্রীতির এক মন্ত্রমুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি করে। উদ্বোধনী পর্বে একটি হৃদয়গ্রাহী স্বাগত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নবকিশোর চন্দ, শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায় (গভর্নিং বডির সভাপতি ও বিধায়ক), অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দেন। উৎসবের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রাণবন্ত স্টল, যেখানে হস্তনির্মিত ভেষজ আবির, চমৎকার হস্তশিল্পের গয়না, মার্জিত মোমবাতি, জীবন্ত চিত্রকর্ম প্রদর্শনী এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা দক্ষতার সাথে তৈরি সুস্বাদু রন্ধন প্রণালীর একটি সমাহার ছিল। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক নব কিশোর চন্দ, তাঁর বক্তৃতায় বিবেকানন্দ কলেজে বসন্ত উৎসবের তাৎপর্য, আনন্দময় উদযাপনে প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকার উপর জোর দেন। শ্রীমতী রত্না চ্যাটার্জী এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন, পরিবেশ বান্ধব ভেষজ আবির উৎপাদন, তাদের রন্ধনসম্পর্কীয় প্রতিভা প্রদর্শন এবং হস্তনির্মিত গয়নার মাধ্যমে শৈল্পিক সৃজনশীলতা প্রদর্শনের প্রতি শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সমানভাবে মন্ত্রমুগ্ধকর ছিল, দলগত এবং একক নৃত্য পরিবেশনা অভিব্যক্তিপূর্ণ গল্প বলার এবং মনোমুগ্ধকর নৃত্যের মাধ্যমে দর্শকদের মোহিত করেছিল। কলেজের নিজস্ব সঙ্গীত ব্যান্ড শঙ্খো-এর একটি দর্শনীয় পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শীর্ষে পৌঁছেছিল, যা তাদের আত্মাকে আলোড়িত করে তোলে। বিবেকানন্দ কলেজ যখন বসন্তের আলোয় আনন্দ, ঐক্য এবং সৃজনশীলতার রঙে ভরে দিয়েছিল। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী পৌষালী ব্যানার্জি।

শ্রীচৈতন্যের ৫৩৯ তম আবির্ভাব দিবসঃ নবদ্বীপ এবং মায়াপুরে সারম্বরে পালিত হবে ভগবান শ্রীচৈতন্যের ৫৩৯ তম আবির্ভাব দিবস এবং দোলযাত্রা উৎসব। আর দোল উপলক্ষে তীর্থ নগরীর বিভিন্ন মন্দিরে লাখো লাখো ভক্তের সমাগম ঘটেছে।

Affidavit

TOMALI MAZUMDAR C/O- SUKANTA MONDAL OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS -.RAJA MONDAL S/O-BADAL MONDAL POA NO- 1510/2025 A.D.S.R BHANGAR DEED NO-2095/2025 A.D.S.R BHANGAR . IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO- 23 . UNDER LR KHATIAN NO-17 ,18 & 19

Affidavit

TOMALI MAZUMDAR C/O- SUKANTA MONDAL OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS - DIPANKAR NASKAR S/O-PANTIRAM NASKARB POA-6234/2024 A.D.S.R BHANGAR DEED NO-2095/2025A.D.S.R BHANGAR. IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO- 23 UNDER LR KHATIAN NO- 53

Affidavit

ILA DAS C/O -GOUR CH DAS OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS -GOUTAM MONDAL S/O- BIMAL MONDAL POA - 3569/2024 A.D.S.R DEED NO-12351/2024 A.D.S.R .IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO- 36 . UNDER LR KHATIAN NO- 85 , 87 ,& 88

Affidavit

KEKA RANI MAITY C/O- TARKESWAR MAITY OF HAD PURCHASED A LAND / PROPERTY, SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS GOUTAM MONDAL S/O- BIMAL MONDAL POA - 11050/2024 A.D.S.R -BHANGAR DEED NO - 11121/2024.A.D.S.R . IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA - KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO- 53 . UNDER LR KHATIAN NO-226

Affidavit

SUNNY KUMAR SINHA S/O OF- ANIL KUMAR SINHA OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS- DIPANJAN MUKHERJEE. POA NO- 575/2015 .D.S.R-1 DEED NO- 11375/2024 D.S.R - 2 . IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO- 620 UNDER LR KHATIAN NO-1140

Affidavit

ILA DAS C/O -GOUR CH DAS OF HAD PURCHASED A LAND / PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS .RAJA MONDAL S/O- BADAL MONDAL POA NO- 7699/2024 A.D.S.R-BHANGAR. DEED NO-11140/2024 A.D.S.R BHANGAR. IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA - KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO-36 UNDER LR KHATIAN NO-96 AND 2960

Affidavit

1.-RAJIV KUMAR S/O OF LATE LAKHAN LAL BARANWAL 2.-NAMRATA KUMARI C/O RAJIV KUMAR OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS -ANUVA DUTTA D/O LATE DHIRENDRA DUTTA. POA. NO-319/2019 D,S,R - 5 .DEED NO-1651/2021 D.S.R -2 . IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO- 674 UNDER LR KHATIAN NO- 1411

Name Change

I, Shibshankar Adhikary (Old Name) S/o Late Khokan Adhikari Residing at Vill - Chaksimulia, P.o - Kumarchak, P.s - Nandakumar, District - Purba Medinipur, Pin - 721652 India have Changed my name and shall henceforth be known as Sibsankar Adhikary (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2025. Shibshankar Adhikary (Old Name) and Sibsankar Adhikary (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Hilda Lobo D/O Maurice Lobo resident of senior Holy Family convent P.O. Krishnagar, P.S. Kotwali, Dist Nadia, (W.B). Pin. 741101 hereby declare that I am known as Rosilda Lobo by my religious name and by virtue of vide Affidavit No.520 Dt.11/03/25.before the Judicial Magistrate (1st class) at Krishnagar, Nadia. Hilda Lobo and Rosilda Lobo is the same and identical person.

মায়াপুরে চৈতন্য মঠের উদ্যোগে শ্রী মহাপ্রভুর জন্ম উৎসব ও দোলযাত্রা

নদীয়া জেলার মায়াপুরে অবস্থিত আকর মঠরাজ শ্রী চৈতন্যমঠ প্রতি বৎসরের মতো ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ই মার্চ রবিবার থেকে ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শ্রী নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমার আয়োজন করেছে যা বর্তমানে মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।নবধা ভক্তির পিঠ স্বরূপ এই নবদ্বীপে জগদগুরু, প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রী অন্তদ্বীপ থেকে সর্বপ্রথম এই পরিক্রমার যাত্রা শুরু করেন যা ক্রমে সীমান্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ধতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ,মোদদ্রুম দ্বীপ, এবং সবশেষে রুদ্রদ্বীপ হয়ে শেষ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্তীতে তার শ্রেষ্ঠজন শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এবং তদপরবর্তীতে শ্রীল ভক্তি প্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ এই ক্রম অনুসরণ করেই শ্রী নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীল স্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজের তত্বাবধানে একইভাবে এই পরিক্রমা অনুষ্ঠিত করে চলেছে। এই পরিক্রমা চলাকালীন শ্রীচৈতন্য মঠে প্রায় দশ হাজার ভক্তের আগমন ঘটে বলে জানিয়েছেন। এই মঠের। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী (উত্তম প্রভু) যিনি এই সকল ভক্তদের সুষ্ঠুভাবে থাকার ও প্রসাদের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত থাকেন। এই পরিক্রমার কীর্তনের দায়িত্বে থাকেন শ্রীকেশব মহারাজ, ধাম মাহাত্ম্য পাঠের দায়িত্ব বহন করে।নদীয়া জেলার মায়াপুরে অবস্থিত আকর মঠরাজ শ্রী চৈতন্যমঠ প্রতি বৎসরের মতো ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ই মার্চ রবিবার থেকে ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমার আয়োজন করেছে যা বর্তমানে মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।নবধা ভক্তির পিঠ স্বরূপ এই নবদ্বীপে জগদগুরু, প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রী অন্তদ্বীপ থেকে সর্বপ্রথম এই পরিক্রমার যাত্রা শুরু করেন যা ক্রমে সীমান্তদ্বীপ,গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ,কোলদ্বীপ,ধতুদ্বীপ,জহ্নুদ্বীপ,মোদদ্রুম দ্বীপ, এবং সবশেষে রুদ্রদ্বীপ হয়ে শেষ হয়। শ্রীলপ্রভুপাদের পরবর্তীতে তার শ্রেষ্ঠজন শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এবং তদপরবর্তীতে শ্রীল ভক্তি প্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ এই ক্রম অনুসরণ করেই। বর্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীল স্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজের তত্বাবধানে একইভাবে এই পরিক্রমা অনুষ্ঠিত করে চলেছে। এই পরিক্রমা চলাকালীন শ্রীচৈতন্য মঠে প্রায় দশ হাজার ভক্তের আগমন ঘটে বলে জানিয়েছেন। এই মঠের। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী (উত্তম প্রভু) যিনি এই সকল ভক্তদের সুষ্ঠুভাবে থাকার ও প্রসাদের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত থাকেন। এই পরিক্রমার কীর্তনের দায়িত্বে থাকেন কেশব মহারাজ, ধাম মাহাত্ম্য পাঠের দায়িত্ব বহন করেন।শ্রীল নারায়ণ মহারাজ,

প্রতিদিন পরিক্রমার শেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীচৈতন্য মঠের অবিদ্যাহরণ নাট্য মন্দিরে এক মহতী ধর্মসভার আয়োজন করা হয় যেখানে নিজেদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন শ্রীল তুর্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীল অরণ্য মহারাজ, শ্রীল পর্যটন মহারাজ, শ্রীল নিরীহ মহারাজ, শ্রীল শ্রীধর মহারাজ, জিতেন্দ্র মহারাজ প্রমুখ। নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমার অন্তে এই বৎসর ১৪ই মার্চ শুক্রবার শ্রী গৌরপূর্ণিমা তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভআবির্ভাব তিথি পালিত হবে মায়াপুরস্থিত শ্রী যোগপীঠ নাটমন্দিরে। পুরী মহারাজকে সাহায্য করেন বৈষ্ণব মহারাজ এই মন্দিরের শ্রীল ভক্তি কুমুদ পুরী মহারাজ জানালেন ওই দিন সকাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রবচন, পালা কীর্তন অনুষ্ঠিত হলেও মূল অনুষ্ঠানটি হবে বিকাল ৩ঘটিকা থেকে। প্রতি বৎসরের মতো এই বৎসরও দোল পূর্ণিমার বিকালে শ্রী নবদ্বীপ ধাম একাধারে ভক্তি অপরদিকে সমন্বয়ের মেলবন্ধন। গত বৎসর এই দিনের সমাপ্তি ভাষণে শ্রী চৈতন্য মঠের ভক্তি স্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীমন মহাপ্রভুর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বর্তমান, সামাজিক পরিস্থিতিতে তার প্রেমের বাণী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।একমাত্র হরিনামই সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম। এই সুমধুর হরিনামই কয়েক লক্ষ মানুষকে এই গৌর পূর্ণিমা তিথিতে মায়াপুরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই তিথি যেমন সকল ভক্তদের কাছে আনন্দের তেমনি বেদনাদায়ক কারণ গৌড় পূর্ণিমার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান শেষে সকল ভক্তরা নিজেদের বাসস্থানে ফিরে যায় এই চিদানন্দের স্থান থেকে।ভক্তগণ আবার অপেক্ষা করবেন এক বৎসরের জন্য শ্রী গৌরহরির কৃপা পাবার ও নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা করার জন্য। আবার এক বৎসর পর গৌড় পূর্ণিমা তিথিতে মুখরিত হয়ে উঠবে শ্রীধাম মায়াপুর অগণিত ভক্তদের আগমনে এবং সুমধুর হরিনাম সংকীর্তনে।প্রচারিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।এই সভা গঠিত হয়েছিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। এই সভা স্থাপন করেছিলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং এই সভার দায়িত্ব দিল শ্রী মন মহাপ্রভুর জন্মভিটাকে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে এটি কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই সভার শুরুতে প্রথমেই সভাপতি ও প্রধান অতিথি নির্বাচিত হবে।শ্রীল পুরী মহারাজ জানালেন প্রতিবছর এই সভার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের কোনও কর্মরত মাননীয় বিচারপতি। যে ধারায় চলে আসছে যুগের পর যুগ এরপর সবাইকে মাল্য চন্দন অর্পণ, উদ্বোধনী সংগীত এবং বিরহ বার্তা প্রকাশ করবার পর সভার সেক্রেটারি বার্ষিক আয়-ব্যয়ের লিখিত বিবরণ দাখিল করেন।পরবর্তী পর্যায়ে সভার সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যকরী সমিতির সভা নির্বাচন করা হয় এবং গৌড় আশীর্বাদ পত্র প্রদান করা হয়। শেষ পর্যায়ে শ্রী নবদ্বীপ ধাম প্রচারণি সভার বিবিধকার্যে সহায়তাকারীদের ধন্যবাদ প্রদান করবার পর বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এবং ত্রিদন্তি পাদগন নিজের মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল পুরী মহারাজের কাছ থেকে জানা গেছে এই বৎসর মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীযুক্ত পার্থসখা দত্ত মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত অশোক দাস অধিকারী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শ্রী চৈতন্য মঠের মায়া পুরস্থিত অন্যতম শাখামঠ গিরি মহারাজ জানালেন এই উৎসব উপলক্ষে আগত অনেক ভক্তগনই এই মঠে থাকেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন শ্রী বাস অঙ্গনের নতুন সভা মন্ডপ এবং শ্রী অদ্বৈত ভবন শ্রী গদাধর অঙ্গন নিয়ে তৈরি হওয়া নতুন শ্রীনাট্য মন্দির খুবই আকর্ষণীয়। শ্রীচৈতন্য মঠের ভোরবেলার শ্রী বিগ্রহগনের মঙ্গল আরতি এবং আরতির পর শ্রী রাধা কুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড সমেত সমগ্র চৈতন্য মঠের পরিক্রমা যা বৃন্দাবন পরিক্রমা নামে খ্যাত সকল প্রকার মানুষের মনে এক স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি করায়। এই মহা মহোৎসবে মায়াপুরের স্থানীয় মঠকে নানান ভাবে বাসিন্দারাও তাদের যোগ্য সহায়তা করেন। এদের মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্ত হৃদয় ঘোষ। আগত মহামান্য অতিথিদের আপ্যায়নে ওনার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সবশেষে সন্ধ্যেবেলা সভা সমাপ্ত হবার পর শ্রী গৌরহরীর আরতি, কীর্তন অন্তে প্রায় দশ হাজার অধিক ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়ে এই মহোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

হুগলি নদীতে হাঙর ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের জালে, তারও পেট সাদা, তবে পিঠ ধূসর

দুরন্ত বার্তা, ব্যান্ডেল হুগলি,১৩ মার্চঃ পিঠের উপরের পাখনাটা বেশ বড়। এটা বুল শার্ক। আকারে গ্রেট হোয়াইট শার্কের তুলনায় অনেক ছোট হলেও বুল শার্ক স্বভাবগত ভাবেই আগ্রাসী। ব্যান্ডেলের কাছে হুগলি নদীতে বহু বিশেষজ্ঞকে চমকে দিয়ে যে হাঙর ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের জালে, তারও পেট সাদা, তবে পিঠ ধূসর। এর আগে ভারতের ইনল্যান্ড ওয়াটার বা নদীপথের এতটা ভিতরে এই প্রজাতির হাঙরের সন্ধান মেলেনি। ব্যান্ডেলের কাছে ওই জায়গায় হুগলি নদী প্রায় ৪৫০ মিটার চওড়া। সকালের দিকে অন্তত এক ডজন মাছধরা নৌকো থেকে ১৬টা জাল পড়েছিল নদীতে। গত রবিবার, ৯ মার্চ সকালে সেই সময়ে যাত্রী নিয়ে নদী পারাপার করছিল ৮টা নৌকো। একই সময়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত বিজ্ঞানীদের নৌকোর জালে ধরা পড়ল সেই হাঙর। শক্তপোক্ত গড়ন, নাকটা বাড়তে গিয়েও যেন পুরো বাড়তে পারেনি মাঝপথে থমকে গিয়েছে। হুগলির চাঁদনী ঘাটে প্রাণিবিজ্ঞানীরা দেখা পেলেন বুল শার্কের। প্রাণিবজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পুরুষের তুলনায় বুল শার্কের স্ত্রী প্রজাতি আকারে কিছুটা বড় হয়। পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী হাঙরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ ফুট পর্যন্ত হতে পারে।

Affidavit

1.-ASHOK KUMAR SHA S/O OF RAM AYODHYA SAH . 2.-RAJ KUMARI DEVI C/O OF ASHOK KUMAR SAH . OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS -DIPANJAN MUKHERJEE S/O-DIPAK KUMAR MUKHERJEE. POA. NO-6125/2024. D.S.R-2. DEED NO- 930/2025. D.S.R-2. IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO-663 UNDER LR KHATIAN NO-1342 & 1343

Affidavit

1.- ANAND AGARWAL S/O-LATE MURARI LAL AGARWAL 2.-SHARMILA DEVI AGARWAL C/O OF-ANAND AGARWAL . OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS -1.-DIPANJAN MUKHERJEE S/O-DIPAK KUMAR MUKHERJEE. 2- LEISURE COUNTRY CLUB & RESORTS PRIVATE LIMITED. POA. NO-189/2013 D.S.R-II . DEED NO-9046/2024 D.S.R.-II. IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO-605. UNDER LR KHATIAN NO-1081

Affidavit

HEMANTA RAJ C/O- OF LATE MAHESWAR RAJ .OF HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY,SCHEDULE BELO ,FROM POWER OF ATTORNEY HOLDERS- 1.-NILIMA MUKHERJEE C/O-DIPAK KUMAR MUKHERJEE 2.- MEGA CITY PLAZA PVT LTD. POA. NO- 515/2013 D.S.R-IV. DEED NO- 1986/2018 D.S.R-V. IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND PROPERTY PLEASE INFORM OFFICE OF BL & L.R.O BHANGAR BLOCK -2 ,IN WRITING OR OVER EMAIL-B.L.RO BHN@gmail.com . LAND SCHEDULES MOUZA -KULBIRIYA J/L NO-7 DAGE NO- 677 .UNDER LR KHATIN NO- 1087 & 2888

Name Change

I, Saikhul Islam Sekh, S/o- Abdul Gani Shaikh, resident of Vill. & P.O.- Chhoto Andulia, P.S- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Saikhul Islam Sekh to Saikhul Islam and henceforth I shall be known as Saikhul Islam in all purpose, vide affidavit No. 16 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 06.03.2025. Saikhul Islam and Saikhul Islam Sekh both are same and identical person.

Name Change

I RIPAN BISWAS MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY PASSPORT AS RIPON BISWAS AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 12-3-25. I RIPAN BISWAS AND RIPON BISWAS IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS RIPAN BISWAS-R/O VILL GARAPOTA PO-GARAPOTA, P.S HANSKHALI, NADIA.

Name Change

I, SARKAR SUNIL NAKUL, SON OF NAKUL SARKAR,RESIDING AT MUSTAFI PARA, BIRNAGAR, RANAGHAT,NADIA - 741127, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNIL SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025. THAT SARKAR SUNIL NAKUL AND SUNIL SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার সময়ানুবর্তিতায় ৯৫-এর বেশি পারদর্শিতা দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক স্পর্শ করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১৩ মার্চঃ সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়ে ১২ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত জোনের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। এই ভাবে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার কার্যকারিতা ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এক কৃতিত্ব স্থাপন করল। সময় মতো ট্রেন চলাচল করানোর প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করে এনএফআর সেই দিন ১৩৮টি মেলএক্সপ্রেস ট্রেন চালিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ১৩২টি ট্রেন সঠিক সময়ে চলেছিল। এই ভাবে সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ৯৫.৬৫ শতাংশ অর্জন করা হয়েছে। এই কৃতিত্ব অর্জনের পিছনে প্রধান যে-কারণটি কাজ করেছে সেটি হল এই যে এনএফআর জোনের মধ্যে অবস্থিত প্রায় সমস্ত প্রধান-প্রধান স্টেশনে সিওএ (কনট্রোল অফিস অ্যাপ্লিকেশন) ইন্ডিগ্রেটেড ডেটা লগার সিস্টেমের সফল রূপায়ণ। এই সিস্টেমের সাহায্যে রিয়্যাল-টাইম ট্র্যাকিং ও ট্রেন চলাচলকে বিশ্লেষণ করা যায়। তার ফলে অনেক ভাল করে সমন্বয় রক্ষা করা যায় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। সেই জন্যই ট্রেন নিশ্চিত ভাবে সঠিক সময়ে চলাচল করতে পারে। পারদর্শিতাকে আরও বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে এনএফআর সক্রিয় ভাবে আরও উন্নত সিস্টেমে তার আপগ্রেড করার কাজ করে চলেছে। যার থেকে পাওয়া যাবে উন্নত অটোমেশন, অনুমান ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও আরও ভাল অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ। এইসব অগ্রগতির ফলে ট্রেনের সময়সূচি আরও ভাল করা, বিলম্ব হ্রাস করা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যকে উন্নত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা যাবে। এনএফআর এই মাইল ফলক স্পর্শ করায় বোঝা গেল, ট্রেন বিলম্ব হওয়ার ঘটনাকে নিশ্চিত ভাবে কম করে এবং অপারেশন সংক্রান্ত কার্যকারিতাকে উন্নত করে যাত্রীদের অবিরাম সফরের অভিজ্ঞতা প্রদান করার জন্য এনএফআর অটল নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে। উল্লেখযোগ্য এই পারদর্শিতায় সমস্ত রেলওয়ে স্টাফ, লোকো পাইলট ও অপারেশনাল টিমের সমন্বিত প্রয়াসই প্রতিফলিত হল। তাঁরা ট্রেনের সময়ানুবর্তিতায় উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখার জন্য অনলস ভাবে কাজ করতে থাকেন। আসন্ন মাসগুলিতেও এই ধারাকে বজায় রাখার জন্য এবং নিজেদের র্যাঙ্কিংকে আরও ভাল করার জন্য এনএফআর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আছে। যাত্রীদের থেকে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি এনএফআর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং সমগ্র অঞ্চলে সুরক্ষিত, বিশ্বস্ত ও সময় মতন ট্রেন পরিষেবা প্রদান করার জন্য আরও একবার শপথ নিয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, ব্যান্ডেল হুগলি,১৩ মার্চঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হবে মে মাসে। জানালেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এখনও পর্যন্ত ছ’জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, মোবাইল ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষা হলে ঢোকা আটকাতে এবারই প্রথম মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবহার হয় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। উত্তরপাড়া থেকে চন্দননগর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা সংসদের সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী মল্লিক এবং জেলা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শুভেন্দু গড়াই। উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, কোন্নগর হাই স্কুল, শ্রীরামপুর আখনা গার্লস হাই স্কুল,ভদ্রেশ্বর ধর্মতলা গার্লস হাই স্কুল পরিদর্শন করে শেষে চন্দননগরের কৃষ্ণ ভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে পরীক্ষা কেমন হচ্ছে ঘুরে দেখেন। বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল।

কলকাতা প্রেস ক্লাবের বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পিট ও কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর।

Name Change

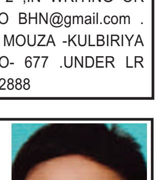

I Abdul Hakim Sekh S/o - Patai Sekh residing at Vill - Nagadi P.O. Dhubinagadi P.S. Nakashipara Dist. Nadia W.B. That is my son's actual name Rohan Sekh. That Rohan Sekh & Rohan SK & Ronan Sk is same & one identical person vide affidavit Ld Executive Magistrate 1st Class Krishnagar Nadia Dated 10/03/2025.

Name Change

I, Hena Bibi (Old name) W/o- Abdus Sahid, Resident at, New hospital para, Po & Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, 742133, I have changed my name to Amina Begam (New name) I shall be known as Amina Begam vide affidavit before the Notry at Domkal on 12/03/2025 Amina Begam and Hena Bibi same and one identical person.

Name Change

I, Azmatun Nesha/Azmatun Nissa (old name) wife of Sk Sultan, residing at 32/8, Kustia Road, P.S- Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Azmatun Nesa (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/03/2025. Azmatun Nesha/Azmatun Nissa (old name) and Azmatun Nesa (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Mohammad Amanullah Hoque (Old name) S/o-Muluk Chand Sekh, Resident at, Vill-Badarpur Po-Bowaliadanga, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, 742101, I have changed my name to Aman Ullah Hoque (New name) I shall be known as Aman Ullah Hoque vide affidavit before the Notry at Berhampore on 10/03/2025 Aman Ullah Hoque and Mohammad Amanullah Hoque same and one identical person.

Name Change

I, Tilak Sarkar (old name) son of Tulsipada Sarkar, residing at Vill: Kankra, P.O- Kachua, P.S- Matia, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743424, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tilak Kumar Sarkar (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat dated 05/03/2025. Tilak Sarkar (old name) and Tilak Kumar Sarkar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Md Abdul Mannan (Old name) S/o- Islam Sekh, Resident at, Vill-Bhatpaara, Po-Jafrabad, Ps & Dist-Murshidabad,742149, I have changed my name to Abdul Mannan (New name) I shall be known as Abdul Mannan vide affidavit before the Notry at Domkal on 12/03/2025 Abdul Mannan and Md Abdul Mannan same and one identical person.

'লাডলি বহিন' যোজনার বরাদ্দ কমাল মহারাষ্ট্র সরকার

মুম্বই, ১৩ মার্চ ঃ মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় মহাজুটি সরকারের প্রথম বাজেটের পর মহা বিতর্ক শুরু হয়। যে 'লাডলি বহিন' যোজনাকে হাতিয়ার করে মহারাষ্ট্রে ফের ক্ষমতায় এল মহাজুটি, বাজেটে সেই প্রকল্পেরই বরাদ্দ একধাক্কায় কমিয়ে দেওয়া হল ১০ হাজার কোটি! অথচ, মহারাষ্ট্রের মহাজুটির সরকার এ বছর লাডলি বহিন প্রকল্পে আরও বেশি ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর বিধানসভার আগে আগে বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে মহারাষ্ট্রে 'লাডলি বহিন' প্রকল্প চালু করে মহাজুটি সরকার। প্রকল্পের আওতায় থাকা আড়াই কোটির বেশি মহিলাকে মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া শুরু হয়। একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, বিধানসভা ভোটে জিতে এলে এই প্রকল্পে মাসে ২১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। বস্তুত ওই যোজনা রাতারাতি খেলা ঘুরিয়ে দেয়। লোকসভার পর যে মহাজুটিকে কার্যত বিধ্বস্ত এবং পরাস্ত মনে হচ্ছিল, তারাই বিধানসভায় ব্যাপক সাফল্য পায়। বিধানসভায় মহাজুটির বিরাট সাফল্যের পর মনে করা হচ্ছিল প্রতিশ্রুতি মতো লাডলি বহিনের 'ভাতা' বাড়ানো হবে। কিন্তু বাজেট পেশের পর দেখা যাচ্ছে, ওই প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো তো দূর কি বাত, উল্টে সেটা কমিয়ে দেওয়া হল। মহারাষ্ট্রে বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী অজিত পওয়ার। তাতে দেখা যাচ্ছে লাডলি বহিন প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৩৬ হাজার কোটি টাকা। আগের বছরই এই প্রকল্পে ৪৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবির। মহা বিকাশ আঘাড়ির অন্যতম শরিক শরদ পওয়ার বলছেন, গত বছর যে প্রকল্পে ৪৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, এ বছর তাতেই বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৩৬ হাজার কোটি টাকা। এটা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা। বিরোধীরা বলছে, বাজেটে বরাদ্দেই স্পষ্ট অদূর ভবিষ্যতে লাডলি বহিন প্রকল্পের ভাতা ২১০০ করার পরিকল্পনা নেই সরকারের। এখনই যে লাডলি বহিনের ভাতা বাড়ছে না সেটা মেনে নিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডেও। তিনি জানিয়েছেন, আমরা ২১০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেটা পূরণ করবই। কিন্তু সেজন্য আমাদের কিছুটা সময় লাগবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে ভোটের আগে এই প্রকল্পে এত বড় ভাতার প্রতিশ্রুতি মিথ্যে ছিল।

সিলভাসায় নমো হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

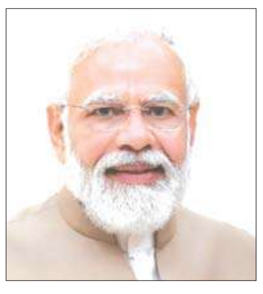

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাদরা ও নগর হাভেলির সিলভাসাতে ৪৫০-শয্যার নমো হাসপাতালের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেছেন। ৪৬০ কোটি'র এই হাসপাতালটি একটি অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, যেটি এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করতে তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ২,৫০০ কোটিরও বেশি মূল্যের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সূচনা করেন, যার মধ্যে নতুন হাসপাতাল, স্কুল এবং জনসেবার উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবার লভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উদ্যোগগুলি অন্তর্ভুক্ত।পরিদর্শনের সময়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভবিষ্যতের হাসপাতালটির ৩ডি মডেলের পর্যালোচনা করেন এবং তার আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোর প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানটির একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল নী রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির জন্য ভারতের সর্বপ্রথম দেশজভাবে তৈরি এআই-চালিত রোবোটিক সিস্টেম মিসোর ডেমনস্ট্রেশন, যা উপস্থাপন করেন মেরিলের সিইও শ্রী বিবেক শাহ। মেরিলে, আমরা উদ্ভাবনী, বিশ্বমানের প্রযুক্তি বিকশিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা শুধু অস্ত্রোপচারের নির্ভুলতাকেই বাড়িয়ে তোলে না, চিকিৎসার ফলাফল এবং রোগীর নিরাময়ের উন্নতিও ঘটায়। উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতার দিশায় ভারতের যাত্রাপথে মিসো একটি গর্বের মাইলফলকের প্রতিনিধিত্ব করে, মেরিলের সিইও শ্রী বিবেক শাহ বলেন।এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভারতে অর্থপেডিক সার্জারীতে বিপ্লব আনার জন্য প্রস্তুত, এবং এটি আরও বেশি নির্ভুলতা এবং রোগীদের জন্য উন্নত ফলাফল প্রদান করে।ভারতের স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রকে অগ্রসর করা উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রতি প্রধানমন্ত্রী গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে দেশজ চিকিৎসা প্রযুক্তির গুরুত্বের উপর জোর দেন। নমো হাসপাতালের উদ্বোধন ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এটি বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোর প্রতি এই দেশের অঙ্গীকারকেও পুনরায় ব্যক্ত করে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার সকলকে হোলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

গোরক্ষপুর, ১৩ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর সমস্ত রেল কর্মচারী, কর্মকর্তা, রেল কর্মচারী ইউনিয়ন, রেল যাত্রী এবং সমস্ত রেল ব্যবহারকারী এবং তাদের পরিবারকে হোলির শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন।এই উপলক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর সাধারণ জনগণের কাছে আবেদন করেন যে তারা ট্রেনে গোবর, কাদা, পাথর ইত্যাদি ফেলবেন না, কারণ এতে লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড) বা যাত্রীরা আহত হতে পারেন। ট্রেন এবং রেলওয়ে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে রেল প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করুন। হোলি উপলক্ষে পরিচালিত হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলি ব্যবহার করে আপনার যাত্রাকে আনন্দদায়ক এবং আরামদায়ক করুন। এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করুন। ভ্রমণের সময় বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ বহন করবেন না এবং অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া কোনও খাবার গ্রহণ করবেন না কারণ এতে বিষ থাকতে পারে। ভ্রমণের টিকিট সবসময় রেলওয়ে কাউন্টার, আইআরসিটিসি-তে পাওয়া যায়। এটি শুধুমাত্র ওয়েবসাইট অথবা রেলওয়ের অনুমোদিত এজেন্টের কাছ থেকে পান। সঠিক টিকিট কেনার পরেই ভ্রমণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ভ্রমণ করবেন না। যাত্রার সময় যেকোনো ধরণের সহায়তার জন্য, রেলওয়ে হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ এ ডায়াল করুন।

সাংবাদিক কে মারধরের অভিযোগ সিভিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বনস্পতি দে, ধনেখালি, ১৩ মার্চ ঃ হুগলীর ধনেখালি থানার অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটিতে খবর করতে গিয়ে সিভিক পুলিশের হাতে মার খেলো সাংবাদিক শুভঙ্কর মুখার্জী। ঘটনার নিন্দায় সরব হয় হুগলী জেলার সাংবাদিক মহল। জানা গিয়েছে ওই সিভিক পুলিশ আবার পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে। খবর করতে গিয়ে কথা কাটাকাটি তারপরে সাংবাদিকের গায়ে অব্দি হাত তোলে ওই সিভিক ধনঞ্জয় মল্লিক বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই ওই সাংবাদিকের এক ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে তাকে দাবী করতে শোনা যায় গ্রামবাসীদের দাবী ছিল পঞ্চায়েতের সামনে বাম্পার হোক। সেই খবর করতে গিয়েই ধনঞ্জয় মল্লিক তাকে আক্রমণ করেন এবং মারেন। এমন কি এই সাংবাদিক দাবী করেন যে ঘটনা টি ঘটেছে বন্ধন ব্যাঙ্কের সামনে তাই বন্ধন ব্যাঙ্কের সিসিটিভি দেখলেই ঘটনার প্রমান মিলবে। ঘটনায় সরব হয়েছে ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনও সরব হয়েছে তারকেশ্বরে প্রেস ক্লাবও ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েনের সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী সহ সদস্য সন্দীপ হালদার, প্রবীর বসু,সন্তু মুখার্জী সহ তারকেশ্বরে প্রেস ক্লাবের সন মাঝি সহ একাধিক সাংবাদিক ধনেখালি থানায় দেখা করেন। এই বিষয়ে পুলিশ অধিকারীক তদন্ত করবেন বলে আশ্বাস দেন। ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের হুগলী জেলার সম্পাদক সোমনাথ বটব্যাল জানান এইধরণের ঘটনা আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের জালে একই বুথে বিহারের ৯ জন ভুয়ো ভোটার

তনুজ জৈন, মালদা, ১৩ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে এবার তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের জালে ভুয়ো ভোটার। একই গ্রামের ভোটার তালিকায় প্রায় নয় থেকে দশ জন বিহারের ভোটার। যাদের বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। আবার বাংলার ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। যে অভিযোগ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কি ভাবে দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে প্রশ্ন? বিজেপির চক্রান্ত। এরকম আরো বহু ভোটার আছে। শুধু ঘুরলে হবে না সঠিক জায়গায় তদন্ত করলে উঠে আসবে দাবি তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের। জানানো হয়েছে প্রশাসনকেও। অন্যদিকে এই ঘটনাকে নাটক বলে কটাক্ষ বিরোধীদের।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী মালসাবাধ এলাকা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে এদিন সেখানে যান স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। সেখানে গিয়ে তালিকা খতিয়ে দেখতে তিনি জানতে পারেন প্রায় নয় জন বিহারের ভোটার

রয়েছে সেই বুথের ভোটার তালিকায়। যাদের আবার বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। তারপর তিনি বিষয়টি প্রশাসনকে জানান। বুলবুল বাবুর দাবি এরকম আরো বিহারের ভোটার ঢুকে আছে এখানকার তালিকায়। সঠিক ভাবে খতিয়ে দেখলে সেটা পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর সেটা তাদের মাথায় .এসেছে। আর এটা বিজেপি করছে বলেও অভিযোগ তার।যদিও এই ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের দাবি এদের এখানকার ভোটার তালিকায় তৃণমূল ঢুকিয়েছে। ভোটের সময় তারা তৃণমূলকে ভোট দিতে যায়। এখন সবটা নাটক করছে। শুধু বিহার নয় বাংলাদেশের ভোটারও আছে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান বলেন, নয়জন ভোটার পাওয়া গেছে। যারা বিহারের। বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। আমরা বের করতে পেরেছি। বিজেপি করাচ্ছে এসব। প্রশাসনকে জানিয়েছি। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া জানান,সব তৃণমূলের নাটক। এদেরকে তৃণমূল ঢুকিয়েছে। ভোটের দিন ভোট দেয়ানোর জন্য। অনেক বাংলাদেশী আছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সদস্য অজিত সাহা বলেন,এখানে সরকারটা কার আছে। এদের তৃণমূল ঢুকিয়েছে। সঠিক তদন্ত করা হোক। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

ভেজাল সার তৈরির অভিযোগে সারের দোকানে হানা বিডিও, কৃষি আধিকারিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ মার্চ ঃ অভিযোগ ছিল জাল সার তৈরির। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সারের দোকান এবং গোডাউনে প্রশাসনের হানা। তারপরেই একাধিক বেনিয়মের অভিযোগে সিল করা হলো সারের দোকান এবং গোডাউন। পাওয়া গেল মেয়াদ উত্তীর্ণ সার। সংগ্রহ করা হলো নমুনা। তদন্ত চলাকালীন তদন্তে অসহযোগিতা দোকান কর্তৃপক্ষের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের করিয়ালি রাজেশ্বর মোড় এলাকায় রাশেদ আলীর সারের দোকান এবং গোডাউন। প্রশাসনের কাছে এই দোকানের বিরুদ্ধে খবর ছিল এখানে জাল ভাবে সার তৈরি করে প্যাকেটিং করে বিক্রি করা হচ্ছে। মানা হচ্ছে না নিয়ম। তারপরেই এদিন সেখানে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস কুমার পাল, কৃষি আধিকারিক প্রভাত উপল আচার্য এবং ভালুকা ফাঁড়ির ইনচার্জ শ্যামসুন্দর সাহা ও অন্যান্য পুলিশ কে সাথে নিয়ে হানা দেন সেখানে। সামনে আসে একাধিক বেনিয়ম। সরকারি নিয়ম মেনে সার বিক্রি হচ্ছিল না সেই দোকানে। মেশিন এবং মজুদ করা সারের হিসেবে ছিল অনেক গরমিল। আধার কার্ড ছাড়াই বিক্রি করা হচ্ছিল সার। এছাড়াও অনেক মেয়াদ উত্তীর্ণ সার পাওয়া গেছে। তারপরেই এদিন একটি

দোকান এবং তিনটি গোডাউন সিল করা হয়। ভেজাল সার রয়েছে কি না সে ক্ষেত্রেও সংগ্রহ করা হয়েছে নমুনা। যদিও এদিন তদন্ত চলাকালীন তদন্তে অসহযোগিতা করে দোকান কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনিক আধিকারিকদের আরো তিনটি গোডাউনের চাবি দেওয়া হয়নি বিভিন্ন বাহানায়। সেগুলি তে কি ভেজাল সার এবং কীটনাশক মজুদ রয়েছে উঠেছে প্রশ্ন? প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান পরবর্তীতে সেই গোডাউনেও অভিযান চালানো হবে। শোকজ করা হয়েছে দোকান মালিক কে। শোকজের সঠিক উত্তর না আসা পর্যন্ত সিল থাকবে দোকান এবং গোডাউন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস কুমার পাল বলেন,আমাদের কাছে খবর ছিল তাই আমরা এসেছিলাম। অনেক বেনিয়ম পাওয়া গেছে। সিল করা হয়েছে। সারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষি আধিকারিক প্রভাত উপল আচার্য জানান,মেয়াদ উত্তীর্ণ সার পাওয়া গেছে। এছাড়াও অনেক বেনিয়ম। দোকান এবং গোডাউন সিল করা হলো। আরো দুটি গোডাউনের চাবি তারা দেননি। সেটা পরবর্তীতে দেখব।শোকজ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার জবাব দিতে হবে। দোকান মালিকের দাদা জিয়াউল হক জানান,বিভিন্ন দোকান আধার কার্ড ছাড়াই বিক্রি করছে। তাই আমরাও করেছি। কিছু হয়তো মেয়াদ উত্তীর্ণ সার ছিল ভেতরে। বাকি দুটি গোডাউন নয় ওখানে বাড়ির লোক থাকে।

আমি দরাদরিতেই যাব না, যা করার করে নিন, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পাল্টা ইরানের

১৩ মার্চ ঃ পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসলেই ভালো, অন্যথায় খারাপ হবে। এমনই বার্তা দিয়ে ইরানের উপর চাপ বাড়িয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তাঁকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। জানিয়ে দিলেন, আমি দরাদরিতেই যাব না। আপনাদের যা করার করে নিন। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার সময় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ওরা আমাদের হুকুম করবে আর হুমকি দেবে এটা মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ওদের সঙ্গে দরাদরিই যাব না। যা করার করে নিক ওরা। একই কথা বলতে শোনা গিয়েছে ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি

খামেনেইকে। তিনি দাবি করেছেন, তেহরান কোনও রকম দরাদরিতে যাবে না। গত শুক্রবার এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে ইরানের প্রতি নরমে-গরমে হুমকির সুর শোনা যায় ট্রাম্পকে। পরমাণু শক্তিতে খানিকটা এগিয়ে থাকা ইরানের প্রতি বরাবরই বৈরিতা রয়েছে পশ্চিমি দুনিয়ার। তার উপর এই মুহূর্তে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই চরম পাশ্চাত্য-বিরোধী। আর তাই বিশ্বের পয়লা নম্বর শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রনেতা তাঁর উপর চাপ সৃষ্টির কৌশলই নেন। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ইরানের জন্য আমাদের দুটি রাস্তা আছে। হয় সামরিক শক্তি নয়তো পরমাণু চুক্তি। তবে আমি পরমাণু চুক্তিতেই বেশি আগ্রহী। ইরানকে আর সেদেশের মানুষকে এখনই আঘাত করতে চাই না।

রাজি জেলেনস্কি, রাশিয়া রাজি হবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়

ওভাল, ১৩ মার্চ ঃ বহু টালবাহানা, হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাদানুবাদের পর অবশেষে শান্তির লক্ষ্যে এক কদম এগিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সৌদি আরবের জেদ্দার বৈঠকে রাশিয়ার সঙ্গে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি জানিয়েছে ইউক্রেন। এরই প্রকাশ্যে এল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতি। তিনি জানালেন, ইউক্রেন রাজি হয়েছে, এবার রাশিয়ার পালা। আশা করব ওরাও যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হবে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন ট্রাম্প বলেন, সম্প্রতি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইউক্রেন। এবার আমরা রাশিয়াতে যাব এবং আশা করব প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজি হবেন। একের পর এক শহরে বিস্ফোরণের জেরে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আমরা চাই এই যুদ্ধের অবসান হোক। পাশাপাশি তিনি বলেন, আমরা চাই পূর্ণ যুদ্ধবিরতি হোক। ইউক্রেন এই প্রস্তাবে রাজি আশা করি রাশিয়াও রাজি হবে। এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি রাশিয়াকে রাজি করিয়ে এটা করতে

পারি তাহলে তা দুর্দান্ত বিষয় হবে। যদি না পারি সেক্ষেত্রে আরও অসংখ্য মানুষ মারা পড়বেন। ৩ বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্য নিয়ে দোলাচলে ছিল বিশ্ব। সাদা বাড়ির দখল নেওয়ার পর এই যুদ্ধ থামাতে তৎপর হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ওভাল অফিসের উত্তপ্ত সেই বাদানুবাদ বদলে দিয়েছিল সব আন্তর্জাতিক সমীকরণ। রীতিমতো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ওভাল অফিস থেকে তাড়ানো হয় জেলেনস্কিকে। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনকে সমস্ত রকম সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেয় আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়ে পিছু হঠেন জেলেনস্কি। আমেরিকার প্রস্তাব মেনে শান্তি সমঝোতা করতে সৌদি আরবে আসেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। সেখানে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে প্রায় ৯ ঘণ্টা আলোচনার পর রাশিয়ার সঙ্গে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেন জেলেনস্কি। ইউক্রেনের এই সদর্থক পদক্ষেপের পর বন্ধ করে দেওয়া সামরিক সাহায্য ফের চালু করা হয়েছে। তবে এই প্রস্তাবে তবে বল যে এখন মস্কোর কোর্টে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্ব ঘুম দিবস, ২০২৫

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ বিশ্ব ঘুম দিবস, ২০২৫ এর ঠিক একদিন আগে,কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ স্লিপ সায়েন্স প্রেস ক্লাব কলকাতায় সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের জন্য এক ঘঃটাব্যাপী ঘুম স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।এই অনুষ্ঠানে ঘুম স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রাণবন্ত আলোচনা থাকবে,ডঃ অরূপ দাস বিশ্বাস মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ডঃ দেবোপম চ্যাটার্জী, ডঃ সমরজি দাস, ডঃ সায়ন্তন ভৌমিক, ডঃ শাশ্বতী সেনগুপ্ত, ডঃকৌশিক ঘোষ এবং মিঃ সোমনাথ মাইতির মতো বিশিষ্ট বক্তারা ঘুমের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক উদ্ভাবন এবং চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে তাদের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করবেন। কয়েকটি মূল বিষয় যা আলোচনা করা হবে তার মধ্যে রয়েছে-ঘুমের ব্যাধি একটি নীরব মহামারীতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের ৩০ এরও বেশিজনসংখ্যা তাদের জীবনের কোন না কোন সময়ে ঘুম-সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে বলে জানা গেছে। তাও ৮০ রোগ নির্ণয় না করা বা চিকিৎসা না করানোর পটভূমিতে।

স্বাস্থ্য সাথী, নার্সিংহোম রোগী ফেরালে ব্যবস্থা- চন্দ্রিমা

অরিজিত চক্রবর্তী ঃ স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে নার্সিংহোম রোগী ভর্তি না করে ফেরত পাঠালে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার সংস্থান রয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিধানসভায় জনিয়েছেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে একটি হেল্প লাইন ফোন নম্বর দেওয়া আছে। যেটি ২৪ঘণ্টা চালু থাকে। তালিকাভুক্ত হাসপাতাল রোগী ভর্তি নিতে অস্বীকার করলে ওই নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানো যেতে পারে। সেই অনুযায়ী স্বাস্থ্য দপ্তর ওই হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। বর্তমানে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের আওতায় সারা রাজ্যে ২হাজার ৯১৪ টি বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম তালিকাভুক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, রাজ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে উপভাক্তার সংখ্যা ৮কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭হাজার ৬০০। বিগত তিন বছরে রাজ্য এই প্রকল্পে ৭হাজার ৫৮৭ কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে। ২৩-২৪ আর্থিক বছরে স্বাস্থ্য সাথী খাতে সরকার ২হাজার ৬৯৪কোটি ৬৪লক্ষ টাকা খরচ করেছে। উপকৃত হয়েছেন ২১লক্ষ ২৮হাজার ৮৩৪ জন।

'হিন্দি আস্ফালন' রুখতে তৎপর স্ট্যালিন

চেন্নাই, ১৩ মার্চ ঃ ভারতীয় মুদ্রার চিহ্নও বদলে দিল এম কে স্ট্যালিনের তামিলনাড়ু সরকার। হিন্দি হরফের ধাঁচে তৈরি করা টাকার চিহ্নই বদলে ফেলল তারা। আগামী শুক্রবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় পেশ হবে চলতি অর্থবর্ষের বাজেট। তার আগেই দেখা গেল, বাজেটের নথিতে বদলে ফেলা হয়েছে টাকার চিহ্ন। তামিল অক্ষরের 'রু' আদলে নতুন করে টাকার চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে। সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে তামিলনাড়ু বাজেটের সমস্ত নথিপত্রে। তার ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন স্ট্যালিন নিজেই। এবারের বাজেটের ভিত্তি হল, 'সকলের জন্য সবকিছু।'

যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে

জম্মু, ১৩ মার্চ ঃ অবশেষে স্বস্তি পেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিঃদারা, স্বস্তি পেলেন পণ্য পরিবহনকারী যানবাহনের চালকরাও। বৃহস্পতিবার যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে। ট্রাফিক পুলিশের মতে, হাইওয়ের উভয় .দিক থেকে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল করছে, অন্যদিকে ভারী যানবাহনগুলিকে কেবল শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পুলিশ যাত্রীদের লেন শৃঙ্খলা মেনে চলার এবং রাস্তার যানজট রোধে ওভারটেকিং এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ যাত্রীদের দিনের বেলায় হাইওয়ে ভ্রমণ করার এবং রামবান ও বানিহালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় থেমে থাকা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে, কারণ এই পথে ভূমিধস এবং পাথর গড়িয়ে আসার ঝুঁকি রয়েছে।

ঐতিহাসিক বিল পাস ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ রাজ্যসভায় ভারতে রেল কার্যক্রমকে সুগঠিত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী বিল পাস হয়েছে। সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে, রেলওয়ে, যোগাযোগ, এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসগুলিকে ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমবায় ফেডারেলিজমকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিলের ভূমিকার উপর জোর দেন। মন্ত্রী আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ২৫ জন সংসদ সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, মূল্যবান পরামর্শ এবং বিতর্ককে স্বীকৃতি দেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে বিলটি বিদ্যমান আইনগুলিকে সরল করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করে না। পরিবর্তে, এটি রেলওয়ে জোনে জেনারেল ম্যানেজারদের ১,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করে। রাজ্যভিত্তিক রেলওয়ের উন্নয়নের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার তুলে ধরে, শ্রী বৈষ্ণব যেসব রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় নেই, সেখানে উল্লেখযোগ্য বাজেট বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন। কেরালা, তামিলনাড়ু, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববর্তী প্রশাসনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে।

ফরিদাবাদে জয়ী বিজেপির পারভীন যোশীর সমস্যা মেটানোর আশ্বাস

ফরিদাবাদ, ১৩ মার্চ ঃ হরিয়ানা পৌরসভা নির্বাচনে ফরিদাবাদে জয়লাভ করেছেন বিজেপির মেয়র প্রার্থী পারভীন যোশী। জয়ের পর বুধবার দলীয় নেতৃবর্গ তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বিজেপির মেয়র প্রার্থী পারভীন যোশী জনগণের সমস্ত সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। মেয়র নির্বাচনে জয়লাভের পর পারভীন যোশী বলেন, আমি জনগণের অসুবিধা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত। পানীয় জল, আবর্জনা এবং পয়ঃ নিষ্কাশনের সমস্যা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষ্ণ পাল গুর্জর আশ্বাস দিয়েছেন, আমরা একসঙ্গে কাজ করব এবং প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে কোনও বাধা থাকবে না। মানুষ আমার উপর আস্থা রেখেছেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি তাদের সমস্যাগুলি এক এক করে সমাধান করব।

ঝাড়খণ্ডে তাপপ্রবাহের সতর্কতা, ওড়িশাতেও বাড়বে গরম

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি জেলায় আগামী ১৪-১৬ মার্চ তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এছাড়াও ১৩-১৬ মার্চ ওড়িশাতেও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ৪টি জেলায় (বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর) আগামী ১৬ মার্চ (রবিবার) তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব ভারতে আগামী ৬-৭ দিন বৃষ্টিপাত চলবে। হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু ও কাশ্মীরে হতে পারে তুষারপাত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মধ্য ভারতে আগামী ৩ দিন ২ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে আগামী ৫ দিন ৩-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের শালিমার রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ শালিমার রেলওয়ে স্টেশন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অন্যতম প্রধান রেলওয়ে টার্মিনাল। এটি দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেনগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, বিশেষ করে যেগুলি কলকাতাকে ভারতের বিভিন্ন অংশের সাথে সংযুক্ত করে। শালিমার স্টেশনটি প্রথমে একটি পণ্য টার্মিনাল হিসাবে বিকশিত হয়েছিল এবং পরে এটিকে যাত্রী স্টেশনে উন্নীত করা হয়েছিল। ট্রেনের যানজট কমাতে এটি হাওড়া জংশনের বিকল্প হিসাবে চালু করা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, এটি গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েগামী ট্রেনগুলির জন্য। এটি পূর্ব ভারতের অন্যতম ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন হাওড়া জংশনে অতিরিক্ত ভিড় কমাতে সাহায্য করে। শালিমার স্টেশন মূলত দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত এক্সপ্রেস এবং সুপারফাস্ট ট্রেন পরিষেবা প্রদান করে। এই ট্রেনগুলি কলকাতা এবং মুম্বাই, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, বিশাখাপত্তনম, উদয়পুর, পুরী এবং ভুবনেশ্বরের মতো শহরগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ প্রদান করে। দক্ষিণ-পূর্ব রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের সাথে সাথে, শালিমার একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রী টার্মিনাল হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে আরও যাত্রী এবং ট্রেন চলাচলের সুবিধার্থে শালিমারে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। শালিমার থেকে বেশ কয়েকটি মেইলএক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছেশেষ হচ্ছে এবং তাই শালিমার স্টেশন এবং ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এসইআর-এর অধীনে যাত্রী পরিবহনে এই স্টেশনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শালিমার রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ, সার্কুলেশন এরিয়া উন্নয়ন, নতুন আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ, ফুট ওভার ব্রিজ, লিফট, এসকেলেটর, র‍্যাম্প, ট্র্যাভেলেটর এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ ইত্যাদি।বর্তমানে, নতুন স্টেশন ভবন (কাঠামোগত অংশ) নির্মাণ, প্ল্যাটফর্ম ১ থেকে ২ ও ৩ সংযোগকারী ১২ মিটার প্রশস্ত একটি ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ এবং প্ল্যাটফর্ম ২ ও ৩ থেকে ৪ ও ৫ সংযোগকারী দ্বিতীয় ১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ, ৪টি পিট লাইন এবং ৬টি স্ট্যাবলিং লাইন, নতুন প্ল্যাটফর্ম ১ এর সংস্কার, স্টেশন এলাকায় কংক্রিট রাস্তা নির্মাণ, গঙ্গা প্রান্তে গাড়ি পার্কিং এলাকা নির্মাণ, জেটির দিকে ইউপি-৪ এর সাবওয়েআন্ডারপাস, ২ লক্ষ গ্যালন ধারণক্ষমতার ৩টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।স্টেশন ভবনে পাঁচটি লিফট, প্ল্যাটফর্ম নং ১ থেকে প্ল্যাটফর্ম নং ২৩ পর্যন্ত ফুট ওভার ব্রিজের সাথে সংযোগকারী চারটি এসকেলেটর, প্ল্যাটফর্ম নং ১ থেকে প্ল্যাটফর্ম নং ২৩ পর্যন্ত আন্ডারপাসের সাথে সংযোগকারী চারটি ট্র্যাভেলেটর, প্ল্যাটফর্ম এবং সাবওয়ে-৩ সংযোগকারী চারটি এসকেলেটর চালু করা হয়েছে।শালিমার স্টেশনে অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে, যাতে রেলওয়ে কার্যক্রমে ন্যূনতম ব্যাঘাত না ঘটে এবং সামগ্রিক যাত্রী অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। বাকি প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্ম নং ২৩ এর উপর প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসম্প্রসারণ প্ল্যাটফর্ম ৪৫ এ দুটি সাবওয়ে ডিসপারসাল সহ নিউ আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নং ৪৫ নির্মাণ ৬৪.০৯ মিটার স্প্যানের রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণও র‍্যাম্প এবং একটি সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে সিসিটিভি স্থাপনও জনসাধারণের জন্য ভাষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পাকিস্তানের কিংবদন্তি বাছলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা একাদশ, নেই তাঁর দেশেরই কেউ!

লাহোর, ১৩ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারত। রেকর্ড তৃতীয় বার ভারতের দখলে এই ট্রফি। টুর্নামেন্টে সব ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। প্রত্যেকেই অবদান রেখেছেন এই জয়ে। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা গ্রুপ পর্বে সেই অর্থে বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ফাইনালের মঞ্চে তাঁর অনবদ্য ইনিংস। সেরার পুরস্কারও জিতে নেন ফাইনালে। যদিও আইসিসির বেছে নেওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা একাদশে জায়গা হয়নি রোহিত শর্মার। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে রয়েছেন ভারতের অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা একাদশ বেছে নিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার। তাঁর দেশের ক্রিকেটারই ঠাঁই পাননি সেই একাদশে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বসিত আলি তাঁর সেরা একাদশের ক্যাপ্টেন করেছেন রোহিত শর্মাকেই। সেখানে জায়গা হয়নি পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটারের। টুর্নামেন্টের আয়োজক ছিল পাকিস্তান। উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারে তারা। এরপর ভারতের কাছে হারে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায়। গ্রুপের শেষ নিয়মরক্ষার ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে খেলতে হয়নি পাকিস্তানকে। আয়োজকদের গ্রুপ পর্বেই বিদায়। হতাশার পারফরম্যান্স। বসিত আলি যে একাদশ গড়েছেন তা হল- রোহিত শর্মা (ক্যাপ্টেন), রাচিন রবীন্দ্র, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, গ্লেন ফিলিপস, আজমতুল্লা ওমরজাই, মিচেল স্যান্টনার, ম্যাট হেনরি, মহম্মদ সামি, বরুণ চক্রবর্তী। আইসিসির মতো তিনিও অক্ষর প্যাটেলকে দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে রেখেছেন। রোহিত শর্মা সহ ভারতের মোট ৬ ক্রিকেটার রয়েছেন সেরা একাদশে। আফগানিস্তানের ওমরজাই। আর বাকি সকলেই রানার্স নিউজিল্যান্ডের প্লেয়ার।

মিশন ওডিআই বিশ্বকাপ, রোহিতের পরিকল্পনা প্রস্তুত!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে থেকেই একটা জল্পনা চলছিল। ভারতের তিন সুপারস্টার রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাডেজা হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই এই ফরম্যাট থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিদায় নেবেন। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা তাঁদের পারফরম্যান্স দেখে এটাই প্রার্থনা করছিলেন, অবসরের ধাক্কা যেন সইতে না হয়। বিরাট কোহলি পুরো টুর্নামেন্টেই দুর্দান্ত খেলেছেন। তেমনই ফাইনালের মঞ্চে অনবদ্য ইনিংস ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিত

পরিষ্কার করে দেন, এখনই অবসর নিচ্ছেন না। ওয়ান ডে ফরম্যাটে পরবর্তী বড় ইভেন্ট ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ। সেখানেও কি খেলতে দেখা যাবে রোহিত শর্মাকে? আপাতত বলা যায় হ্যাঁ। বরং এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চান রোহিত শর্মা, সূত্রের খবর এমনই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেশে ফিরেছেন। দ্রুতই তাঁরা আইপিএলে নিজের নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি টিমে যোগ দেবেন। ২২ মার্চ শুরু আইপিএল। এর সঙ্গেই যেন রোহিত শর্মার ওডিআই বিশ্বকাপেরও প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাচ্ছে। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, রোহিত শর্মা ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের ভাবনায় ঢুকে পড়েছেন। ভারতীয় দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন রোহিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যে মানের ফিটনেস প্রয়োজন তা ধরে রাখতেই প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন। রিপোর্ট আরও বলছে, তবে অনেক সিদ্ধান্তই নির্ভর করবে এ বারের আইপিএলে রোহিত শর্মা কেমন পারফর্ম করছে তার উপর। রোহিত শর্মার বয়স ৩৭। পরবর্তী ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ৩৯ পেরিয়ে যাবেন ক্যাপ্টেন। বিশ্বের হাতে গোনা ক্রিকেটারই এই বয়সে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পান। রোহিত ফিটনেস ধরে রাখতে পারলে অসম্ভব নয়।

কঠোর শাস্তির খাঁড়া, ২ বছর নির্বাসিত হতে পারেন দিল্লি ক্যাপিটালসের এই ক্রিকেটার

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চঃ ২০২৫ আইপিএল টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই দিল্লি ক্যাপিটালস বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। আর সেই ধাক্কা দিয়েছেন ইংল্যান্ডের বিধ্বংসী ব্যাটার হ্যারি ব্রুক। তিনি যে আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খেলতে নামবেন, তা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। আর সেকারণেই দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে ৬.২৫ কোটি টাকার বিনিময়ে দলে নিয়েছিল। ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারে। প্রসঙ্গত, এবারের মেগা অকশনে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি সরফরাজ খানের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এবার দিল্লি ক্যাপিটালসে তাঁর 'ঘর ওয়াপসি' হতে পারে। কিন্তু, আসন্ন আইপিএল মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দেবেন কে? ইতিপূর্বে, আশা করা হয়েছিল যে কেএল রাহুলের হাতে এই অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে। তবে সূত্রের খবর, রাহুলই

কিন্তু, আচমকাই বেঁকে বসেছেন তিনি। আইপিএল টুর্নামেন্ট থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করার পাশাপাশি জানিয়ে দিয়েছেন খেলতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আইপিএল কমিটি তাঁকে নির্বাসিত করতে পারে। আসলে, আইপিএল টুর্নামেন্টের একটি নিয়মে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কোনও বিদেশি ক্রিকেটার টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই জানিয়ে দেয় যে খেলতে পারবে না, তাহলে এই টুর্নামেন্টে তাঁকে ২ বছরের জন্য নির্বাসিত করা হতে পারে। আশা করা হচ্ছে, হ্যারি ব্রুক নাম প্রত্যাহার করার পর ভারতীয় ক্রিকেটার সরফরাজ খানের নাকি অধিনায়কত্ব নিতে নিমরাজি। এই পরিস্থিতিতে শোনা যাচ্ছে, অক্ষর প্যাটেলের হাতে এই অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অক্ষর যথেষ্ট নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছিলেন। তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতার দিকে তাকিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে অক্ষর একটি ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একটি ম্যাচে স্লো ওভার রেটের কারণে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রাক্তন অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। সেই ম্যাচে অক্ষর দায়িত্ব সামলেছিলেন।

প্রাক্তন অজি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ, সাজা নিয়ে বিস্তর জল্পনা

সিডনি, ১৩ মার্চঃ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের প্রাক্তন স্পিনার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ অনেকদিন ধরেই উঠেছিল। অবশেষে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি নাকি কোকেন সরবরাহ করতেন। তবে স্বস্তির ব্যাপার এটাই যে অত্যাধিক মাদক সরবরাহের অভিযোগ ম্যাকগিলের বিরুদ্ধে তোলা হলেও, এই ব্যাপারে আদালত তাঁকে ক্লিনচিট দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুসারে, আদালতে যখন ম্যাকগিলের সাজা ঘোষণা করা হচ্ছিল, সেইসময় এই অজি ক্রিকেটার গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আগামী ৮ সপ্তাহ পর তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি নাকি ৩ লাখ ৩০ হাজার অস্ট্রেলিয় মুদ্রার কোকেন সরবরাহ করেছেন। যদিও সিডনি জেলা আদালতের বিচারক এই মামলায় তাঁকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। কিন্তু, মাদক সরবরাহের ঘটনায় তিনি যে যুক্ত ছিলেন, সেকথা অস্বীকার করেননি তিনি। অভিযোগ, সিডনিতে অবস্থিত নিজের রেস্তোরাঁয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র সঙ্গে তিনি মাদক সরবরাহকারীদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। ম্যাকগিল জানিয়েছেন, এই আলোচনার আড়ালে যে কোকেনের ব্যবসা চলছে, তা বিন্দুমাত্র জানতেন না তিনি। যদিও সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, ম্যাকগিলের সম্মতি ছাড়া এই লেনদেন একেবারে সম্ভব ছিল না। ইতিপূর্বে, অপহরণের একটি মামলায় নাম জড়িয়েছিল ম্যাকগিলের। তিনি নিজেই দাবি

করেছিলেন যে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, অপহরণকারীরা জানিয়েছিলেন, ম্যাকগিল নাকি স্বেচ্ছায় তাঁদের সঙ্গে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সেইসময়ও তাঁর বিরুদ্ধে মাদক সরবরাহের অভিযোগ উঠেছিল। ১৯৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনি ওয়ানডে এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলেছিলেন। তিনি মোট ৪৪ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। এরমধ্যে ৮৫ ইনিংসে তিনি ২০৮ উইকেট শিকার করেছিলেন। পাশাপাশি ব্যাট হাতে করেন ৩৪৯ রান। পাশাপাশি ৩ ওয়ানডে ম্যাচে তিনি ৬ উইকেট শিকার করেন।

'আমি থাকলে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জিতে ফিরত ভারত', আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা পূজারার

মুম্বই, ১৩ মার্চঃ তিনি দলে থাকলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হারার বদলে জিতে ফিরত টিম ইন্ডিয়া। একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন চেতশ্বর পূজারা। ভারতীয় দলের বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে পূজারা দীর্ঘদিন টেস্ট দলের মিডল অর্ডারে নেমেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তিনি দলের বাইরে। তাঁকে শেষ জাতীয় দলের জার্সি গায়ে লাল বলের ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছিল দু'বছর আগে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে। অস্ট্রেলিয়া সফরে দলে সুযোগ না পেলেও তিনি অস্ট্রেলিয়া যান ধারভাষ্যকার হিসেবে। তারপর কবে দলে ফিরবেন কিংবা আদৌ ফিরবেন কি না, সে বিষয়ে কোনও জল্পনা বা সংকেত সামনে আসেনি। কিন্তু কামব্যাক নিয়ে এখনও যথেষ্ট আশাবাদী পূজারা। বলেছেন, ''একজন ক্রিকেটার হিসেবে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চাই। আর সেটা করার জন্য, সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সবকিছু করতে পারি। যদি দলের আমাকে প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি তৈরি। গত দু'বছর ধরে প্রচুর ঘরোয়া ও কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছি। রানও করেছি। তাই সুযোগ দেওয়া হলে আমি তা দু'হাতে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।'' এরপরই জোর গলায় দাবি করেন, ''অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী আমি। যদি আমায় দলে নেওয়া হত তাহলে আমরা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক করেই দেশে ফিরতাম। এটা কোনওভাবে অস্বীকার করতে পারব না।'' আসন্ন ইংল্যান্ড সফর টিম ইন্ডিয়ার জন্য কঠিন পরীক্ষা। মেনে নিচ্ছেন পূজারা। তিনি নিজে সুযোগ পাবেন কি না জানা নেই। তবে তুলনায় 'দুর্বল' ইংল্যান্ড টিমের মুখোমুখি হলে সেটা বড় অ্যাডভান্টেজ হতে পারে ভারতের পক্ষে। দাবি পূজারার। বলেন, ''এই দলের অনেক ভাল ও বড় সুযোগ রয়েছে। ইংল্যান্ডের বোলিং লাইন আপের দিকে তাকালেই বুঝবেন, অ্যান্ডারসনের অবসরের পর এবং স্টুয়ার্ট ব্রড প্রথম একাদশে জায়গা না পাওয়ার কারণে তা দুর্বল হয়ে পড়েছে।''

'যাঁরা বলটি নড়তে দেখেছেন, দয়া করে হাত তুলুন'

মাদ্রিদ, ১৩ মার্চঃ ''স্টেডিয়ামে যাঁরা ছিলেন এবং তাঁকে বলটি দ্বিতীয়বার স্পর্শ করতে দেখেছেন, বলও নড়েছে, দয়া করে তাঁরা হাত তুলুন।'' সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রতি এই অনুরোধ জানান আতলেতিকো মাদ্রিদ কোচ দিয়েগো সিমিওনে। কিন্তু কেউ হাত তোলেননি। সিমিওনে তাই পরের প্রশ্নোত্তরে চলে যান। কিন্তু যে প্রশ্ন আর্জেন্টাইন কোচ রেখে গেলেন, তা নিয়ে এখন উত্তাল চ্যাম্পিয়নস লিগ। মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে টাইব্রেকার থেকেই বিতর্কের শুরু। সংবাদ সম্মেলনেও তার রেশ থাকাই স্বাভাবিক। তবে টাইব্রেকারে হুলিয়ান আলভারেজ বলটি দ্বিতীয়বার স্পর্শ করেছিলেন কি না, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক যে বেশ কিছুদিন চলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে গতকাল রাতে আতলেতিকোর মাঠে ১-০ গোলে হারে রিয়াল। দুই লেগ মিলিয়ে ২-২ গোলে দুই দল সমতায় থাকায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। কিন্তু অতিরিক্ত সময়েও জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হওয়ায় টাইব্রেকারে যেতে হয় মাদ্রিদের চির বৈরী অথচ প্রতিবেশী দুই দলকে। ৪-২ গোলে টাইব্রেকার জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে রিয়াল। আতলেতিকোর হয়ে দ্বিতীয় শটটি নিতে আসেন আলভারেজ। লক্ষ্যভেদ করলেও শটটি নেওয়ার সময় নিয়ম লঙ্ঘন করেন। শটটি নেওয়ার সময় আলভারেজের বাঁ পা একটু পিছলে গিয়েছিল। ডান পায়ের শট নেওয়ার আগে আলভারেজের বাঁ পা লেগেছে বলে, যেটা নিয়মের পরিপন্থী। টাইব্রেকার শট নেওয়ার সময় বল একবারই টাচ করা যাবে। আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের বাঁ পা বলে লাগার দৃশ্য ভিডিও রিপ্লে দেখেও বোঝা কঠিন। বল নড়েছিল কি না সেটা স্পষ্টভাবে বোঝাও কষ্টকর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে, আলভারেজের ডান পা বলে আঘাত হানার প্রায় সামান্য আগে তাঁর বাঁ পায়ের স্পর্শে বলটা একদমই হালকাভাবে একটু নড়েছে। স্লো-মোশন ভিডিওতেও নড়ার মুহূর্তটি পরিষ্কার করে বোঝা কঠিন। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি প্রযুক্তি (ভিএআর) নিয়ম লঙ্ঘন করায় আলভারেজের গোলটি বাতিল করে। সিমিওনে ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ''রেফারি বলেছেন পেনাল্টি স্পটে হুলিয়ান (শট নেওয়ার সময়) যে পায়ে (বাঁ পা) দাঁড়িয়েছিল, সেই পা দিয়ে বল স্পর্শ করেছে। কিন্তু বল তো নড়েনি। পেনাল্টি শটটি সঠিক না ভুল ছিল-ব্যাপারটি এখন এ নিয়ে শুধু তর্কই বাড়াবে। এসব ছাপিয়ে আমি খেলোয়াড়দের নিয়ে গর্বিত। সত্যি বলতে সুখী লাগছে।'' কেন সুখী

লাগছে, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সিমিওনে, ''কারণ আমরা উদাহরণ দেওয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল মাদ্রিদকে হারাতে পারিনি। কিন্তু আমাদের বিপক্ষে তাদের খুব বাজে সময় কেটেছে।'' সিমিওনে জানিয়েছেন, আলভারেজের পেনাল্টি শট নিয়ে অফিশিয়ালরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ ব্যাপারটি তিনিও বিশ্বাস করতে চান। কিন্তু সেটা পারছেন না যেসব কারণে, সংবাদ সম্মেলনে সেসব বলেছেন আতলেতিকো কোচ, ''শুটআউটে পেনাল্টি নেওয়া ঠিক ছিল কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ভিএআরের সাহায্য নেওয়া কখনো দেখিনি। কিন্তু তারা দেখেছেন যে সে বলটা স্পর্শ করেছে। আমিও এটা বিশ্বাস করতে চাই। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে তারা দেখেছেন সে বলটি স্পর্শ করেছে।'' সিমিওনে এরপর উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রতি জোরালো গলায় বলেন, ভিডিও রিপ্লেতে যাঁরা পরিষ্কার দেখেছেন আলভারেজ বলে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করেছেন, তাঁরা হাত তুলুন, 'আপনাদের হাত তুলুন, যারা দেখেছেন হুলিয়ান বল দ্বিতীয়বার স্পর্শ করেছে। কে হাত তুলবেন? কেউই হাত তোলেননি। এর বেশি আর কিছুই আমার বলার নেই...পরবর্তী প্রশ্ন।'' রিয়ালের গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া স্বাভাবিকভাবেই সিমিওনের উল্টো প্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাঁর দাবি, পা পিছলে যাওয়ার সময় আলভারেজ বল দ্বিতীয়বার স্পর্শ করেছেন, ''শেষ পর্যন্ত এটা ছিল লটারি। মনে হয়েছে যে সে দ্বিতীয়বার বল স্পর্শ করেছে। রেফারিকে এটাই বলেছি। যদিও এটা দেখা সহজ না, তাদের জন্য ব্যাপারটা কিছুটা দুর্ভাগ্যও।'' তবে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে অভিযোগ তোলায় আতলেতিকোর সমালোচনাও করেছেন কোর্তোয়া। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে স্পেনের রেফারিদের বিরুদ্ধে 'কারচুপি'র অভিযোগ তোলায় নিজের ক্লাবকেও ছেড়ে কথা বলেননি কোর্তোয়া, ''উয়েপা এটা পরিষ্কার দেখেছে- হারের পর নিজেদের অন্যায়ের শিকার ভাবাটা ভালো লাগে না। এসব নিয়ে সব সময়ই ঘ্যানঘ্যান করে। রেফারি নির্দিষ্ট কোনো দলকে সাহায্য করতে চান না, সেটা স্পেনেও না, ইউরোপেও না। তারা পরিষ্কারভাবে দেখে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন... ভিএআরের মাধ্যমে তারা পরিষ্কার দেখেছেন। তাদের অনেক ছবি ও ক্যামেরা আছে।'' রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও মনে করেন রেফারির সিদ্ধান্ত সঠিক, ''তারাই এটা ধরেছে। আমাদের মনে সন্দেহ জাগার আগেই ভিএআরে তারা এটা ধরেছে। আমিও দেখেছি। আমার মনে হয়, সে বাঁ পায়ে বলটা স্পর্শ করেছে, যেটা দ্বিতীয় স্পর্শ।'' সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, ফুটবলের আইনে বলা হয়েছে, বলে প্রথম স্পর্শের পর পেনাল্টি যিনি নিয়েছেন, তিনি ''অবশ্যই আবারও বলটি স্পর্শ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তা আরেকজন খেলোয়াড় স্পর্শ করছেন।''

অবিশ্বাস্য নাটকীয়তার পর আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে শেষ আটে রিয়াল মাদ্রিদ

ম্যাচ শুরু হওয়া মাত্রই প্রতিপক্ষের এগিয়ে থাকার স্বস্তি কেড়ে নিল আতলেতিকো মাদ্রিদ। ঘুচিয়ে দিল এক গোলের ব্যবধান। ওভাবে গোল হজম করে তেতে উঠবে কী, উল্টো রদ্রিগো-এমবাপেদের পায়ে যেন ভর করল রাজ্যের ক্লান্তি। আর পেনাল্টি পেয়ে হতাশায় ডোবালেন ভিনিসিউস জুনিয়র। তবে, উত্তেজনা আর নাটকীয়তার সবটুকু যেন জমা রইল টাইব্রেকারের জন্য। যেখানে বড় ভূমিকা রাখল ভিএআরের একটি সিদ্ধান্ত, যা পক্ষে গেল রিয়াল মাদ্রিদের। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে জায়গা করে নিল রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা।

আতলেতিকো মাদ্রিদ ১ - ০ রিয়াল মাদ্রিদ (দুই লেগ মিলিয়ে ২-২ ব্যবধানে সমতা থাকার পর টাইব্রেকারে রিয়ালের জয় ৪-২ গোলে)

মাদ্রিদ, ১৩ মার্চঃ অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য এক ম্যাচই বটে। প্রথম মিনিটে আতলেতিকো মাদ্রিদের গোল, এরপর ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের পেনাল্টি মিস এবং শেষে টাইব্রেকারের মহানাটকে হুলিয়ান আলভারেজের গোল বাতিল হওয়া। সব মিলিয়ে আজ আতলেতিকোর মাঠে মঞ্চস্থ হয়েছে মনে রাখার মতো এক লড়াই। আর চ্যাম্পিয়নস লিগের ধ্রুপদি এ লড়াইয়ে আতলেতিকোকে ৪-২ গোলে হারিয়ে শেষ আটে উঠে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল। এর আগে নির্ধারিত সময়ের খেলায় রিয়ালকে আতলেতিকো ১-০ গোলে হারালেও দুই লেগ মিলিয়ে ম্যাচ সমতায় ছিল ২-২ গোলে। টাইব্রেকারে কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহাম, ফেদেরিকো ভালভের্দে ও আন্তোনিও রুডিগার লক্ষ্যভেদ করলেও মিস করেছেন লুকাস ভাসকেজ। অন্যদিকে আতলেতিকোর হয়ে আলেক্সান্দার সরলোথ ও আনহেল কোরেয়া গোল করলেও মিস করেছেন আলভারজে ও মার্কোস ইয়োরেন্তে। এর মধ্যে আলভারেজের গোল বাতিল হয়েছে অদ্ভুত কারণে। ডান পায়ে শট নেওয়ার আগের মুহূর্তে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ হারান আর্জেন্টাইন তারকা, এর ফলে তাঁর বাঁ পা-ও লেগে যায় বলে। আর 'ডাবল টাচ' হওয়ায় বল জালে জড়ালেও বাতিল হয় সেই গোল। আর এটিই শেষ পর্যন্ত গড়ে দিয়েছে ম্যাচের পার্থক্য। রিয়ালের নাটকীয় এই জয় ভিনিসিয়ুসকে ট্র্যাজিক হিরো হওয়া থেকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে।

চ্যাম্পিয়নস লিগে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র বরাবরই বড় ম্যাচের তারকা। সেমিফাইনাল-ফাইনালে এগিয়ে এসে দলের দায়িত্ব নিতে দেখা গেছে তাঁকে। আজকের ম্যাচটা শেষ ষোলোর হলেও গুরুত্ব একটুও কম ছিল না। তবে এবারের চিত্রনাট্যটা লেখা হয়েছে ভিন্নভাবে। যেখানে লেখা ছিল না ভিনির নায়ক হওয়ার কথা। এমনকি পেনাল্টি মিস করার কারণে হতে পারতেন ভিলেনও। কিন্তু সতীর্থরা এবং ভাগ্য তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আতলেতিকোর মাঠে প্রথম লেগের লিড হারাতে এক মিনিটও লাগেনি রিয়ালের। ম্যাচ শুরু হতে না হতেই ২৭ সেকেন্ডে দারুণ এক আক্রমণ থেকে গোল করেন কনর গ্যালাঘার। চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি আতলেতিকোর সবচেয়ে দ্রুততম গোল। আর রিয়ালের জন্য এটি ২০১০ সালের পর চ্যাম্পিয়নস লিগে তাদের হজম করা দ্রুততম গোল। এই গোলের পর রিয়াল রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আতলেতিকোর ওপর। আতলেতিকোও অবশ্য ছেড়ে কথা বলেনি। দ্রুত সামলে নিয়ে দারুণ প্রেসিংয়ে পাল্টা জবাব দেয় তারাও। দুই দলের এমন আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণেই রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে দ্বৈরথ। তবে রিয়ালের আক্রমণগুলো আতলেতিকোর বক্সে এসে বারবার খেই হারাচ্ছিল। অন্য দিকে পাল্টা আক্রমণে আতলেতিকোও চেষ্টা করছিল সুযোগ তৈরির। ২৫ মিনিটে দুর্দান্ত গোলকিপিংয়ে রিয়ালকে বাঁচান থিবো কোর্তোয়া। ৩৫ মিনিটে আরও একবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল আতলেতিকো। তবে এবারও অল্পের জন্য হতাশ হতে হয় আয়োজকদের। একটু পর ফের আলভারেজকে হতাশ করেন কোর্তোয়া। বিরতির পরও রিয়ালকে চেপে ধরে আতলেতিকো। শুরুর দিকেই একাধিক সুযোগ তৈরি করে তারা। যদিও গোল পাওয়া হয়নি। সুযোগ পেয়েছে রিয়ালও। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তারাও। তবে ৬৮ মিনিটে ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে দেন কিলিয়ান এমবাপে। প্রতি-আক্রমণ থেকে আতলেতিকোর দুই ডিফেন্ডারকে নাকাল করে ঢুকে পড়েন আতলেতিকো বক্সে। উপায় না দেখে ফাউল করেই তাঁকে থামাতে হয় লংলেকে। তবে নাটক তখনো আরও বাকি। পেনাল্টিটা মিসই করে বসেন ভিনিসিয়ুস। শট নিয়ে বল পাঠান অনেক বাইরে দিয়ে। রিয়াল সুযোগ মিস করায় সমতাতেই এগিয়ে চলে ম্যাচ। দুই দলই বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিল এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু নির্ধারিত সময়রে পর অতিরিক্ত সময়েও কোনো দল আর গোল পায়নি। যে কারণে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে, যেখানে বাজিমাত করে রিয়াল। শেষ আটে রিয়ালের প্রতিপক্ষ ইংলিশ ক্লাব আর্সেনাল।

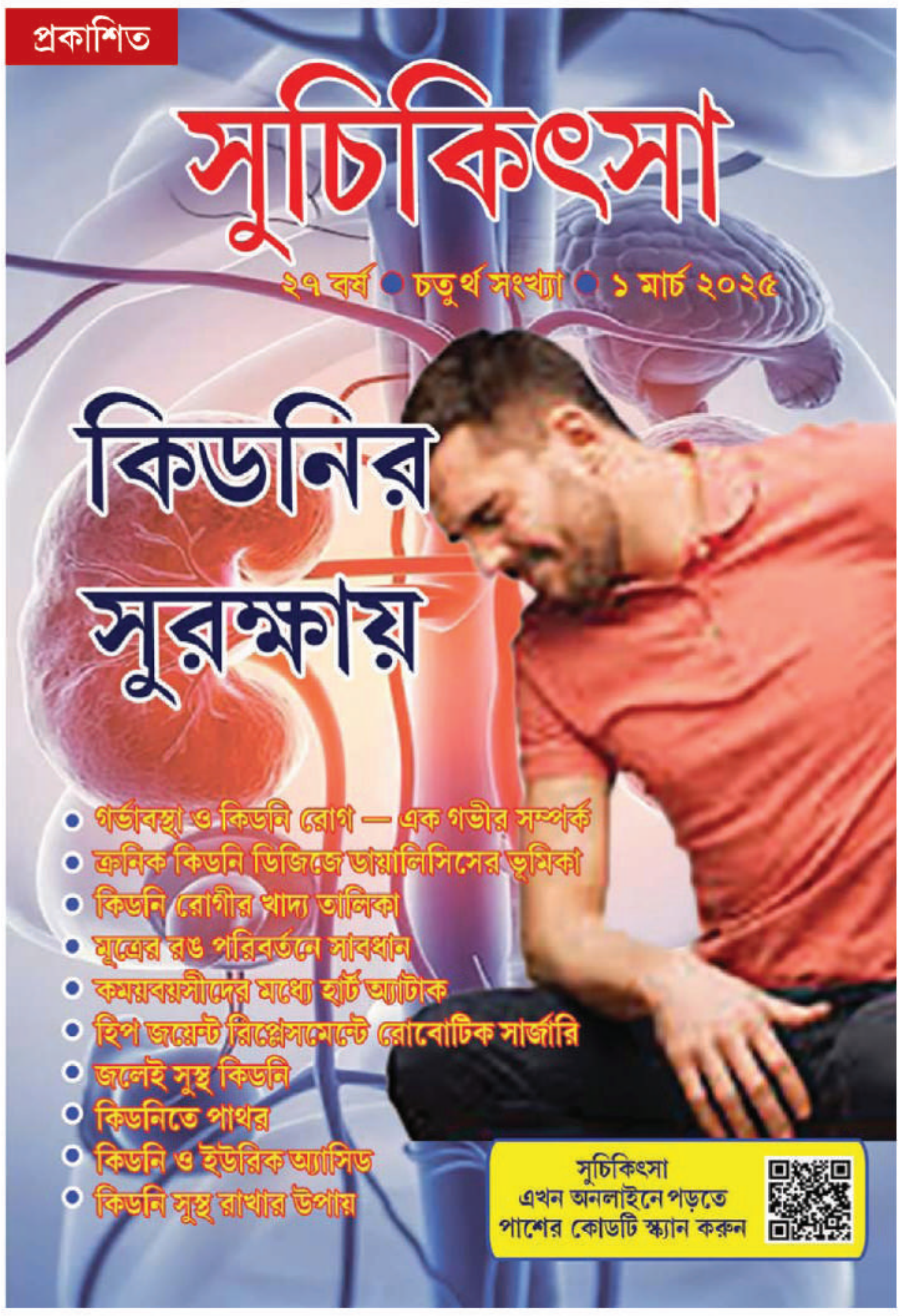

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com